প্রহলাদ

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ
প্রণীত

ষষ্ঠী অপেরায় অভিনীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

কার্ত্তিকচন্দ্র ধরের
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা

সন ১৩৪২—শ্রাবণ

প্রকাশক—
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ধ্রুব প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্স
প্রিণ্টার—শ্রীরাজকুমার রায়
৩২৭, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

ব্রহ্মা, নারায়ণ, নারদ, ইন্দ্র, অগ্নি, পবন, যম, হিরণ্যকশিপু
(দৈত্যরাজ), মন্ত্রী (দৈত্যমন্ত্রী), হ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ,
প্রহ্লাদ (হিরণ্যকশিপুর পুত্র চতুষ্টয়), ষণ্ড, অমার্ক
(রাজকুমারদের শিক্ষা গুরু), পাহাড়িয়াগণ,
সাপুড়েগণ, বৈষ্ণবগণ, প্রহরীগণ, সুরগণ
ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

নিয়তি, লক্ষ্মী, কয়াধু (দৈত্য-
রাজমহিষী), অপ্সরাগণ,
সাপুড়িয়ানীগণ
ইত্যাদি।

প্রহ্লাদ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রাজকক্ষ। কাল—প্রভাত।

শোকোন্মত্ত ক্রুদ্ধ হিরণ্যকশিপু একাকী আসীন।

হিরণ্য। কেবা হরি?—কোথা হরি!
যার করে হিরণ্যাক্ষ হইল নিহত
শুনিলাম অদ্ভুত ঘটনা,
মায়াবী সেই হরি—
ভীষণ বরাহমূর্ত্তি ধরিয়া সহসা,
বিনাশিল—মম জ্যেষ্ঠ সহোদরে।
ধূর্ত্ত হরি কোথায় লুকাল এবে?
কে জানে সন্ধান তার?
কোথা বাস করে সে মায়াবী!
স্বর্গে যদি হয়,

তবে আজি একটী মুহূর্ত্তে
স্বর্গ উপাড়িয়া—
ফেলিব অই নীলসিন্ধু-মাঝে ।
ত্রিশকোটী দেবগণে—
একসঙ্গে নাশিব অসিতে ।
যদি বাস করে অই শূন্য মাঝে,
তা হ'লে অই মহাশূন্য হ'তে—
সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী,
দুই হস্তে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া,
দূরে নিক্ষেপিব আমি লোষ্ট্রের সমান
যদি ধূর্ত্ত রসাতলে করে পলায়ন,
তা হ'লে সেই রসাতলে পশি,
মুহূর্ত্তে বধিব সেই ধূর্ত্ত মায়াবীরে ।
কিন্তু— কেবা সেই হরি ?
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিম্বা যক্ষ রক্ষ হবে ?
মনে লয় চির অরি দানবের—
স্বর্গবাসী সুরগণ ।
সেই সুরগণ মাঝে—
ধূর্ত্ত হরি লভেছে জনম ।
নিশ্চয় সেই দেবতার নেতা ।
আজি সৈন্যসহ—
পশিব ত্রিদিবে,
স্বর্গপুরী বিধ্বংসিব আজি ।
সুরপতি বাসবেরে

স্বর্গহ'তে দেব তাড়াইয়া,
সুরেন্দ্রাণী শচীরে আনিয়া—
কয়াধুর দাসী ক'রে দিব।
কেশে ধরি করি আকর্ষণ—
স্বর্গহ'তে আনিব শচীরে।
যাই—আর একটী মুহূর্ত্ত
অবহেলে করিব না ক্ষয়।
ওঃ—ভ্রাতৃ-শোকে জ্বলিছে হৃদয়,
জ্বালাব সে শোকানল—
ত্রিদিবের প্রতি ঘরে ঘরে।

(গমনোদ্যত)

সহসা কয়াধুর প্রবেশ।

কয়াধু। (বাধাদিয়া) কোথা যাবে দৈত্যপতি!
কি অপরাধ করিলা ইন্দ্রাণী?
দুর্ব্বলা রমণী সে যে,
বিনাদোষে—
তার প্রতি কেন তব এত জাতক্রোধ?
বীর তুমি,
স্বর্গপুরে আছে কত মহা মহা বীর,
যাও, যোঝ, তাহাদের সনে।
দেখাও তাদের কাছে আপন বীরত্ব,
স্বর্গরাজ্য করিলে উচ্ছেদ,
হয় যদি স্বকার্য্য উদ্ধার,

নিভে যদি ভ্রাতৃ-শোকানল,
এখনি সে স্বর্গপুরী কর ছারখার,
কিন্তু, রমণীর কেশাগ্র কখনো,
করিওনা স্পর্শ দৈত্যনাথ !
রমণীর প্রতি যদি কর অত্যাচার,
ত্রিভুবনে রটিবে কলঙ্ক,
কাপুরুষ বলি তোমা দিবে টিট্‌কারী।

হিরণ্য। কেবা দিবে টিট্‌কারী রাণি !
চরাচরে হেন জীব আছে কি কোথায় ?
স্তুতি ভিন্ন নিন্দাবাদ
মুণাক্ষরেও করিবারে পারে ?
তুমি জাননা মহিষি !
কি প্রতাপ জ্বালিয়াছি ত্রিলোক মাঝারে,
কি প্রভাব জাগায়েছি মর্ত্ত্যে—রসাতলে।
না পারে চাহিতে কেহ—
তিলমাত্র নেত্রপানে মোর।
আনতবদনে, মৃত্তিকার পানে
দৃষ্টি রাখি সভয় অন্তরে,
কথা-কয়—মোর সনে—
কখনো বা কেহ।
অই হের তীক্ষ্ণ-রশ্মি দিবাকর,
ধীরে ধীরে মৃদু-রশ্মি লয়ে—
পূর্ব্বাকাশে হ'তেছে উদিত।
ভীম প্রভঞ্জন,

ভীমবেগ করি পরিহার—
মৃদু মৃদু হের অই বহিছে কেমন।

কয়াধু। সব সত্য—দৈত্যনাথ!
চরাচরে তব সম প্রভাব প্রতাপ,
কে পেরেছে কবে দেখাইতে?
ত্রিলোকের বাল-বৃদ্ধ-যুবা—
কেবা বল নাহি জানে ইহা?
কিন্তু দৈত্যপতি!
তাই ত সম্প্রতি মম এই অনুরোধ,
এত বল, এত বীর্য্য এত শৌর্য্য যার,
সে—কেন হায় কাপুরুষ সম
প্রকাশিবে বলবীর্য্য রমণী উপর?
মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড
পোড়ায় পর্ব্বত,
শুষ্ক করে কত নদ, কত সরোবর,
কিন্তু, বিকচনলিনী সনে—
কি ব্যবহার করে বল দেখি?
একটী কমলদল—
নহে শুষ্ক হয় তীব্রতাপে,
বরঞ্চ—
সরস-সুস্নিগ্ধ-মূর্ত্তি ধরে সে দিবসে।

হিরণ্য। (সহাস্যে) আচ্ছা, আচ্ছা, দেখা যাবে রাণি!
যাই আমি—না সহে বিলম্ব।

[প্রস্থান।

কয়াধূ । দানবের উৎকট লালসা—
চিরদিন ইন্দ্রাণী উপর ;
কে জানে কি উৎকট বাসনা,
জাগিয়াছে দৈত্যেশ-হৃদয়ে !

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—স্বর্গপুর । কাল—প্রভাত ।

দেবগণসহ ইন্দ্র আসীন ।

ইন্দ্র । স্বর্গ অভিমুখে—
ধায় দৈত্যদল পঙ্গপাল সম,
ভ্রাতৃশোকে উন্মত্ত হিরণ্য,
স্বর্গপুরী বিধ্বংসিতে আসিতেছে তাই ।
সুরগণ !
যুক্তি করি করহ উপায় স্থির ।
দৈত্যসনে করিবে সমর ?
কিংবা—
স্বর্গ ছাড়ি—পলাইবে রসাতল পুরে ?

অগ্নি। এতদূর অধঃপাত হ'য়েছে কি দেবতাগণের ?
বিনাযুদ্ধে—স্বর্গ-সিংহাসন
তুলে দিয়ে দানবের করে,
রসাতলে যাব লুকাইয়ে ?
এখনো অনল আমি,
হইনি ত চির নির্ব্বাপিত।
এখনো দহিতে পারি
ইচ্ছা হ'লে এ তিন ভুবন।
এখনো বারিধি নীর
বাড়বাগ্নিরূপে,
নিমেষে শুষিতে পারি ইচ্ছি যদি মনে।

পবন। ভীম-প্রভঞ্জন আমি,
নহি ধীর মলয় মারুত,
ইচ্ছা হ'লে ঘোরঝঞ্ঝা করিয়া সৃজন
উপাড়িতে পারি—
মড় মড় করি—
সুবিশাল হিমালয় গিরি।
ইচ্ছা হ'লে তৃণরাশি সম,
উড়ায়ে লইতে পারি এ তিন-ব্রহ্মাণ্ড।
বিনাযুদ্ধে—
দৈত্যে লবে স্বর্গপুরী কাড়ি,
হেন যুক্তি নাহি জানে পবন কখনো।

যম। মৃত্যুপতি কাল আমি,
ধরি কাল-দণ্ড,

দণ্ডি আমি এ তিন-ব্রহ্মাণ্ড,
কত দৈত্য এল, কত দৈত্য গেল,
শেষ গতি আমারি করেছে !
মর্ত্ত্য আর রসাতল,
একমাত্র মম অধিকারে।
তবে কেন—
যুদ্ধ বিনা দৈত্যকরে দিব স্বর্গ ছাড়ি।

ইন্দ্র। শুনিলাম বুঝিলাম সব,
কিন্তু - শেষফল কি দাঁড়াবে ?
অগ্নি-যম-প্রভঞ্জন আদি !
যতই প্রবল হও, যতই দুর্ব্বার হও,
কিন্তু—চিরদিন—
দৈত্যকরে হয় গতি যাহা,
তাই ত লভিতে হবে ?
বরদৃপ্ত দৈত্যকরে
দেবগণ হবে পরাজিত,
ধূম্রময় রসাতল—শেষ বাসস্থান !
এ নিয়ম চিরদিন র'য়েছে নির্ণীত।
অকারণ রণ করা সার,
বার বার বন্দী হ'য়ে—
দৈত্যসেবা নাহি ইচ্ছা হয়।
বার বার একই নির্যাতন,
বার বার ইন্দ্রাণী হরণ,
কিবা ফল তাতে বল ?

তার চেয়ে মনে লয়—
স্বর্গ আশা ত্যজি চিরতরে,
নিবাস করি স্থির রসাতল মাঝে,
কিংবা কেন গিরিগুহাতলে,
চির-লুক্কায়িত রহি দেবতা সকলে।
গ্লানি লজ্জা নূতন করিয়ে—
হবে না লভিতে কভু।

অগ্নি। হে সুরেন্দ্র!
দুঃখে অভিমানে
যা কহিলে, সত্য বটে তাহা।
কিন্তু বীর তুমি,
এ ত্রিলোকে কেবা তব সমকক্ষ বীর?
জান তুমি বীরের সম্মান,
জান তুমি বীরত্ব গরিমা,
জান তুমি শূরত্ব মহিমা
তুচ্ছ প্রাণ বিনিময়ে
চায় বীর বীরত্ব মর্য্যাদা!
এ কথা অজ্ঞাত নহে বাসব-সকাশে।
পিতামহ বিশ্বধাতা যিনি,
তাঁরই কার্য্যে পায় দুঃখ সুরগণ,
যত দৈত্য যতবার লভিল ত্রিদিব,
ঐই এক বিধাতাই শুধু—
হেতু তার, মূল তার কর্ত্তা তার জানি।
স্তবে তুষ্ট পদ্মযোনী,

ভাল মন্দ না করি বিচার
ইচ্ছামত বর, দৈত্যে করেন প্রদান।
কি উপায় আছে বল তার ?
এ ব্যাধির প্রতীকার কে করিবে বল ?

বায়ু। শুধু—বিধি নহে হুতাশন !
ত্রিলোচন ধূর্জটিও উপাস্য দৈত্যের,
মনে পড়ে বৃত্রাসুর কথা ?
যবে ইন্দ্রাণীরে করিয়া হরণ—
ঐন্দ্রিলার দাসীরূপে রাখে নিজপুরে।
আশুতোষ সদাশিব, সদা ভোলানাথ,
বর দিয়া বৃত্রাসুরে করে হেন বলী।

যম। এ দুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে কোথা ?

ইন্দ্র। তবে কি যুদ্ধই ধার্য্য হইল সবার ?

সকলে। নিশ্চয় ! নিশ্চয় !

বেগে দূতের প্রবেশ।

দূত। অবধান করুন বাসব !
দৈত্যদলসহ হিরণ্যকশিপু,
আসিয়াছে স্বর্গদ্বারে
ভাল মন্দ করুন বিধান।

ইন্দ্র। যাও দূত ! স্থানান্তরে। [দূতের প্রস্থান
চল তবে সুরগণ ! রণসাজে সমর প্রাঙ্গণে।

সকলে। জয় সুরেন্দ্রের জয়। [সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান- স্বর্গপথ।   কাল—মধ্যাহ্ন।

গীতকণ্ঠে দানবসৈন্যের প্রবেশ।

গান।

দানব দর্পে প্রবেশি স্বর্গে,
ছাড়রে ভৈরব-হুঙ্কার।
দেবতা গর্ব্ব কররে খর্ব্ব
উঠুক অসির ঝঙ্কার॥
স্বর্গ-সিংহাসন করি আক্রমণ,
বাসবে করিব বন্দী।
না হবে নিস্তার অমরার আর,
খাটিবেনা কোন ফন্দী॥
কররে চুরমার, উঠারে মহামার,
হউক ছারখার অমরা।
নাহিক শঙ্কা বাজাও ডঙ্কা,
হব জয়ী রণে আমরা॥

[প্রস্থান
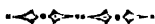
চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—শূন্যপথ। কাল—অপরাহ্ন।

শচীর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ।

শচী। কাপুরুষ দৈত্যাধম!
রমণী উপরে তাই বল-বীর্য্য প্রদর্শন?
ত্রিলোক মাঝারে--
সত্য বীর যারা,
সত্য বীরধর্ম্ম বীরের মর্য্যাদা—
জানে যারা—বোঝে যারা,
তারা কভু তব সম,
হেন কাপুরুষ বৃত্তি করেনা গ্রহণ।
প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা ত্যজি—
আসেনা তাহারা—
অন্তঃপুরে ভুজবীর্য্য প্রকাশিতে কভু।

হিরণ্য। গর্ব্বিতা ইন্দ্রাণি!
কাপুরুষ নহে কভু হিরণ্যকশিপু।
একে একে সুরগণ সহ আপনি বাসব,
প্রাণপণে যুঝিলা আমার সনে,
কিন্তু—এই ভুজবল,
বলহীন দুর্ব্বল করিল সুরগণে।

মৃত্যুহীন অমরসকল,
ভাগ্যগুণে তাই তারা প্রাণে না মরিল।
স্বর্গ পরিহরি,
রসাতলে করে পলায়ন।
বল দেখি কাপুরুষ কারা মহেন্দ্রানি!
নিজ অন্তঃপুর. ফেলি শত্রু করে,
প্রাণভয়ে স্বর্গ ছাড়ি-
করে যারা পলায়ন,
সত্য কাপুরুষ,
তারা কিম্বা আমি সুরেন্দ্রাণি!
আমি সেই অরক্ষিতা—
স্বর্গপতি বাসব রমণী তোমা',
নিজপুরে ল'য়ে যেতে ইচ্ছি মনে মনে,
মিষ্টবাক্যে চাহিলাম সঙ্গ নিতে মোর,
শুনিলেনা—বুঝিলেনা কথা মোর,
ক্রোধে কটু তিরস্কার করিলে আমারে,
তাইত ধরিনু কেশে,
তাইত দেখানু শক্তি রমণী উপর
নিজদোষে লাঞ্ছিতা পীড়িতা হও
কি দোষ আমার তাহে বল?
এখনও বলি সুরেন্দ্রাণি!
শান্তভাবে এস মম সাথে,
কেশপাশ এখনি করিব ত্যাগ,
অতীব সম্মানে তোমা ল'য়ে যাব আমি।

শচী। কেন বলদেখি,
তোমাসনে যেতে হবে মোর ?
স্বর্গজয় করিয়াছ,
ইচ্ছা হয় বস আসি স্বর্গ-সিংহাসনে,
ভোগ কর নন্দন অপ্সরা,
মোরে কিবা কাজ তব ?
আমার সম্মান তরে—
কেন তব এত মাথাব্যথা ?
আমি বাসব মহিষী,
ভাগ্যদোষে পতি,
আজি যদি হন পরাজিত,
দৈত্যভয়ে আজি যদি—
প্রাণ ল'য়ে হন পলায়িত,
কি করিব আমি ?
তা ব'লেকি স্বামী ত্যজি
পতিব্রতা যাবে অন্য গৃহে !
নিজ সুখ চাহেনা রমণী।
পতিসুখ সম্পদ গৌরবে—
গরবিণী হয় যথা সাধ্বী পতিব্রতা,
তেমতি সে পতি যদি,
দৈববশে কভু
অকূল দুঃখের স্রোতে হয় ভাসমান।
সাধ্বীসতী—
সেই সঙ্গে ভাসে দুঃখ স্রোতে,

শত স্বর্গসুখ
ধরে যদি কেহ তার চক্ষের উপর,
নাহি ফিরে চায় সতী সে স্বর্গের পানে।
তুচ্ছ পণে স্বর্গসুখ—পতি বিনিময়ে।

হেলণা। কিন্তু স্বামী—কাপুরুষ,
নিজপত্নী রক্ষণে অপটু,
হেন স্বামী স্বর্গপুরে ত্যাজ্য নাহি হয়?
নাহি করে দেবীগণ,
হেন হীনবীর্য্য স্বামীগণে
কিছুমাত্র ঘৃণা বা উপেক্ষা?
ফিরে যদি আসে সেই নির্লজ্জের দল,
তথাপি কি দেবীগণে
ঘৃণাভরা আঁখি সব,
ক্রোধে ক্ষোভে লবেনা ফিরায়ে?
তীব্র তিরস্কার—
লোষ্ট্রসম বর্ষিবে না তাহাদের পরে?
অত্যাশ্চর্য্য! শুনি তব মুখে আজি।

শচী　দানবের কাছে ইহা আশ্চর্য্যই বটে!
কিন্তু, স্বর্গ কিম্বা মর্ত্ত্যবাসী
ক্ষুদ্র এক বালিকাও জানে এই কথা,
"পতি-ভক্তি রমণীর সর্ব্ব ধর্ম্মসার,"
যে ক্ষুদ্র বালিকা, তার মাতৃ-গর্ভ হ'তে।
দেবী বা মানবী যত,
ইষ্টদেব ভাবে সবে নিজ নিজ পতি।

তাই তারা—
স্বামী লয়ে খেলেনা সংসারে,
স্বামী শান্তিতরু,
আশ্রিতা-ব্রততী তার রমণীসকল।
আশ্রিত-তরুরে রহে বেষ্টিয়ে সর্ব্বদা।
"পরমেশ—প্রাণেশ"
একই স্বামী নহে ভিন্নরূপ।
পতি-দোষ খোঁজেনা রমণী,
কষ্ট পায় যদি,
জানে তার কর্ম্মফল তাহা।
কর্ম্মই অদৃষ্টরূপে—স্রষ্ট এসংসারে,
নিজ শুভাশুভ হেতু—
নহে কেহ ত্রিসংসারে।
নিজ নিজ কর্ম্মদেবে কর্ম্মফল শুধু।

হিরণ্য। সুমিষ্ট এ উপন্যাস মহেন্দ্রাণি!
শুনিলাম কাব্যগাথা সম।
কিন্তু—কি নির্ব্বোধ স্বর্গ-মর্ত্ত্যবাসী।
অদৃষ্ট মানিয়া চলে অন্ধের সমান?
হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ থাকিতে সকল,
শক্তিহীন জড়সম ভাবে নিজেদের?
কোন স্বাধীনতা,
কিছুমাত্র বুদ্ধির চালনা,
না থাকিল যদি,
তবে কেন ল'ভেছে জনম?

তবে কেন স্বদেহ-ধারণ ?
তবে কেন মনোবৃত্তি বুদ্ধি-বৃত্তি সব ?
কি প্রভেদ তবে তার—কুষ্মাণ্ডের সনে ?
কেন বেঁচে থাকা তার জড়পিণ্ড সম ?
ত্রিসংসারে এত ভোগ্য উপভোগ্য সব,
ভাগ্যে তারে হাতে ক'রে এনে দেবে ?
তবে সে অলস-পঙ্গু করিবে সম্ভোগ ?
বুঝিলাম এতদিনে,
বার বার দৈত্য আমি
কেন স্বর্গ লয় কাড়ি ইন্দ্র-কর হ'তে ?

শচী। বুঝিবে না ঐহিক সর্ব্বস্ব তুমি।
শুধু ভোগ উপভোগ ল'য়ে জীবন যাদের,
শুধু বাসনা তাড়নে করে যারা ছুটাছুটি,
দেহ-শক্তি মাত্র যারা শক্তি বুঝিয়াছে,
ঐশ্বর্য্যের চাকচিক্য
মায়াবিনী মরীচিকাসম,
দূর হ'তে হেরে যারা ধায় সেই দিকে,
কামিনী-কাঞ্চন বিনা,
অন্য সুখ জানেনা যাহারা,
তারা কভু বোঝেনা এ কথা।
অধ্যাত্ম-শক্তির কথা জানেনা দানব।
মোক্ষ-পথ চেনেনা দানবে।
তাই দৈত্য পৌরুষের এত গর্ব্ব করে।
তাই তারা—

রমণীরে খেলার সামগ্রী জানি,
আজীবন কামিনীর কামে—
মত্ত রহে কামুক লম্পট যত।
দেহের প্রাধান্য জানি,
দেহ-সুখে রত নিরন্তর।
আশায় এ ভঙ্গুর দেহকে
সার ভাবি চিরস্থায়ী জ্ঞানে,
বাসনা অনলে করে আহুতি প্রদান।

হিরণ্য। তিষ্ঠ তিষ্ঠ মুখরা রমণি!
শুনিতে না চাহি কিছু আর।
দৈত্যনিন্দা শতমুখে করিতে কীর্ত্তন,
একটুও রসনা কি কাঁপিছেনা তব?
কার কাছে র'য়েছ দাঁড়ায়ে?
কার করে এখনও ধৃত কেশ তব?

শচী। জানি জানি—
কাপুরুষ দৈত্যপতি করে ধৃত মম কেশপাশ
আরো জানি—
নীচ দৈত্যকরে আজি হ'য়েছি পতিতা,
স্ববলে লইয়ে যাবে নিজ অন্তঃপুরে,
লাঞ্ছনার—পীড়নের না রহিবে বাকী কিছু।

হিরণ্য। জান যদি—
তবে এবে কি সাহসে কহ কটুভাষ?

শচী। মিষ্টবাক্য কহিলে শার্দ্দুলে
ত্যজে কি-সে আপন শিকারে?

ধর্ম্মাধর্ম্ম কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান-হীন যারা,
শত মিষ্ট বাক্যেও—
নাহি যায় তাহাদের পশু ব্যবহার।
কটু তিরস্কার তারা
শ্রাব্য ব'লে মেনে লয়।

হিরণ্য। এত ঘৃণা দৈত্যপরে বাসব-রমণি!

শচী। আজ নহে—চিরদিন হ'তে।

হিরণ্য। এই দণ্ডে এই মম উদ্যত কৃপাণে
করি যদি—প্রগলভা রমণি তোমা—

সহসা নারদের প্রবেশ।

নারদ। অত নীচ নহে কভু হিরণ্যকশিপু।

হিরণ্য। কে?—ও? দেবর্ষি তুমি?
এতক্ষণ কোথা ছিলে?
দেবতাগণের—কি দুর্দ্দশা করিলে প্রত্যক্ষ?

নারদ। শুধুকি দেবতা?
তা হ'লে কি দুঃখ ছিল মোর?
বীর করে বীর সনে রণ,
জয় কিম্বা পরাজয়—লভে একজন।
এত চির নিয়মিত প্রথা।
কিন্তু—দুঃখের বিষয়,
হেরি যদি হর্য্যক্ষেরে হায়!
মদ-মত্ত করী দলে করিয়া দলন,
অবশেষে করিণীরে আক্রমিতে কভু,

তা হ'লে সে হর্য্যক্ষের পরাক্রমে,
কলঙ্কের চিহ্ন হেরি,
দুঃখ হয় নিতান্ত অন্তরে।
মহাবল পরাক্রান্ত অদ্বিতীয় বীর—
বর্ত্তমান স্বর্গজেতা—হিরণ্যকশিপু,
তার করে হেরি একি—রমণী পীড়ন,
অন্দর-বাসিনী লজ্জাশীলা বাসব-রমণী,
হেরি তার কেশপাশ দৈত্যপতি করে ?
এ—কি আশ্চর্য্য দৃশ্য !—
হেরিয়াও না হয় প্রত্যয় যেন।
দৈত্যপতি আজ পুনঃ স্বর্গ-অধিপতি,
এ আনন্দবাণী, শুনি মহানন্দে
আসিলাম হেথা,
হেরিতে সে জয়লক্ষ্মী দানবপতির।
স্বর্গ—মর্ত্ত্য—রসাতল
অবাধ গমন মোর—
ভাবিলাম বীণা করে
তব কীর্ত্তি-গাঁথা-গাথা
ত্রিলোকেতে করিব কীর্ত্তন।
তাই যাত্রা করিয়া আইনু।
কিন্তু—হেরি এই অদ্ভুত ব্যাপার,
নাহি চলে চরণ আমার,
নাহি সরে রসনায় ভাষা।
ক্ষোভে দুঃখে হ'য়েছি স্তম্ভিত।

হিরণ্য।　(সহাস্যে) এ ব্যাপারে,
তোমারো হ'য়েছে দুঃখ ?
তবে এই করিলাম ইন্দ্রাণীরে ত্যাগ।
যাও চলি বাসব-কামিনি !　　(কেশত্যাগ)
মুক্ত তুমি মম কর হ'তে।

নারদ।　তিষ্ঠ মা ইন্দ্রাণি !
মম সনে যাবে তুমি।

হিরণ্য।　তিনলোকে কীর্ত্তিগান গাহিতে যাবে না ?

নারদ।　নিশ্চয় !
এ-আনন্দ-বারতা কভু—
না করিয়ে ত্রিলোকে প্রচার
নীরবে—নিশ্চিন্তে পারে নারদ তিষ্ঠিতে ?

হিরণ্য।　ভাল,—শোন দেবর্ষি প্রধান !
স্বর্গপুরী করিলাম জয়,
যুঝিলাম একে একে দেবগণ সনে,
কিন্তু—কই ? কোথা সেই হরি ?
না পাইনু (সে) ধূর্ত্তের সন্ধান।
যার তরে এত আয়োজন,
যার তরে এত প্রাণপণ,
যারে বধি নিজ করে,
বক্ষ-রক্তরাশি,
সুমধুর সুধারাশি সম
পান করি প্রাণ ভরি,
ভ্রাতৃ-শোক করিব বারণ।

সেই হরি—কোথা বাস করে ?
জান তুমি সকল সন্ধান,
দেবর্ষি হলেও—
আছে তব দৈত্য-প্রতি প্রীতি অতিশয়,
তাই তোমা মানে দৈত্যগণ,
তাই তোমা বিশ্বাসে দানব।
তাই তোমা শুধাই সম্প্রতি,
কহ সেই হরির সন্ধান।

নারদ। স্বর্গ হ'তেও মহাশূন্যে অতি উচ্চস্তরে,
ভ্রাম্যমান্ তেজঃপুঞ্জময়-পুরী,
নাম তার বৈকুণ্ঠ-নগরী।
নাহি সেথা প্রবেশের পথ।
মহাশূন্যে লম্বমান পুরী।
নাহি পারে দেবগণ সেথায় যাইতে।
এমনি—সে অগম্য নগরী।
করে বাস পীতবাস—
সে বৈকুণ্ঠে অকুণ্ঠ অন্তরে।

হিরণ্য। কোনরূপে বৈকুণ্ঠে প্রবেশ,
হয় না সম্ভব কভু ?

নারদ। দৈত্যনাথ !
আছে মাত্র একটী উপায়।
বড়ই কঠোর কিন্তু তাহা।

হিরণ্য। যতই কঠোর হ'ক্
কহ শুনি দেবর্ষি আমায়।

নারদ। 　পূর্ব্ব পূর্ব্ব দৈত্যগণ—
ত্রিলোকে অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে গেছে যারা।
সকলি সেই একমাত্র তপস্যা-প্রভাবে।
পার যদি তপস্যার বলে,
পদ্মযোনি ব্রহ্মারে তুষিতে,
তাহ'লে সেই স্বয়ম্ভু বিধাতা,
ইচ্ছামত বর তোমা দিবেন তখনি।
বর লভি বরদৃপ্ত তুমি,
অনায়াসে পাবে সেই হরির সাক্ষাৎ।
তারপর রণে তারে কর' পরাজয়।

হিরণ্য। 　যে দেবতা করি পরাজয়,
সুরজয়ী হ'য়েছি সম্প্রতি,
সেই দেব সকাশে আবার—
বর নিতে হবে মোর ?
বড় যে লজ্জার কথা,
অসম্ভব আমা হ'তে হেন অসম্ভব।

নারদ। 　ভুল করিয়াছ দৈত্যনাথ তুমি !
নহে সেই স্বয়ম্ভু বিধাতা—
সাধারণ দেবতাশ্রেণীর,
নাহি বসে বৈজয়ন্ত ধামে সে বিধাতা।
স্বর্গ হ'তে অন্তরে আছে ব্রহ্মলোক,
সেই ব্রহ্মলোকে বাস করে পদ্মযোনি।
স্বর্গবাসী সুরবৃন্দ যত,
তাঁর স্তব, তাঁর আরাধনা করে নিরন্তর,

বর্ত্তমান যুদ্ধে তব আসে নাই বিধাতা কখনো।
করেনা সে পিতামহ দৈত্যসনে রণ !
দৈত্যগুরু—দৈত্যের আরাধ্য সেই দেবারাধ্য বিধি
কোন লজ্জা কোন অপমান—
হয় না সে ব্রহ্মারে তুষিলে।

হিরণ্য। তাই যদি হয়,
তবে আমি পারি সেই ব্রহ্মারে তুষিতে।
আচ্ছা—আচ্ছা—ভাল কথা !
পাইলাম—উপায় সন্ধান।
যাই আমি এবে,
করিব কঠোর তপ ব্রহ্মারে তুষিতে।

[প্রস্থান।

নারদ। যাও দৈত্যপতি !
মৃত্যুপথ পরিষ্কার করিনু তোমার।
ঘটনাপ্রবাহে, কোথা হ'তে আসি—
কোথা নিয়ে যাবে তোমা ভাসাতে ভাসাতে।
জানিবে বুঝিবে পরে নির্ব্বোধ অসুর !
এস মাতঃ !

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—দৈত্যপুরী রাজপথ। কাল—প্রভাত।

গীতকণ্ঠে একদল বৈষ্ণবের প্রবেশ।

গান।

লহ হরিনাম অবিরাম
এমন মধুর নাম আর হবেনারে।
পিও নামসুধা যাবে ভবক্ষুধা—
কাল শমনের ভয় থাক্‌বেনারে॥
এনাম গোলোকে গোপনে ছিল,
শেষে ভক্তমুখে প্রচারিল,
(কেউ ত জান্‌ত নারে) (হরিভক্ত বিনে ভবে)
(এমন মধুর হ'তে মধুর নাম এই)
নামে, পাবে পরিণাম জীবে মোক্ষধাম—
ভবে আশা যাওয়া রবেনারে॥

বেগে প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। খবরদার! ফের যদি ঐ নাম ক'রে চেঁচাবি, তা হ'লে জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলবো! ব্যাটারা রাজ্যে বাস ক'রে দৈত্যরাজের হুকুম জানে না? বলি—কোথায় থাকিস্ তোরা?

১ম বৈ। আমরা হরিভক্ত বৈষ্ণব, হরিনাম ভিন্ন যে আমাদের জল পর্য্যন্ত পান ক'রতে পারবোনা বাবা।

প্রহরী। না—পার, গলা শুকিয়ে ম'রে যাবে, তাতে আমাদের কি হবে?

সত্বর প্রহ্লাদের প্রবেশ।

প্রহ্লাদ। কেন প্রহরি! এদের উপর রাগ ক'রছো, এরা কেমন মিষ্টি গান গেয়ে বেড়াচ্ছে, আমি প্রাসাদ হ'তে শুনে ছুটে চ'লে এসেছি।

প্রহরী। দৈত্যপতি যে রাজ্যমধ্যে ঐ নাম ক'রতে মানা ক'রে দিয়েছেন, মানা শুনেও যদি কেউ ঐ নাম করে, তাহ'লে আর তার রক্ষা থাক্‌বে না।

প্রহ্লাদ। না—প্রহরি! না, বাবা এমন মিষ্টিনাম শোনেন্‌নি, তাই ঐ কথা ব'লেছেন। আজ যদি বাবা রাজ্যে উপস্থিত থাক্‌তেন, তাহ'লেই এই মিষ্টিনাম শুনে একবারে গলে যেতেন।

প্রহরী। না কুমার। ঐ নাম যার, সে—যে মহারাজের শত্রু, সেই জন্যেই ত ঐ শত্রুর নাম করা নিষেধ হ'য়েছে।

প্রহ্লাদ। মিছেকথা প্রহরি! নামে যার এত মিষ্টিভরা, সে কি কখনো কারো শত্রু হয়? আমার বোধহয় কোন দুষ্টলোক ঐ কথা বাবার কাছে ব'লেছে।

প্রহরী। কিন্তু, কি ক'রবো, আমরা যে হুকুমের চাকর কুমার।

প্রহ্লাদ। আচ্ছা, তোমার কোন ভয় নাই, এঁদের মুখে আর একবার ঐ মধুমাখা হরিনাম শুন্‌বো। তোমরা আর একবার ঐ মিষ্টনাম আমাকে শোনাও।

বৈষ্ণবগণ গাহিল।

গান।

হরি হরি বল প্রাণ খুলে।
নেচে নেচে দুটী বাহু তুলে॥

এমন নামের তুলনা জগতে মেলেনা—
কত সুধাভরা তায়,
যে নাম করিলে, যে নাম স্মরিলে,
পাপ তাপ দূরে যায়,
(একবার বল দেখিরে) (প্রাণপাখী—ঐ নামের বুলি)
(তোর জনম মরণ ফুরাইবে)
এমন মধুময় গাথা মধুর হরি কথা,
যেওনারে জীব যেওনা ভুলে ॥

[প্রস্থান।

প্রহ্লাদ। গান গাইতে গাইতে এরা কোথায় চ'লে গেল? আমার কানের মাঝে যেন কি যেন কি ঢেলে দিয়ে গেল, আর যে কিছু শুন্‌তে ভাল লাগ্‌ছেনা! কেবল ঐ মধুর নাম শুন্‌তে ইচ্ছা করছে। প্রহরি! তুমি খুঁজে দেখ এরা কোথায় গেল।

প্রহরী। কোথায় খুঁজ্‌বো কুমার! তারা যে দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাতাসের সঙ্গে মিশে কোথায় উড়ে চ'লে গেল।

প্রহ্লাদ। তবে কি তারা দেবতা? মায়ের কাছে শুনেছি, দেবতারা নাকি বাতাসের সঙ্গে মিশে উড়ে বেড়াতে পারেন।

প্রহরী। দেবতারা কি এখানে আস্‌তে সাহস করে? দৈত্যরাজ যে স্বর্গজয় ক'রে দেবতাদের তাড়িয়ে দিয়ে এসেছেন! তারা কি আর এমুখো ঘেসে?

প্রহ্লাদ। তা যারাই হ'ক, এমন নাম এরা কোথায় পেলে? এত-দিন ত কারো মুখে এমন চমৎকার হরিনাম শুনিনি! আ মরি—মরি, কি মধুর নাম,—আবার বলি—হরি—হরি—হরি! আর যে থাম্‌তে ইচ্ছা করছেনা, হরি! হরি! হরি! প্রহরি! প্রহরি! এ আমার কি হ'ল! আর যে থাম্‌তে পারছিনে।

প্রহরী। তাইত দেখ্‌ছি। নামটা শুনে আমারও প্রাণটা যেন কেমন ক'রছে। ইচ্ছা ক'রছে একবার ঐ নাম করি, আবার দৈত্যপতির হুকুমের কথা মনে ক'রে ভয় হচ্ছে। চল কুমার! এখান থেকে যাই।

প্রহ্লাদ। চল—আমি মায়ের কাছে গিয়ে এই হরিনাম মাকে শুনাইগে। [উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—রাজপথ। কাল—প্রভাত।

গীতকণ্ঠে নগরবাসীগণের প্রবেশ।

গান।

জয়—জয়—জয় দানবের জয়।
দৈত্যকরে দেবগণের হ'ল পরাজয়॥
সুরপতি সহ যত স্বর্গবাসী,
বিতাড়িত হ'য়ে রসাতল বাসী,
করুণ হাহাকার, দারুণ চীৎকার,
নয়নে অশ্রুধার শতধারে বয়॥
হবে স্বর্গবাসী দানব সম্প্রতি,
লভিবে সুরগণ যতেক দুর্গতি,
আঁধার পাতালে দেবতা দলে দলে,
অবিরত চলে ল'য়ে প্রাণে ভয়॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—নিবিড় পর্ব্বত। কাল—সায়াহ্ন।

তপস্বীবেশে হিরণ্যকশিপু আসীন।

হিরণ্য। বহুদিন বহুবর্ষ ধরি,
ঊর্দ্ধপদ হেটমুণ্ড হ'য়ে
জ্বলন্ত অনলশিখা বেষ্টিত ভূতলে,
করিলাম কঠোর সাধনা,
কিন্তু—কৈ ?
পদ্মযোনি না আসিলা দিতে বর মোরে !
তবে কি দেবর্ষি বাক্য মিথ্যা এতদিনে ?
মিথ্যা করি দিতে কষ্ট মোরে,
উপদেশ দিলা তপস্যাতে !
কিম্বা হেন কঠোর সাধনে,
অনাহারে অনিদ্রায়—
মৃত্যুমুখে যাই যদি চ'লে,
তবে ঘোচে দেবের বালাই।

এই কি উদ্দেশ্য তবে দেবর্ষি-প্রাণের ?
না—অসম্ভব !
হেন দুঃসাহস—
সম্ভবে কি ক্ষুদ্র দেবতার ?
আচ্ছা—পুনঃ আজি—
আরও কঠোর তপে হইব নিরত
এমন ভীষণ তপ করিব এবার,
যাতে শুষ্ক হয় সপ্তসিন্ধু বারি ।
রবি-শশী-তারা গ্রহাবলি—
নিভে যায়—গগন-প্রাঙ্গণে ।
থর্ থর্ ধরাতল উঠিবে কাঁপিয়ে,
মুহুর্মুহু ভূমিকম্পে—
ভেঙ্গে যাবে হিমালয় চূড়া ।
যে তপ প্রভাবে—
চতুর্মুখ ব্রহ্মলোকে নারিবে তিষ্ঠিতে,
করি পুনঃ এ হেন তপস্যা ।

সত্বর ব্রহ্মার প্রবেশ ।

ব্রহ্মা । তিষ্ঠ তিষ্ঠ হিরণ্যকশিপু !
পুনঃ তপ হবেনা করিতে ।
তপস্যায় তুষ্ট আমি বিধাতা স্বয়ং ।
উপনীত তোমার সকাশে ।
মাত্র এক অমরতা বিনা—
লহ বর যেবা ইচ্ছা তব ।

হিরণ্য। (করযোড়ে) হে বিধাতঃ !
হ'লে যদি তপে তুষ্ট তুমি,
তবে কেন অমরত্বে করিবে বঞ্চিত ?
ইষ্টদেব তুমি,
শিষ্য আমি তব,
শিষ্য ইচ্ছা কর সম্পূরণ।

ব্রহ্মা। শোন বৎস !
অমরতা একমাত্র প্রাপ্য দেবতার,
নহে অন্য কেহ লভিতে পারিবে তাহা।

হিরণ্য। একি পক্ষপাত ইষ্টদেব !
যোগ্য-কর্ম্মে—যোগ্যজনে—যোগ্যফল পাবে,
এইত নিয়ম।
যদি আমি অমরতা লভিবার—
যোগ্য তপ না করিয়া থাকি,
তবে কহ স্পষ্ট করি,
পুনঃ তপে হইব নিমগ্ন।

ব্রহ্মা। শোন বৎস !
ত্রিভুবন আমারি সৃজন,
আদি সৃষ্টি হ'তে—
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর দৈত্য আদি যত,
পৃথক্ পৃথক্ রূপে হ'য়েছে সৃজিত
দেবতার অধিকার যাহা—
নহে তাহা অন্য কাহাদের।
যার যাহা অধিকার,

পূর্ব্ব হ'তেই রয়েছে নির্ণীত,
নহে পক্ষপাত কিছু।
তুমি দৈত্যপতি,
পার তুমি বাহুবলে স্বর্গ আক্রমিতে,
পার তুমি ইন্দ্রত্ব লভিতে,
পার তুমি,
ত্রিসংসারে অজেয় হইতে,
কিন্তু—নাহি পার কভু অমর হইতে।
কেন বৎস! অসম্ভব আশা?
লহ এবে ইচ্ছামত অন্য বর।

হিরণ্য। আচ্ছা তাই হ'ক্ ইষ্টদেব!
ইচ্ছামত অন্য বর করিব প্রার্থনা।
"দেবতা গন্ধর্ব্ব কিংবা নর বা বানরে
হিংস্রপশু—নক্রকুল যত।
নাহি হবে কারো হাতে মৃত্যু মোর কভু।"

ব্রহ্মা। তথাস্তু।

হিরণ্য। "জলে—স্থলে—অন্তরীক্ষে অথবা পাতালে
কোন স্থানে মৃত্যু মোর হবেনা কখনো,
অস্ত্রে শস্ত্রে অনলে সলিলে নাহি মৃত্যু মোর।"

ব্রহ্মা। তথাস্তু।

হিরণ্য। (স্বগত) এইত হইল মম অমরতা লাভ,
কৌশলে অমর আমি হইনু সংসারে।
এইবার বোঝাযাবে—
কত শক্তি ধরে সেই হরি,

একবার পাই যদি তারে
ভ্রাতৃহত্যার প্রতিহিংসা করিব পূরণ।

ব্রহ্মা। আসি বৎস!

হিরণ্য। নমি ইষ্টদেব! (প্রণাম)

[ব্রহ্মার প্রস্থান।

হিরণ্য। যাই এবে নিজরাজ্যে চলি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—অন্তঃপুর। কাল—প্রভাত।

গীতকণ্ঠে প্রহ্লাদের প্রবেশ।

গান।

তুমি কোথায় থাক প্রাণের হরি—
একবার দেখা দাও আমায়।
তোমায় দেখিনি তোমায় চিনিনি,
তাই এত সাধ দেখ্‌তে তোমায়।
তোমার কেমন সোনার বরণ,
তোমার কেমন রাঙ্গা-চরণ,

তোমার হাসি-মুখটী কেমন, কোথা গিয়ে দেখ্‌বো তায়॥
তুমি কেমন ভালবাস,
তুমি কেমন মিষ্ট হাস,
তোমার বাঁশী, দিবানিশি কোথায় গেলে শোনা যায়॥

কয়াধুর প্রবেশ।

কয়াধু। প্রহ্লাদ! প্রহ্লাদ! ক'রছো কি? ক'রছো কি? কার নাম করছো? ও নাম যে এরাজ্যে করা নিষেধ!

প্রহ্লাদ। কেন মা! নিষেধ কেন মা?

কয়াধু। হরি যে আমাদের শত্রু?

প্রহ্লাদ। আমি বৈষ্ণবের মুখে শুনেছি, হরি যে—দয়াময়. তাঁর কেউ শত্রু মিত্র নাই, তিনি কিন্তু সকলেরই মিত্র।

কয়াধু। না-না-না, তুমি ভুল শুনেছ প্রহ্লাদ! বৈষ্ণবগুলো হরির চেলা তাই তারা ঐ কথা বলে। কিন্তু সত্যই যে হরি আমাদের বিষম শত্রু, যাকে বধ করবার জন্য দৈত্যরাজ স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল খুঁজে বেড়িয়েছেন।

প্রহ্লাদ। হরিকে বধ ক'রতে? হরিকে কি বধ করা যায় মা? তিনি ঈশ্বর, ভগবান—তাঁকে ত কেউ বধ ক'রতে পারে না মা!

কয়াধু। এসব কথা তুমি কোথায় শিখেছ প্রহ্লাদ! কে ব'লেছে! হরি—ঈশ্বর—ভগবান্। মিছে কথা—মিছে কথা।

প্রহ্লাদ। না—মা মিছে কথা নয়, সাধুরা এই কথা ব'লেছেন।

কয়াধু। কারা সাধু প্রহ্লাদ?

প্রহ্লাদ। তুমি দেখনাই মা! তাঁরা ত আজ দুইদিন আমাদের এখানে এসেছেন, আগের দিন কেমন মিষ্টি গান শুনা গেল, আর আজ

এসে হরি কে—তাঁর কি গুণ আছে সব কথা বুঝিয়ে দিলেন। তাঁদের কি সুন্দর বেশ মা! পরণে গৈরিক বসন, কণ্ঠে তুলসীর মালা, গায়ে নামাবলি। তাতেও ঐ হরিনাম লেখা। দেখ্‌তে যদি একবার মা! তা হ'লে তুমিও ভক্তিতে গ'লে যেতে, আমার মত হরিনাম ক'রতে। আচ্ছা আবার যখন আসবেন তখন তোমাকে দেখাব মা!

কয়াধু। না প্রহ্লাদ! আমাকেও দেখাতে হবেনা। তোমাকেও আর দেখ্‌তে দেওয়া হবেনা। নির্ভয়ে ঐ সব নিষিদ্ধ নাম ক'রে বেড়াচ্ছে, এরা কারা? প্রহরীরা কিছু ব'লছে না?

প্রহ্লাদ। ব'ল্‌তে গিয়েছিল, আমার জন্যে কেউ কিছু ব'লতে পারেনি মা।

কয়াধু। এরা নিশ্চয়ই সেই হরির শেখান চেলা, দৈত্যপতি রাজ্যে উপস্থিত নাই তাই তাদের এত আস্পর্দ্ধা বেড়েছে। আমি আজই মন্ত্রীকে ডেকে বিশেষরূপে সতর্ক ক'রে দিচ্ছি, যাতে আর ঐ সব দল এরাজ্যে না ঢুক্‌তে পারে।

প্রহ্লাদ। না—মা! তোমার দু'টী পায়ে পড়ি, তাঁদের আস্‌তে মানা ক'রে দিওনা। তাঁরা সাধুলোক—তাঁদের কাছে কত ভাল কথা শোনা যায়।

কয়াধু। প্রহ্লাদ! এখনো ঐ নাম করা ছাড়, নইলে দৈত্যপতি বাড়ী ফিরে এসে যদি শুন্‌তে পান, যে তুমি তাঁর শত্রুর নাম কীর্ত্তন ক'রে বেড়াচ্ছ, তাহলে আর তোমার নিস্তারও থাক্‌বেনা।

প্রহ্লাদ। না—মা! বাবা আমাকে কত ভালবাসেন, তাঁকে বুঝিয়ে ব'লবো, যে আমার প্রাণ কেবল ঐ হরিনাম নিতে চায়, ঐ নাম ছাড়া যে আমি থাক্‌তে পারবোনা!

কয়াধু। সর্ব্বনাশ! অমন কথাও তাঁর কাছে মুখে এনোনা প্রহ্লাদ!

তুমি তাঁর ক্রোধ কখনো দেখ্‌তে পাওনি। সে ক্রোধ উপস্থিত হ'লে শত পুত্রস্নেহও বাধা দিতে পারবেনা।

প্রহ্লাদ। কিন্তু মা! আমার যে আর কিছুই ভাল লাগেনা। এই যে—তুমি কাছে আছ, এত কথা বল্‌ছো, এ সব আমার একটুও ভাল লাগছে না মা! আমার কেবল হরি—হরি ব'লে নাচ্‌তে ইচ্ছে হ'চ্ছে।

কয়াধু। নিশ্চয়ই—সেই সব চেলারা কিছু যাদু জানে। তাই দিয়ে তোমায় আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। প্রহ্লাদ! বাবা! তুমি অন্য দিকে মন দাও, অন্যখেলা খেল, তা হ'লেই ও নাম ভুলে যাবে।

প্রহ্লাদ। না—মা! আমি অমন মিষ্টিনাম ভুল্‌তে পারবো না যে মা!

গান।

প্রহ্লাদ।

আমি ভুলিতে পারিবনা মা অমন মধুর হরিনাম।
আমি ক'রেছি সার, বুঝেছি এবার—
হরিনাম বিনে নাই অন্য পরিণাম।
কত সুধাভরা ও দুটী কথায়,
পানে ক্ষুধা তৃষ্ণা সব দূরে যায়,
আমার প্রাণময় হরি মনোময় হরি—
আমি হৃদিমাঝে হেরি সেই নবঘনশ্যাম॥

কয়াধু। (সবিস্ময়ে স্বগত) এ-কি হ'ল? প্রহ্লাদের এ ভাব হ'ল কেন? দৈত্যবংশে ত এরূপ কখনো দেখিনি বা শুনিনি! দৈত্যপতি ফিরে আসতে না আসতে যদি প্রহ্লাদকে এ বুলি ছাড়াতে না পারি, তাহ'লে ত মহাবিপদ উপস্থিত হ'বে।

প্রহ্লাদ। কি ভাব্‌ছো মা! হরিনাম কেমন মিষ্টি তাই চিন্তা কর'ছো? দেখ্‌লেত, একবার শুন্‌লে আর ছাড়া যায় না।

কয়াধু। না—আমি তোমার ও নামের কথা ভাবছিনে প্রহ্লাদ! আমি ভাব্‌ছি তোমারই কথা!

প্রহ্লাদ। আমার কথা কি ভাববে মা! যার কথা ভাবলে প্রাণ আনন্দে ভরে যাবে, যার কথা ভাবলে আর কোন কথা ভাবতে সাধ হবেনা, সেই শ্রীহরির কথা ভাব মা! সেই শ্রীকৃষ্ণের কথা ভাব মা! সেই নবীন-নীরদশ্যাম ত্রিভঙ্গবঙ্কিমঠাম শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা কর মা।

কয়াধু। এত কথা এর মধ্যে শিখে ফেলেছ? কোথা থেকে এসব বিপদ জুটলো এসে? আগে জান্‌তে পাইনি? তাহ'লে তাদের শিক্ষা দিয়ে দিতাম।

প্রহ্লাদ। তাঁরা ব'লেছেন, এ নাম ক'রলে আর তার কোন ভয় থাকেনা। কেউ কিছু ক'র্‌তে পারেনা, স্বয়ং যমেও তাকে ছুঁতে পারেনা।

কয়াধু। মিছে কথারে মিছে কথা, তোমাকে দৈত্যপতির কাছে মার খাওয়াবে ব'লে ঐ সব বাজে কথা ব'লে সাহস দিয়ে গিয়েছে, ছেলে-মানুষ পেয়ে যা—তা ব'লে গেছে, তুমি একটুও—ওসব কথা বিশ্বাস করোনা প্রহ্লাদ!

গান।

প্রহ্লাদ।

মাগো তার কি শঙ্কা মরণে।
যে জন মরণ ভয়হারী হরির লয়েছে শরণ চরণে
যার নামে শমন দূরে পলায়,
সকল বিপদ কোথা সরে যায়,

একবার ভাবলে প্রাণে একমনে তায়—
রয়না ভয় এতিন ভুবনে ॥
ডাক মাগো হরি ব'লে,
প্রাণ খুলে বাহু তুলে,
সকল দুঃখ যাবে চ'লে সেই শ্রীহরির নাম স্মরণে ॥

কয়াধু। প্রহ্লাদ! তুমি একটা বিপদ না ঘটিয়ে ছাড়বে না দেখ্‌ছি।

প্রহ্লাদ। মা! তুমি কেবল বাবার ভয় ক'রছো? দেখ্‌বে বাবা আমার মুখে হরিরনাম শুন্‌লে সব শত্রুতা ভুলে যাবেন। রাজ্যময় ঐ মধুর নাম প্রচার করবার জন্ম, ঘোষণা ক'রে দেবেন। মা! আমি আমার সঙ্গীবালকদেরও ঐ নাম শিখিয়েছি, তারাও আনন্দ পেয়েছে, আজ দেখ্‌বে মা! আমরা সবাই মিলে কেমন হরি-সংকীর্ত্তন ক'রবো।

কয়াধু। (স্বগত) বালক হ'লেও প্রহ্লাদ বিষম একগুঁয়ে' য ধ'রবে তা থেকে ছাড়ান বড় শক্ত। এখন কি উপায় করি? কেমন ক'রে প্রহ্লাদকে ভুলায়ে রাখি?

প্রহ্লাদ। মা! আমায় একখানা কাঠের হরিঠাকুর গড়িয়ে দিতে হ'বে, কেমন চেহারা হ'বে বল্‌ছি—পায়ে নূপুর থাক্‌বে, পরণে পীতধড় থাক্‌বে, হাতে বাঁশী থাক্‌বে, নাকে নোলক থাক্‌বে, চূড়াতে শিখীপাখ আঁটা থাক্‌বে। এইরূপ তৈরী ক'রে দিতে হবে মা!

কয়াধু। ও ঠাকুর কেউ গড়তে চাইবে না ত প্রহ্লাদ!

প্রহ্লাদ। বাবার ভয়ে?

কয়াধু। হাঁ! যদি কেউ গড়ে, তা হ'লে কি তার আর রক্ষে থাক্‌বে, তখনি তার শির কাটা যাবে।

প্রহ্লাদ। এত রাগ বাবার, হরির উপর! আচ্ছা মা! আমি ঠিক্ ব'লতে পারি, একবার যদি সেই ভক্তদের মুখে সেই মধুর নাম বাবা শুনতেন, তাহলে দেখ্‌তে পেতে রাগ—দ্বেষ কিছুই থাক্‌তো না বাবার। হাতের অসি তখন হাত থেকে খ'সে প'ড়ত।

কয়াধু। তুমি কি শোননি প্রহ্লাদ! তোমার জ্যেষ্ঠতাতকে কে বধ ক'রেছে?

প্রহ্লাদ। সে ত একটা বরাহমূর্ত্তি।

কয়াধু। সেই বরাহমূর্ত্তিই তোমার ঐ হরি।

প্রহ্লাদ। ইঃ—তা হবে কেন? আমার হরির যে রূপ তাত তোমাকে এই মাত্রই শুনালাম মা! সে কেমন বাঁকাচূড়া, তাতে শিখিপাখা দুল্‌ছে, হাতে মোহনবাঁশী ধ'রে বাঁয়ে হেলে দাঁড়িয়ে আছে, পায়ে রুণুঝুণু নূপুর বাজ্‌ছে। সেমূর্ত্তি কি বরহমূর্ত্তি হ'তে পারে মা! আর এমন মধুর মূর্ত্তি যার সে কি কখনো কাউকে বধ ক'রতে পারে? বাবাকে তাহ'লে ভুল বুঝিয়ে দিয়েছে, আমি বাবার এ ভুল দেখো ভেঙ্গে দেব।

কয়াধু। (স্বগত) কে জানে, বালকের এ কথা হয়তো মিথ্যাও না হ'তে পারে।

প্রহ্লাদ। আমি আজ দাদাদেরও এই নাম ক'রতে বল'বো। তারা কেবল তীর ধনুক নিয়ে পশুপক্ষী শিকার ক'রে বেড়ায়. একটুও প্রাণে তাদের মায়া নাই মা! আহা—একটা হরিণের ছানা বা একটা পাখীর ছানা আপন মনে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, কোন্ অপরাধে বল দেখি মা! তাদের মেরে ফেলে দেয়? আমি সেই ভক্তদের মুখে শুনেছি, এই পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীই হরির সন্তান, এদিগে মার্‌লে তিনি প্রাণে ব্যথা-পান—রাগ করেন। কাল দাদাদের এ কথা ব'লেছিলাম, তারা শোনেনা, আমায় ঠাট্টা করে।

কয়াধু। রাজপুত্র হ'লে যে তাদের যুদ্ধবিদ্যা শিখ্‌তে হয়, তাইত তারা পশুপাখী শিকার ক'রে হাতের লক্ষ্যস্থির করে, তোমাকেও ত শিখ্‌তে হবে প্রহ্লাদ!

প্রহ্লাদ। কিছুতেই না, মেরে ফেল্লেও না। আমি কখনই ব্যাধেদের মত নিষ্ঠুর হ'তে পারবো না মা! পশুপাখী দেখ্‌লে আমার কোলে ক'রতে সাধ হয়।

কয়াধু। সবই তোমার নূতন বাবা! দৈত্যবংশে যারা জন্মেছে তাদের অত কোমল হ'লে চ'লবে কেন? কত দেবতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হ'বে! এই ত দৈত্যনাথ যুদ্ধ ক'রে স্বর্গ অধিকার ক'রেছেন।

প্রহ্লাদ। শুনেছি দেবতাদের—বাবা বড় কষ্ট দিয়েছেন, তাদিগে স্বর্গথেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। আহা কি কষ্ট হ'চ্ছে তাদের মা!

কয়াধু। এরূপ না করলে কি সকলের চেয়ে বড় হওয়া যায়?

প্রহ্লাদ। বড় হবার চেয়ে ছোট হওয়াই ত ভাল মা! বৈষ্ণব-ভক্তেরা ব'লেছেন হরিকে ভক্তি ক'রতে হলে, তৃণের মত নীচু হ'তে হবে।

কয়াধু। তুমি রাজপুত্র—তোমার মুখে ও সব কথা শোভা পায় না প্রহ্লাদ!

প্রহ্লাদ। রাজপুত্র হ'লে কি তাদিগে দস্যু হ'তে হবে মা!

কয়াধু। থাক্—ওসব কথা। এখন এস, তোমার দাদাদের সঙ্গে খেলা ক'রবে এস।

[প্রহ্লাদকে কোলে লইয়া প্রস্থান।

——:*:——

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—স্বর্গপথ। কাল—অপরাহ্ন।

গীতকণ্ঠে বিষণ্ণ দেব-বালকগণের প্রবেশ।

গান।

এত কষ্ট ছিল গো মোদের কপালে।
স্বর্গভ্রষ্ট হ'য়ে পথে পথে ধেয়ে বেড়াই দিবা-নিশাকালে॥
দুরন্ত-দানবে স্বর্গ কেড়ে নিল,
পথের ভিখারী করিয়ে ছাড়িল,
আঁখিনীরে ভাসি মোরা দিবা-নিশি—
জড়িত হইয়ে দুঃখের জালে॥
কোথা হরি কোথা শ্রীমধুসূদন,
কোথা ব্যথাহারী দুঃখ বিমোচন,
কর কর মোদের দুঃখ বিমোচন—
বিপদবারণ এ বিপদ কালে॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—বনপথ।   কাল—সায়াহ্ন।

ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ কথা কহিতেছিলেন।

ইন্দ্র। সুরগণ!
গুপ্তচরে এনেছে সংবাদ।
কঠোর তপস্যা করি হিরণ্যকশিপু,
লভিয়াছে মনোমত বর।
তুষ্ট হ'য়ে পদ্মযোনি দিয়েছেন বর।

অগ্নি। লভেছে কি অমরতা-বর?

ইন্দ্র। একরূপ তাহা ভিন্ন অন্য কিবা?
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিংবা যক্ষ-রক্ষ-নর,
কারো হাতে মৃত্যু নাহি তার,
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে—
অস্ত্রে শস্ত্রে অনলে সলিলে,
কোন স্থানে কোন ভাবে—
মৃত্যু যদি না হইল তার,
তবে আর অমর হইতে—
বাকি কিবা রহিল বলনা?

পবন। চিরদিন বিধিবাদী,
বিধাতার বরে দানব সকল,

চিরদিন অজেয় মোদের।
চিরস্নেহ বিধাতার দানব-উপরে।
দেবতার প্রতি প্রতিকূল পদ্মযোনি।
জানি আমি চিরদিন হ'তে।

যম। কি আছে উপায় আর ?
দিলা বিধি যে ভাবে যে বর,
তাতে আর কোন অধিকার—
না রহিল কিছুমাত্র মোর।

ইন্দ্র। নহে দুঃখের এখানেই শেষ,
ভবিষ্যৎ আরো অন্ধকার।
বরদৃপ্ত হিরণ্য সম্প্রতি—
মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডসম
আরও প্রচণ্ডমূর্ত্তি ধরেছে নিশ্চয়,
এইবার সুরদ্বেষী হিরণ্যকশিপু
স্বর্গবিতাড়িত দেবতা-মোদের
না করিবে ক্ষমা একতিল,
বন্দী ক'রে ল'য়ে যাবে আপনার পুরে।
দাসরূপে রাখিবে নিজের,
বন্দিনী করিবে যত দেবতা-রমণী।
ইন্দ্রাণীরে দাসীরূপে রাখিবে রাণীর,
চরণ সেবিকা তার হবে মহেন্দ্রাণী।
আরোকি লাঞ্ছনা করে কে পারে বলিতে।
অন্য অন্য বার—
শুধু, স্বর্গলোভ ছিল দানব অন্তরে।

কিন্তু এইবার—
নহে শুধু ত্রিদিবের লোভ।
ভ্রাতৃহন্তার প্রতিহিংসা তরে
উত্তেজিত হিরণ্যকশিপু।
না মিটিবে ক্রোধানল সহজে এবার।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। সত্যকথা কহিছ বাসব!
না মিটিবে ক্রোধানল সহজে এবার।
ইচ্ছা তার মনেতে প্রবল—
হরিসনে করি রণ—
বধিবে সেই বৈকুণ্ঠ-পতিরে।
তাই এই ব্রহ্মার তপস্যা!
তাই এই প্রকার-অন্তরে—
অমরত্ব বরলাভ করা।

ইন্দ্র। হরিসনে করি রণ বধিবে তাহারে,
এত ভ্রান্ত দুরাশা তাহার?

নারদ। হাঁ; একমাত্র লক্ষ্য তাই তার,
স্বর্গ-সিংহাসনে—
নাহি কোন স্পৃহা।
তাই স্বর্গ সিংহাসন
করে নাই অধিকার।
মূর্খ-দম্ভপরায়ণ হিরণ্যকশিপু,
নাহি জানে কেবা নারায়ণ।

সাধারণ দেবতা বলিয়া—
ভাবিয়াছে বৈকুণ্ঠপতিরে।
একদিকে ভাল হ'ল দেবতাগণের।

ইন্দ্র। কেন কিসে কহ মহামুনে!

নারদ। নিজ মৃত্যুবাণ্ —নিজে (ই) করিছে সন্ধান।
নারায়ণ— মৃত্যু-শর তার—
তাঁর করে হবে মৃত্যু—আছে সুনিশ্চিত।

ইন্দ্র। "না মরিবে দেবতার করে"
বরদাতা বিধাতা যে দিয়েছেন বর ?

নারদ। অসম্ভব কি আছে বাসব !
হরি-চক্রে সকলি সম্ভবে।
আসিলে সময় —
দেখিবে তখন—
কেমন আশ্চর্য্য কাণ্ড।
ব্রহ্ম বর রবে স্থির তাই,
অথচ মরিবে দৈত্য নারায়ণ করে।
এমন অদ্ভুত মূর্ত্তি ধরিবেন হরি,
যাতে শুধু,
দেবতা বলিয়ে তাঁরে ভাবিবেনা কেহ।

ইন্দ্র। সত্য বটে—
অসম্ভব কিবা কার্য্য হরির নিকটে।
যাঁহার ইচ্ছায়—
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘিবারে পারে।
মূক-মুখে ভাষা ফোটে।

শশী ধরে করেতে বামন।
কিন্তু, হতভাগ্য দেবতা আমরা।
হবেন কি নারায়ণ প্রসন্ন মোদের ?

নারদ। নিয়তির গতি—
নির্ব্বাধ-প্রবাহসম ছুটিছে নিয়ত।
সকলি সেই প্রবাহের মুখে
তৃণসম চলিছে ভাসিয়ে।
কার সাধ্য রোধে সেই গতি।
হের সুরপতি—
কার্য্য আর কারণ সম্প্রতি,
বিষ্ণুদ্বেষী হিরণ্যকশিপু—
মাত্র তাঁরে অরি ভাবি—
করিতেছে সন্ধান তাহার।
কিন্তু কিবা অদ্ভুত ঘটন,
আপন গৃহেতে—
নিজপুত্র বালক প্রহ্লাদ,
মহা হরিভক্ত হ'য়ে উঠিছে সম্প্রতি।
নিজশত্রু নারায়ণে—ভজে পুত্র তা'র,
কিছুতেই সহিবেনা পুত্র ব্যবহার।
ক্রমে পুত্রে করিবে পীড়ন।
হরিভক্তে করিলে পীড়ন,
ভক্ত-প্রাণ হরি
কিছুতে না রহিবে সুস্থির,
এই সূত্রে হরি-করে মরিবে পাষণ্ড।

ইন্দ্র। ঠিক্ বলিয়াছ এবে।
এই সূত্র—কালসূত্ররূপে—
পীড়িত করিবে ক্রমে পাপিষ্ঠ অসুরে।
আর নাহি চিন্তা দেবগণ!
চিন্তামণি নারায়ণ—করিবেন চিন্তা-বিমোচন।

দেবগণ। জয় শ্রীহরির জয়।

নারদ। এস সুরগণ!
স্তব করি শ্রীহরির সবে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—নগরপথ। কাল—প্রভাত।

গীতকণ্ঠে কীর্ত্তনমত্ত প্রহ্লাদসহ বালকগণের প্রবেশ

গান।

আয় সকলে বাহুতুলে হরি বলি ভাই।
হরিপ্রেমে মত্ত হ'য়ে হরি গুণ-গান গাই॥
হরি ভক্ত-প্রাণধন,
হরি ভক্তের জীবন,
(এমন আনন্দ আর হবেনারে)
(এ যে নিত্যানন্দ-ময় হরিনাম)

হরি কৃপাসিন্ধু দীনের বন্ধু এমন বন্ধু আর কেহ নাই ।
ছাড় সংসারের মায়া,
অসার ভাব এই কায়া,
(এ সব দুদিন বইত থাক্‌বেনা ভাই)
(এ যে জলের বিম্ব জলে হবে লয়)
যদি অকূলপাথার হবিরে পার তবে হরি প্রেমে ভেসে যাই ॥

[সকলের প্রস্থান ।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—ক্রীড়াক্ষেত্র । কাল—অপরাহ্ন ।

হ্রাদ, অনুহ্রাদ, সংহ্রাদ ধনুর্ব্বাণ লইয়া গীতকণ্ঠে প্রবেশ করিল ।

গান ।

আজ খেলবো মোরা তীর-ধনুক ল'য়ে ।
বাণে বাণে গিরি নদী ফেলবো গো ছেয়ে ॥
যাচ্চে উড়ে কত পাখীর ঝাঁক্
বিঁধ্‌বো মোরা ক'রে এমন্ তাগ ,
রক্তে রাঙা রক্তগঙ্গা যাবে গো ব'য়ে ॥
আমরা দানবশিশু নাইকো কোন ডর,
মোদের ভয়ে স্বর্গ মর্ত্ত্য কাঁপ্‌বে থর্ থর্,
মোরা, বুক ফুলিয়ে যুদ্ধে যাব বীরের মত বীর হ'য়ে ।

প্রহ্লাদের প্রবেশ।

প্রহ্লাদ। কেন দাদা! তোমরা হরিনাম না ক'রে যুদ্ধ করা শিখ্‌ছো?

হ্রাদ। বড় হ'লে যুদ্ধ ক'রবো ব'লে।

প্রহ্লাদ। পরকে মেরে কি লাভ হবে তাতে?

হ্রাদ। আনন্দ হবে।

প্রহ্লাদ। একজনকে ব্যথা দিয়ে, একজনকে মেরে ফেলে তাতে কি আনন্দ হয়, না—কষ্ট হয়?

হ্রাদ। কেন, কষ্ট হবে কেন?

প্রহ্লাদ। তোমাকে যদি কেউ আঘাত করে, তবে তাতে কি তোমার প্রাণে কষ্ট হবেনা?

হ্রাদ। আমাকে আঘাত ক'রতে দিলে ত?

প্রহ্লাদ। যদি কেউ করে?

হ্রাদ। বীরের জাতি যে আমরা, কষ্ট পেলেও স'য়ে থাক্‌তে হবে।

প্রহ্লাদ। না দাদা! জগতের সকলেই ভাই, কেউই কার শত্রু নয়। তবে ভাই হ'য়ে ভাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবে কেন?

সংহ্রাদ। প্রহ্লাদ! তোর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে—তাই তুই যা-তা এলোমেলো কর্‌ছিস।

অনু। সেই কাছা খোলা ব্যাটারা এসেই প্রহ্লাদের মাথা খারাপ ক'রে রেখে গেছে।

হ্রাদ। প্রহ্লাদ! তুমি ভাই! বেশী কথা বলোনা, যাও—মার কাছে যাও।

প্রহ্লাদ। না—দাদা! তোমরা একবার হরিবোল বল।

সংহ্লাদ। হ্যাঁ—তোর মত পাগল কি না আমরা? বাবা যা মানা ক'রে দিয়েছেন, তাই আমরা ক'রবো।

অনু। বাবা ফিরে এসে যদি শুন্‌তে পান, তাহ'লে প্রহ্লাদ! তোমাকে মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে ছাড়বেন। বাবার রাগ ত দেখ নাই?

প্রহ্লাদ। না—অনু দাদা! দেখো বাবা এসে ঐ নাম শুন্‌লে তিনিও হরিনাম না ক'রে পারবেন্ না। আহা! এমন মিষ্টিনাম কি আর কিছু আছে।

গান।

"আহা কি মিষ্ট কৃষ্ণনাম।
যতই বলি ততই সাধ বল্‌তে অবিরাম॥
রসনা যে রসে রসে,
কেমনে ত্যজি সে রসে,
যে-মজে এই নাম স্বরসে, শেষে পায় সে নিত্যধাম॥
কি হবে আর অন্য ধনে,
সাধিব সাধনের ধনে,
পাব সে ধনে নিধনে সেই নবঘনশ্যাম॥"

সংহ্লাদ। শুন্‌ছো সবাই? প্রহ্লাদ কার নাম ক'রে গান ক'রছে?

অনু। প্রহ্লাদের গলাটি কিন্তু ভারি মিষ্টি!

হ্লাদ। আজ যেন আরো মিষ্টি শোনাচ্ছে।

প্রহ্লাদ। কৃষ্ণনামই যে মিষ্টি, তাই এত মিষ্টি শোনাচ্ছে।

সংহ্লাদ। প্রহ্লাদ! আমাদের শত্রুর নাম না গেয়ে আর একটা মিষ্টি গান গেয়ে শুনাও ত ভাই!

প্রহ্লাদ। আর কোন গান ত আমি জানি না সংহ্রাদ দাদা! আর কোন গান ত আমার মুখে আসে না।

"কৃষ্ণনাম মিষ্টনাম শোন প্রাণ ভ'রে,
পাপ তাপ সব যাবে বল কৃষ্ণ হরে।"

সংহ্রাদ। তোর মত ত আমাদের মাথা খারাপ হয় নি! যে ঐ নাম বল্‌বো?

হ্লাদ। কেন সংহ্রাদ! ও কথা বলে প্রহ্লাদের প্রাণে ব্যথা দিচ্ছ?

অনু। সংহ্রাদ, প্রহ্লাদকে একটুও দেখতে পারেনা। গাও প্রহ্লাদ! ভাই! আর একখানা গাও।

সংহ্রাদ। তাহ'লে আজ খেলা হবে না?

হ্লাদ। না আজ আর কোন খেলা খেলবো না। আজ শুধু প্রহ্লাদের গান শুন্‌বো! গাও ত প্রহ্লাদ!

প্রহ্লাদ। (করযোড়ে)

গান।

হরিনাম গাও রে প্রাণপাখী।
বল মধুর স্বরে—জয় কৃষ্ণ হরে মুদে তোমার দু'টী আঁখি॥
এমন সুধারাশি ভরা,
এমন ক্ষুধা-তৃষ্ণা হরা—
আর নাই রে, নাই রে, নাই রে কোথা প্রাণ খুলে বল ত দেখি॥
ভবের বাঁধন যাবে টুটে,
মায়ার নেশা যাবে ছুটে,
একবার ধরাতলে পড়না লুটে, করবেন কৃপা কমলাখি॥

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—নগরপথ। কাল—প্রভাত।

গীতকণ্ঠে দানববালকগণেরপ্রবেশ।

গান।

মোরা দানব শিশু, দানব-শিশু ভয় করিনে কা'রে।
এই স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল কাঁপে মোদের ডরে॥
মোরা তীর ধনুক্ চালাই,
মোরা তরবারি ঘোরাই,
মোদের সনে রণাঙ্গনে কেউ না আঁট্‌তে পারে॥
মোরা বাঘের সাথে লড়ি,
মোরা সিংহের গায়ে পড়ি,
মোদের মল্লযুদ্ধ, ভল্লুক শুদ্ধ এগুতে ত নারে॥

[প্রস্থান।

—— ⁘✻⁘ ——

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রাজসভা। কাল—প্রভাত।

হিরণ্যকশিপু, মন্ত্রী ও বিদূষক আসীন

হিরণ্য। শোন মন্ত্রি!
যদিও করেছি জয় স্বর্গ-সিংহাসন,
তথাপি না ত্রিদিব-আসনে,
বসিব ইচ্ছিয়াছি মনে।

মন্ত্রী। কেন দৈত্যনাথ!
পূর্ব্ব পূর্ব্ব দৈত্যপতিগণ,
স্বর্গ জিনি স্বর্গের ইন্দ্রত্ব—
লভিয়া গৌরব-গর্ব্বে গিয়েছেন চলি।
অপ্সরা সম্ভোগ,
নন্দন বিহার,
পারিজাত কণ্ঠের ভূষণ,
এ সকলে কেন দৈত্যপতি!
উপেক্ষিতে করেছেন মতি?

বিদূষক। একঘেয়ে—একঘেয়ে, নূতনত্ব বিশেষত্ব কিছু নাই ওতে। আর আর দৈত্যেরাও যা যা ক'রে গেছেন, সখাকেও যদি তাই—তাই কর্‌তে হয়, তবে আর নূতনত্ব কি? বিশেষত্ব কি?

হিরণ্য। হাঁ মন্ত্রি! তাই। আমি তুচ্ছ করি ইন্দ্রের শত ইন্দ্রত্বকে, আমি তুচ্ছ করি—শত স্বর্গ-সিংহাসনকে। ব্রহ্মার বরে আমি একরূপ প্রকারান্তরে চির-অমরত্ব লাভ ক'রেছি। ত্রিভুবনের অজেয় হ'য়েছি, আমার প্রধান লক্ষ্য, প্রধান উদ্দেশ্য, বৈকুণ্ঠপতি হরিকে নিধন ক'রে সেই বৈকুণ্ঠের সিংহাসন গ্রহণ কর্‌বো। চিরজ্যোতির্ম্ময়ী বৈকুণ্ঠপুরী স্বর্গপুরী হ'তে অনেক উচ্চে, সেখানকার সৌন্দর্য্য—সেখানকার মাধুর্য্যের কাছে স্বর্গপুরী অতি ম্লান, অতি হেয়।

বিদূষক। দেখ্‌লে মন্ত্রি! দৈত্যপতির নজর? সখার মত বীর কি কখনো, সেই স্বর্গের সুখে তৃপ্তি লাভ কর্‌তে পারেন? না—সেই অপ্সরার কলকণ্ঠে মুগ্ধ হ'তে পারেন? তাই একবারে বৈকুণ্ঠের সিংহাসন অধিকার কর্‌তে সাধ। এ ভাব কি আর কোন দৈত্যপতির মনে কখনো জেগেছে?

হিরণ্য। যতদিন মন্ত্রি! সেই ধূর্ত্ত হরিকে স্বহস্তে সংহার কর্‌তে না পার্‌ছি, ততদিন আমার শান্তি নাই। যতদিন সেই ভ্রাতৃহন্তার মস্তক তীক্ষ্ণ খড়্গে ছিন্ন কর্‌তে না পার্‌ছি, ততদিন আমার স্বস্তি নাই,—যত দিন—সেই পরম অরি হরিকে ধ্বংসগর্ভে পাঠিয়ে, তার সেই অচলা কমলাসহ বৈকুণ্ঠ সিংহাসনে বস্‌তে না পারছি, ততদিন আমার প্রাণ—স্বর্গবিজয়ের আনন্দে কিছুমাত্র আনন্দিত হ'তে পারবে না। তুমি কি জান না মন্ত্রি! আমি এই বহু বৎসর কঠোর তপস্যা ক'রেছি কেন? কেন সেই হেঁটমুণ্ড ঊর্দ্ধপদ হ'য়ে, পদ্মযোনি ব্রহ্মার আরাধনা ক'রে মনোমত বর গ্রহণ ক'রেছি? একমাত্র প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা, ভ্রাতৃহন্তার প্রবলরূপে প্রতিহিংসা?

মন্ত্রী। বুঝ্‌তে পেরেছি এইবার দৈত্যনাথের মনের উদ্দেশ্য। তবে তাই করুন, আগে সেই পরমশত্রু হরিকেই পরাজিত করুন। কিন্তু দৈত্যনাথ! হরিকে পরাজিত ক'রে বৈকুণ্ঠচ্যুত করতে পারেন, কিন্তু—তাকে সংহার করতে ত পারবেন না।

হিরণ্য। কেন? কেন?

মন্ত্রী। দেবতারা যে চির অমর। বিশেষতঃ আবার সেই বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ সমস্ত দেবতা হ'তেও না কি অনেক উচ্চ।

হিরণ্য। হাঁ—তা বটে! উত্তেজনার বশে দেবতাদের অমরত্বের কথাটা একেবারেই বিস্মৃত হ'য়েছিলাম। ওঃ—ঐ একটা প্রধান আক্ষেপ থেকে যাবে যে স্বহস্তে সেই ধূর্ত্তকে নিহত করতে পারবো না।

বিদূষক। না সখা! সে বরং ভালই হবে। কেন না, শত্রু ম'রে গেলে ত একবারেই ফুরিয়ে গেল। কিন্তু ম'রবেও না, অথচ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করবে, এ প্রতিশোধ আরও ভীষণ—আরও ভয়ঙ্কর। অমর হওয়ার মজাই ত ঐখানে। সখা যে একবারে পরিষ্কাররূপে অমর হবার বর লাভ করতে পারেন্ নি, সেটা এক পক্ষে দেখ্‌তে গেলে ভালই হয়েছে ব'লতে হবে! কি বলেন মন্ত্রি!

হিরণ্য। তা হক্ না কেন সে হরি চির অমর। কিন্তু, তাকে এমন নির্য্যাতন করবো যে, ত্রিভুবন চেয়ে দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে যাবে। সহস্র-চক্ষু ইন্দ্র—সহস্রচক্ষে নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে চেয়ে থাকবে।

বিদূষক। হাঁ—এই ত শত্রুতা! এই ত প্রতিহিংসা।

হিরণ্য। আমি আজই বৈকুণ্ঠ জয় করতে যাত্রা করতাম। কিন্তু মন্ত্রি! একটা বিভ্রাট উপস্থিত, সে কথা তোমাদিগকে এখনো বলি নাই।

মন্ত্রী। (সবিস্ময়ে) কি বিভ্রাট দৈত্যনাথ! কিছুই ত জানি না।

হিরণ্য। গৃহমধ্যেই বিষবৃক্ষের একটী অঙ্কুর দেখা দিয়েছে।

মন্ত্রী। গৃহমধ্যে বিষবৃক্ষের অঙ্কুর?

হিরণ্য। হাঁ—আমারই অবর্ত্তমানে এই ব্যাপার ঘটেছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে মন্ত্রি! আমার রাজ্যে অনুপস্থিতকালে তোমরা চক্ষু কর্ণ রোধ ক'রে অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছিলে তার পরিচয় অতি স্পষ্ট ভাবেই পাওয়া যাচ্ছে।

মন্ত্রী। (করযোড়ে) দৈত্যনাথ! জ্ঞানতঃ কোনরূপ কর্ত্তব্য ক্রটী ক'রেছি বলে ত মনে হয় না।

হিরণ্য। জ্ঞানতঃ কি অজ্ঞানতঃ, শুন্‌লেই বুঝ্‌তে পারবে। বালক প্রহ্লাদের মুখে আমার সেই পরমশত্রু হরিনাম কীর্ত্তন।—শোন নি কি? ওকি? নীরব কেন মন্ত্রী? সঙ্গী বালকদের নিয়ে প্রহ্লাদ যে সেই নাম কীর্ত্তন ক'রে বেড়িয়েছে, তা তোমরা দেখ্‌তে পাও নি?—শুন্‌তে পাও নি?

মন্ত্রী। (নতমুখে নিম্নস্বরে) হাঁ মহারাজ! পেয়েছিলাম। কিন্তু—

হিরণ্য। কিন্তু কি? এর মধ্যে আর কিন্তুর স্থান নাই!

বিদূষক। বড় ত আশ্চর্য্য কথা! ভূতের মুখে রাম-নাম!

হিরণ্য। কেন তুমিও কি শুন্‌তে পাওনি বয়স্য?

বিদূষক। হাঁ—কয়দিন রাস্তা দিয়ে হরি বল্‌তে বল্‌তে ছোট রাজকুমার একদল বালক সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন বটে,—তা আমি মনে কর্‌লাম, বুঝি—"হরি যে দৈত্যকুলের প্রধান শত্রু" এই কথাটা দৈত্য বালকদের মনে বাল্যকাল হ'তেই ছাপ মেরে রাখবার জন্তই ঐরূপ 'হরিনাম' নাম্‌তা শেখবার মত বালকদিগে ছোট রাজকুমার মুখস্থ করিয়ে রাখ্‌ছেন, বোধ হয়—মহারাজ তপস্যা কর্‌তে যাবার সময়ে এইরূপই

ব্যবস্থা ক'রে গিয়েছেন। জানেনই ত, আমরা বিদূষক মানুষ, রাজনীতির চাল-টাল্ ত কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে। কিন্তু এখন শুন্‌ছি ব্যাপার গুরুতর।

হিরণ্য। অতিশয়! শুন্‌লাম না কি কোথা থেকে একদল বৈষ্ণব এসে প্রহ্লাদকে ঐ নাম শিখিয়ে গেছে, আমার রাজ্যমধ্যে বাস ক'রে এমন দুঃসাহস যে কেমন ক'রে থাকৃতে পারে, তা ত আমি বুঝ্‌তে পারলাম না। মন্ত্রি! তুমি যতই বল, তোমার শৈথিল্য তোমার রাজ-কার্য্যে ঔদাসীন্যই এইরূপ স্পর্দ্ধা দিয়ে দিয়েছে। যাক্—আমি আর কিছু বল্‌তে চাইনে। কিন্তু বিশেষ সন্ধান ক'রে দেখ, রাজ্যমধ্যে কারা এমন সদ্যমৃত্যুর অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়্‌বার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছে?

নেপথ্যে নিয়তি গাহিল।

গান।

তাদের কি মৃত্যু আছে।
যারা কাল ভয় হরি—হরির অভয় পদে স্মরণ নেছে॥
যে নামেতে মৃত্যু হরে,
যে নামে শমন শিহরে,
যে নামের গুণ গান করে মৃত্যুঞ্জয় শিব সদা নাচে॥
মৃত্যু যারে লয় গো টেনে,
(কিন্তু) ঐ নাম যদি তার যায় রে কাণে,
মৃত্যুশয্যা ছেড়ে রে সে অম্‌নি তখন উঠে বেঁচে॥

হিরণ্য। কে? সে? (চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ)

বিদূষক। রাম—রাম—রাম।

হিরণ্য। ও—কি বল্‌ছো বয়স্য !

বিদূষক। আজ্ঞে—রাম নাম, এ নাম নিতে ত বাধা নাই !

হিরণ্য। কেন ও নাম কর্‌ছো ?

বিদূষক। ঐ শুন্‌তে পেলেন না ? কে—কি ব'লে গেল ?

হিরণ্য। কে—ও ?

বিদূষক। আর কে ? ভূত—ভূত।

হিরণ্য। ভূত বিশ্বাস কর ?

বিদূষক। চৌদ্দপুরুষ ক'রে এলো !

হিরণ্য। না—ও ভূত নয়, নিশ্চয়ই ও সেই মায়াবী হরির চক্র ! এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি, প্রহ্লাদকে হরিবুলি ধরান, ও—ও—সেই হরির চক্রান্ত। আচ্ছা ! থাক তুমি ধূর্ত্ত ! তোমার আর বেশী বিলম্ব নাই। প্রহরি !—

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। আদেশ ?

হিরণ্য। তুমি এখনি রাজ-শিক্ষক ষণ্ড আর অমার্ককে রাজসভাতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বল।

[অভিবাদনান্তে প্রহরীর প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে প্রহ্লাদের প্রবেশ।

গান।

ভজ কৃষ্ণচন্দ্র, ভজ কৃষ্ণচন্দ্র—
গোপাল গোবিন্দ হরি।
জয় হরে মুরারে, হরে মুরারে মুনি মনোহারী॥

হিরণ্য (সক্রোধে বাধা দিয়া) চুপ কর প্রহ্লাদ।

প্রহ্লাদ। চুপ করবো কেন বাবা! তুমি কাল রাত্রিতে বাড়ী এসেছ, আজ সকালে মায়ের মুখে শুনে, তোমাকে এই মধুর নাম শুনাব বলে ছুটে এসেছি, চুপ করবো কেন বাবা! শোন কেমন মিষ্টি, কেমন সুধামাখা। শুন্‌লে আর ভুলতে পারবে না।

হিরণ্য। শোন প্রহ্লাদ! কাছে এস।

প্রহ্লাদ। (কোলে বসিয়া) কি বাবা!

হিরণ্য। তুমি যে নাম ক'রে গান কর্‌ছো, ঐ নাম আমার শত্রুর নাম, ও-নাম আমার রাজ্যে করা নিষেধ আছে। তুমিও আর করো না।

প্রহ্লাদ। ঐ কথা মাও বলেন, দাদারাও বলেন, কিন্তু আমি বুঝ্‌তে পারিনে, এমন মিষ্টি নাম যার, তিনি কেমন ক'রে তোমার শত্রু হলেন বাবা!

হিরণ্য। যেরূপেই হ'ক্, সে কথা শোনবার প্রয়োজন নাই প্রহ্লাদ! আমি যা মানা কর্‌ছি, তা করো না।

প্রহ্লাদ। আমি যে থাক্‌তে পারি না বাবা!

হিরণ্য। এখন হ'তে যে থাক্‌তে হবে।

প্রহ্লাদ। আমার সমস্ত মন প্রাণ জুড়ে যে হরি আমার হৃদয়ে ব'সে আছেন বাবা! যা ভাবি, যা করি, যা দেখি, সবই যে তিনি। চোক্ বুজে থাক্‌লেও তাঁকে দেখি।

হিরণ্য। তাকে তুমি দেখ্‌তে পেলে কোথায়?

প্রহ্লাদ। সাধুদের মুখে যেরূপ তাঁর বর্ণনা শুনেছি, তাই যে দেখ্‌তে পাই বাবা! আহা! কি সেই রূপ, যেন নূতন মেঘের মত বরণ, বিদ্যুতের মত তাতে কিরণ, চোক্ ঝল্‌সে যায় যেন! কেমন হাসিমাখা

মুখে, বাঁশী হাতে, বনমালা গলে, কদম্বের-তলে—হেলে—দুলে, হরি নৃত্য করছেন। তুমি দেখ নাই বাবা! দেখ্‌লে চোক ফেরুতে পারবে না।

হিরণ্য। বটে! এতদূর গিয়ে দাঁড়িয়েছে! কৈ?—যণ্ড আর অমার্ক?

তৎক্ষণাৎ যণ্ড ও অমার্কের প্রবেশ।

উভয়ে। এই যে উপস্থিত হ'য়েছি দৈত্যনাথ!

হিরণ্য। হ্লাদ, অনুহ্লাদ, সংহ্লাদ, এরা কিরূপ বিদ্যাশিক্ষা কর্‌ছে?

যণ্ড। আজ্ঞে রাজপুত্রেরা উত্তমরূপেই বিদ্যাভ্যাস কর্‌ছেন।

অমার্ক। শাস্ত্রাদি প্রায় শেষ হ'য়ে এল।

হিরণ্য। অস্ত্র-শস্ত্রের কৌশল কিরূপ শিক্ষা কর্‌ছে' তাই বল।

যণ্ড। তা বেশ।

অমার্ক। উড্ডীয়মান বিহঙ্গকে পর্য্যন্ত শরবিদ্ধ কর্‌তে পারেন।

যণ্ড। অসাধারণ মেধাবী কুমারেরা!

অমার্ক। "আকরে পদ্মরাগানাং জন্মকাচমণেঃ কুতঃ।" অমন আকরে কি আর নির্ব্বোধ জন্মাতে পারে।

হিরণ্য। আচ্ছা,—একদিন পরীক্ষা ক'রে দেখা যাবে। এখন এই প্রহ্লাদকেও বিদ্যাশিক্ষার জন্য তোমাদের কাছে আজই পাঠাব।

যণ্ড। অতি উত্তম, অতি উত্তম।

অমার্ক। বিশেষ মেধাবী ব'লেই বোধ হ'চ্ছে, এই ছোটরাজকুমার মহারাজ! অতি শীঘ্রই ফললাভ কর্‌তে পারবেন, তাতে আর সন্দেহ নাই।

হিরণ্য। আপাততঃ প্রহ্লাদের প্রথম শিক্ষা দিতে হবে, যাতে আর হরিনাম মুখে উচ্চারণ না করে।

যণ্ড। একবারে বালক, দুগ্ধপোষ্য, বোধ হয় কেমন করে ঐ নাম শিখে ফেলেছেন! তা—ও-নাম ছাড়াতে বেশীক্ষণ লাগবেনা দৈত্যনাথ!

অমার্ক। আরো ভাল ভাল মিষ্টি নাম শিখিয়ে দেব। সে সব নাম শিখ্‌লে—আর হরির নাম ত ভাল, "হ'য়ের কাছ দিয়েই আর ঘেষ্‌বেন্ না।

হিরণ্য। হাঁ—সেইরূপই আমি চাই। আমি কিছুদিন পরে আবার কুমারকে এনে পরীক্ষা করবো! কিন্তু—যদি তখনো আবার ঐ নাম কুমারের মুখে শুন্‌তে পাই, তাহ'লে তোমরাও একবারে নিরাপদ থাক্‌তে পারবে না।

উভয়ে। সে মহারাজকে কিছুই ভাবতে হবে না। শিশু-শিক্ষার এমন পদ্ধতি আমাদের আছে যে, কিছুতেই ফল না দেখিয়ে যায় না।

প্রহ্লাদ। বাবা!

হিরণ্য। প্রহ্লাদ!

প্রহ্লাদ। আমাকে কি তবে সত্যি সত্যিই হরিনাম করতে তুমি দেবে না বাবা?

হিরণ্য। না—দেব না।

প্রহ্লাদ। মুখে না ক'রে—মনে মনেও না?

হিরণ্য। মনে মনেও না! একবারে ঐ নাম মন থেকে মুছে ফেল্‌তে হবে!

প্রহ্লাদ। তাহ'লে যে আমি বাঁচবো না বাবা! ম'রে যাব।

হিরণ্য। সে-ও ভাল!

প্রহ্লাদ। তাহ'লে আর তুমি আমাকে ভালবাস না বাবা!

হিরণ্য। বাসবো, যদি তুমি ঐ নাম ভুল্‌তে পার!

প্রহ্লাদ। আমি যদি না ভুল্‌তে পারি, তা'হলে এঁদের তাতে কি অপরাধ হবে বাবা!

হিরণ্য। অত কথায় তোমার প্রয়োজন কি বালক! আমি তোমাকে যা বলেছি তাই কর্‌বে, তাই আমি চাই, যদি আমার কথা অন্যথা কর প্রহ্লাদ! তাহ'লে অনর্থ ঘটবে। সাবধান! খুব সতর্ক ক'রে দিচ্ছি।

ষণ্ড। কোন চিন্তা কর্‌তে হবে না মহারাজ! একবার আমার চতুষ্পাঠীতে গেলেই সব সেরে যাবে।

অমার্ক। এমন সন্দেশ খাইয়ে দেব, যে, আর ও সব চিনি মিছ্‌রীর দিকে ফিরেও চাইবে না।

হিরণ্য। পার যথেষ্ট পুরস্কার পাবে!

বিদূষক। তোমাদের অদৃষ্ট দেখ না, এইবার ফিরে যাবে ঠাকুর!

হিরণ্য। তা হ'লে যাও তোমরা, আমি প্রহ্লাদকে যথাসময়ে পাঠিয়ে দেব।

উভয়ে। তবে আসি আমরা মহারাজ!

[প্রস্থান।

হিরণ্য। মন্ত্রি! আমি কুমারের গুরুগৃহে থাক্‌বার ব্যবস্থা করেই, বৈকুণ্ঠ জয় কর্‌তে যাত্রা কর্‌বো। তুমি, সেনাপতি এবং সৈন্যগণকে প্রস্তুত থাক্‌তে আদেশ দাও গে।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

প্রহ্লাদ। বৈকুণ্ঠ জয় কর্‌তে যাবে বাবা! সেই বৈকুণ্ঠেই যে হরি, নারায়ণরূপে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধ'রে, বাস করেন। তুমি সেখানে গিয়ে

তাঁকে দেখ্‌তে যাবে বাবা! সমস্ত রাগ চলে যাবে! আহা! তাহ'লে তোমার তার উপরের সমস্ত রাগ কোথায় চ'লে যাবে! আমাকে যদি সঙ্গে নিয়ে যেতে বাবা!

হিরণ্য। প্রহ্লাদ! বুঝ্‌তে পারছো না বালক! কি অন্যায় কর্‌ছো! বালক ব'লেই ক্ষমা কর্‌ছি, কিন্তু পুত্র বলে নয়।

বিদূষক। ছোটরাজকুমার! ও সব নামে কি মিষ্টি আছে যে, তাই সেই মিষ্টি রস পান কর্‌ছো! আমার সঙ্গে চলো, মিষ্টান্নের ভাণ্ডারে গিয়ে বসি, তার পর কত মিষ্টি তুমি ভালবাস তাই দেখা যাবে!

প্রহ্লাদ। সে মিষ্টির কাছে এই মিষ্টি! যদি একবার আস্বাদ নিতেন, তাহ'লে বুঝ্‌তে পেতেন।

হিরণ্য। থাক্ আর বৃথা বাক্যে প্রয়োজন নাই। চল প্রহ্লাদ! অন্তঃপুরে যাই।—রাজসভা—ভঙ্গ।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—স্বর্গপুরী। কাল—প্রভাত।

ইন্দ্রসহ সুরগণ আসীন।

ইন্দ্র। অদ্যকার দেবর্ষি মুখের সুসংবাদ সকল শুনেছ বোধ হয়?

অগ্নি। হিরণ্যকশিপু-পুত্র প্রহ্লাদের কথা ত?

ইন্দ্র। হাঁ, দেবর্ষি যেরূপ বল্লেন, তাতে সেই হিরণ্যকশিপুর পতন হ'তে আর বেশী দেরী হবে না বোধ হয়! কারণ প্রহ্লাদ না কি যেরূপ হরিভক্ত হ'য়ে উঠেছে, তাতে হরি দর্শন হ'তে আর তার অধিক বিলম্ব নাই। আবার পুত্রের হরিভক্তির কথা শুনে হিরণ্যকশিপুও যেরূপ ক্রোধে জ্বলে উঠেছে, তাতে পুত্র নির্য্যাতন শীঘ্রই আরম্ভ হবে! তাহ'লেই দেখ, হরি যখনই দেখ্‌বেন যে, তাঁর ভক্তের উপর পাষণ্ড ভীষণ নির্য্যাতন আরম্ভ ক'রেছে, তখনি হরি বৈকুণ্ঠ ছেড়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবেন। নারায়ণ প্রহ্লাদের কাছে উপস্থিত হলেই, হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু দিন অতি নিকটবর্ত্তী হ'য়ে আসবে।

পবন। এই প্রহ্লাদের হরিভক্ত হওয়াটাই, হিরণ্যকশিপুর পক্ষে একটা বিষম কুলক্ষণের কথা।

ইন্দ্র। আর দেবগণের পক্ষে?

পবন। অতিশয়—আশার কথা!

যম। কিন্তু মৃত্যু ত আমার হাতে, কোন্ সূত্রে যে আমি সেখানে প্রবেশ করতে পারবো, তা ভেবে চিন্তে কিছুই স্থির করতে পারছিনে।

পবন। মৃত্যুপতি! সে চিন্তা তোমাকে একবারেই ক'রতে হবে না। যে দিন তোমার উপস্থিত হওয়া সেখানে প্রয়োজন হবে, দেখ্‌বে তখন সে প্রবেশ পথ আপনাহ'তেই তোমার সম্মুখে কেমন উন্মুক্ত হ'য়ে র'য়েছে।

অগ্নি। আমারও মনে হয় তাই। নতুবা, দৈত্যকুলে এমন প্রহ্লাদের মত হরিভক্ত এসে জন্মালে কিরূপে? যে রাজ্যে হরিনাম করা একবারেই নিষেধ। তারপর যার পিতা হরিকে শত্রুজ্ঞানে সংহার ক'রবার জন্য নিয়ত তাঁর সন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছে, সেই শিশু প্রহ্লাদ এমন হরিদ্বেষী পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ ক'রে, নিয়ত হরিনিন্দাকারী দৈত্যগণের সহবাসে থেকে—এমন অসাধারণ হরিপরায়ণ হ'য়ে দাঁড়াল কিরূপে?

ইন্দ্র। বড়ই আশ্চর্য্য বটে। কর্ম্মফল যে কিরূপে কোন অসম্ভব আশ্চর্য্য ঘটনার সৃষ্টি ক'রে জীবকে তার মধ্যে টেনে নিয়ে যায়—তা বোঝাই বড় শক্ত। এই জন্যেই অদৃষ্টের এত প্রাধান্য। এই জন্যই দেবতা চির-অদৃষ্টবাদী।

অগ্নি। আরো আশ্চর্য্য ব্যাপার! অন্যান্য দৈত্যগণ পূর্ব্বে যখন স্বর্গজয় ক'রেছে, তখনি তারা স্বর্গ হ'তে সুরগণকে তাড়িয়ে দিয়ে, স্বর্গ-সিংহাসন অধিকার ক'রে ব'সেছে। কিন্তু—হিরণ্যকশিপু তা ক'রলে না। এ একেবারে বৈকুণ্ঠের আধিপত্য লাভের জন্য উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছিল। বৈকুণ্ঠের আধিপত্য লোভে স্বর্গসিংহাসন একবারে নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করে সেদিকে লক্ষ্যই ক'রলেনা। দেবগণ যে পরাজিত এবং স্বর্গ বিতাড়িত হ'য়ে কিছুদিন পর্ব্বতগুহায়—পর্ব্বতগুহায় ভ্রমণ ক'রে বেড়িয়ে পুনরায় এই স্বর্গে এসে বাস ক'রছে সে দিকে দৃক্‌পাতই নাই।

ইন্দ্র। আবার দেবর্ষির মুখে শুন্‌লাম যে, যে—বৈকুণ্ঠজয়ের জন্য এতদিন উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছিল বর্ত্তমানে আবার তা হ'তেও নিবৃত্ত হয়েছে।

কারণ প্রহ্লাদের হরিভক্তির মাত্রা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে হিরণ্যকশিপু বিষম বিচলিত হ'য়ে উঠেছে, স্থির ক'রেছে নাকি যে প্রহ্লাদকে হরিনাম হ'তে বিচ্যুত না ক'রে আর কোন কার্য্যই সে এখন করবে না।

পবন। এ সংবাদ আমাদের পক্ষে আরও শুভ সুরপতি! কারণ— হিরণ্যকশিপু তার পুত্রকে যতই হরিনাম কর'তে বাধা প্রদান ক'রবে ততই পুত্র তার সেই হরিপ্রেমে আরও মাতোয়ারা হয়ে উঠ্‌বে, তার ফলে হরির সেদিকে লক্ষ্য কর্‌বার দিন আরও নিকটে এসে পড়বে।

যম। আসুক—সেদিন যত নিকটে এসে পড়ে ততই আমার আনন্দের কথা। যুদ্ধক্ষেত্রে যেরূপ আমাকে লাঞ্ছনা ক'রেছিল, সে কথা প্রতিমুহূর্ত্তেই আমার মনে জেগে ওঠে। একবার সময় উপস্থিত হ'লে হয়! তখন সে লাঞ্ছনার প্রতিশোধ কিরূপে নিতে হয় দেখা হ'বে।

অগ্নি। ভায়ার সে একটা মস্ত সুযোগই র'য়ে গেছে, কিন্তু—আমি অগ্নি আমার পূর্ব্বলাঞ্ছনার কোন প্রতিশোধই নেবার সুযোগ নাই।

পবন। পবনের দুরবস্থাটা তখন সকলেই ত দেখেছিলে, কিন্তু কোন পথই নাই, যে তার প্রতিশোধ নেব।

ইন্দ্র। যাক্—মোটের উপর আজ আমাদের একটা মস্ত আনন্দের দিন বল্‌তে হবে, আমি তাই পুরবাসিনী দেবীগণকে নানারূপ মাঙ্গলিক কার্য্য ক'রতে আদেশ দিয়েছি। আর অন্য অন্য স্বর্গবাসীগণকে মঙ্গল উৎসব ক'রতে ঘোষণা ক'রে দিয়েছি।

পবন। আমরাই বা বাদ যাব কেন সুরনাথ! স্বর্গপুরে অনেকদিন পর্য্যন্ত অপ্সরাকুলের কলকণ্ঠ নীরব হ'য়ে আছে। আজ একবার আহ্বান ক'র্‌লে হয় না।

ইন্দ্র। তারও ব্যবস্থা ক'রেছি, এখনি অপ্সরাগণএসে উপস্থিত হবেণ।

অগ্নি। দেবর্ষির মুখে শুন্‌লাম, তিনি আবার শীঘ্রই নাকি প্রহ্লাদকে দীক্ষা দিতে গমন ক'রবেন, কারণ—দীক্ষিত না হ'লে প্রহ্লাদ হরি-সাধনার প্রকৃত অধিকারী হ'তে পারবে না।

গীতকণ্ঠে অপ্সরাগণের প্রবেশ।

(নৃত্যগীত)

আজি অপগত ঘন-তিমির,
প্রকাশে হরষে পূরব আকাশে তরুণ অরুণ মিহির॥
　　আলোকিত নন্দন, পুলকিত প্রাণমন,
　　মুকুলিত তরুলতা, স্থললিত পিকগাথা,
বিকসিত কমল সরসী ছল ছল স্নিগ্ধ-শীতল সমীর॥
　　কুলুকুলু-নাদিনী পূত মন্দাকিনী,
　　সুরভিত মন্দার-কুসুম সম্ভার,
মুখরিত অলিকুল, শ্রবণে আকুল অলস-পরাণ মোদের অধীর॥

[প্রস্থান।

পবন। অনেক দিন পরে কিনা? শুনে যেন আশা মিটলোনা।

ইন্দ্র। আসুক সে দিন পবন—আবার অপ্সরাকণ্ঠের স্বরলহরী—তরঙ্গে তরঙ্গে উত্থিত হ'য়ে স্বর্গের দিক্ দিগন্ত ছেয়ে ফেলে দেবে। এখন চল সকলে! আজ একবার নন্দনে ভ্রমণ করা যাক্‌গে!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—শিক্ষাগৃহ। কাল—প্রভাত।

ষণ্ড ও অমার্ক কথা কহিতেছিল।

ষণ্ড। অমার্ক! ভায়া! প্রহ্লাদের গতিক ত বড় ভাল ব'লে বোধ হচ্ছেনা।

অমার্ক। তাই ত দেখ্‌ছি দাদা! আর ভয়ে বুকের মধ্যে মধ্যে দুরু দুরু আরম্ভ ক'রছে। রাত্রিতে ত নিদ্রা হয়ই না, যদি বা একটু তন্দ্রা এলো, অম্‌নি যেন দেখ্‌তে পাই, হিরণ্যকশিপুর দুটো জ্বলন্ত চোক্ জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বল্‌ছে আর আমার দিকে চেয়ে র'য়েছে! চল দাদা! দেশছেড়ে পালাই।

ষণ্ড। কোথায় পালাবে? ত্রিভুবনের কোন স্থানে গিয়ে পালিয়ে থাক্‌লেও কি দৈত্যের হাতে বাঁচা আছে ভায়া! এ আর কেউ নয়—এর নাম "হিরণ্যকশিপু"।

অমার্ক। একটা ত কোন বরাহ অবতারের হাতেই অক্কা দিয়েছে, এখন এটাকে অক্কা পাওয়াবার কেউ নাই? দেবতা গুলোই বা কি ক'রছে ব'সে? ইন্দ্রের অমন বৃহস্পতি মন্ত্রী থাক্‌তে কিছু একটা পরামর্শ মাথা থেকে বার ক'রতে পারছে না?

ষণ্ড। এর কি আর মৃত্যু আছে? ব্রহ্মাঠাকুর যে সে পথেও কাঁটা দিয়ে রেখেছেন। তপস্যা ক'রে এটা—ব্রহ্মার কাছ থেকে এমন বর

নিয়ে এসেছে, যে নিজে ইচ্ছা ক'রে না ম'রলে আর কারো কিছুই কর্‌বার যোটি নাই। জলে ডুব্‌বে না, আগুনে পুড়বেনা, অস্ত্রে শস্ত্রে নিহত হবে না, তারপর—দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতি কারো হাতেই কিছু হবে না।

অমার্ক। তা হ'লে আর দেবতারাই বা কি ক'রবে! কিন্তু দাদা! এখন আমাদের দু'ভায়ের উপায় কি? কোত্থেকে এক বালাই এসে দৈত্যকুলে উদয় হ'য়েছে। আমাদের দু'ভায়ের সর্ব্বনাশ ক'রতেই ঐ আপদ্ এসে জন্মেছে।

ষণ্ড। মহাচিন্তার কথা! এ কয়দিন ব'সে হতভাগা ছোঁড়াকে একটা "ক" ই চিনাতে পারলাম না!

অমার্ক। তা—না চিন্‌লেও তত চিন্তার কারণ ছিল না, এ যে "ক" দেখেই কৃষ্ণের গান যুড়ে দেয়, সেই হ'য়েছে বিপদ।

ষণ্ড। আর ত দু'দিন মাত্র বাকী আছে! দু'দিন পরেই দৈত্যরাজ প্রহ্লাদকে পরীক্ষা ক'রবেন ব'লে পাঠিয়েছেন।

অমার্ক। এই পরীক্ষা করবার জন্যই নাকি দৈত্যরাজ বৈকুণ্ঠে যুদ্ধ ক'রতে যাওয়া পর্য্যন্ত স্থগিত রেখেছেন।

ষণ্ড। প্রাণটা এবার নিশ্চয়ই হাতে ক'রে ধ'রে দিতে হবে দেখ্‌ছি।

অমার্ক। আজ একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখা যাক্। দু'খানা বেত নিয়ে দু'ভাই দু'পাশে দাঁড়াব আর হরিনাম ভুলাতে চেষ্টা করবো, ঐ নাম ক'রলেই অমনি সপাং সপাং করে বেত চালাতে থাক্‌বো। দেখবো আজ ওরই একদিন কি আমাদেরই একদিন।

ষণ্ড। গায়ে আবার দাগ হ'লে মহারাজ চটে যেতে পারেন। বিপদ কি একরকমের?

অমার্ক। সেদিকেও তা হ'লে নিরুপায়! না—বড়ই মুসকিল কাণ্ডের মধ্যে পড়া গেল দেখ্ছি। ছোড়াটা মরে গেলেও রক্ষে পাওয়া যেতো।

যণ্ড। ঐ যে— আস্ছে।

অমার্ক। আস্বার ভঙ্গীটে দেখ্ছো? চোক দুটো অর্দ্ধ-নিমিলিত ক'রে গদ গদ হ'য়ে ধীরে ধীরে আসা হ'চ্ছে।

ভাব-গদগদচিত্ত প্রহ্লাদের প্রবেশ।

প্রহ্লাদ। (প্রণাম করিয়া)

কহ গুরুদেব!

কতদিনে পাব আমি হরির চরণ?

শুনেছি ব্রাহ্মণ!

ব্রাহ্মণের বেদবাক্য না হয় অন্যথা।

অমার্ক। আমাদের যম দর্শন না করিয়ে কি তুমি হরির দর্শন পাবে?

প্রহ্লাদ। কর গুরু! হরিনাম

হবে না করিতে আর যম দরশন।

যণ্ড। বৎস প্রহ্লাদ! তুমি বড় লক্ষ্মীছেলে, তুমি আমাদের কথা শোন, ঐ বুলিটা ছাড়। তাহ'লে তোমাকে প্রাণভরে আশর্ব্বাদ করবো।

অমার্ক। অন্ততঃ এই দুটো দিন, পরীক্ষা দিয়ে এস তারপর তুমি আবার ঐ বুলি ধ'রো, তারপর চুপ্-চুপ্ তোমাকে একদিন হরি দেখিয়ে নিয়ে আস্বো। বুঝ্লে?—

প্রহ্লাদ। ঐ নাম বিনে যে আর কিছু মুখে আসেনা গুরুদেব!

অমার্ক। আসবেনা কেন, আস্বে, তুমি একটু চেষ্টা কর।

ষণ্ড। (পুস্তক দেখাইয়া। এই দেখ এটা মস্ত বড় একটা "ক"। বলত বাবা! লক্ষ্মীধন আমার! "ক"।

অমার্ক। হ্যাঁ—ব'লে ফেল, ব'লে ফেল।

প্রহ্লাদ। (ভাবে বিভোর হইয়া সুরে—)

"ক" এ—কৃষ্ণ—

উভয়ে। চুপ্—চুপ্—

প্রহ্লাদ। কেন গুরু মানা কর কৃষ্ণনাম নিতে।

"ক" যে কৃষ্ণের আদি শব্দ পেয়েছি দেখিতে॥

অমার্ক। রাখ্, তোকে আদি শব্দ দেখাচ্ছি।

(বেত্র উত্তোলন)।

ষণ্ড। মার খেয়ে মরে যাবে ব'লছি।

অমার্ক। বল্—"ক", নইলে সপাং সপাং পিঠে প'ড়্বে এখুনি।

প্রহ্লাদ। কৃষ্ণ ছাড়া কোন বর্ণ দেখি না যে গুরু।

কৃষ্ণ হ'তে সব বর্ণ হ'য়েছে যে সুরু॥

ষণ্ড। এই খেলে? অমার্ক! আর দেখ্ছো কি? একবারেই দুই ভাই এক সঙ্গে গেলাম আর কি?

অমার্ক। ওরে বাপু! দুটো দিনও আমাদের জন্য ওবুলিটে ছেড়ে থাক্তে পারবিনে?

প্রহ্লাদ। কেন গুরুদেব! আপনারা ভয় পাচ্ছেন, হরিনাম ক'রলে কি তার আর কোন ভয় থাকে? তিনি যে অভয়দাতা হরি, তিনি যে ভবভয়নাশক নারায়ণ, তিনি যে শমন-দমন ব্রহ্মসনাতন।

ষণ্ড। থাম্—বাপু! থাম্, তোমার বক্তৃতা দিতে হবেনা। বুঝেছি তুমি আমাদের দুই ভাইয়ের দফা রফা ক'রতেই দৈত্যবংশে এসে দেখা দিয়েছ।

প্রহ্লাদ। কেন আপনারা সকলেই ঐ নাম নিতে মানা করেন গুরুদেব!

অমার্ক। তা—তুমি জাননা? ন্যাকা?

ষণ্ড। তোমার বাবার শত্রু,—শত্রু, বুঝ্‌তে পেরেছ?

প্রহ্লাদ। যার নাম হ'ল দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু, অনাথনাথ, পতিত-পাবন হরি, তিনি কি কারো কখনো শত্রু হ'তে পারেন গুরুদেব!

গান।

তিনি যে সকলের বন্ধু দীনবন্ধু।
তিনি যে অনন্ত কৃপাময় করুণা-সিন্ধু॥
কেন তারে শত্রু ভাব,
সদা তারে মিত্র ভাব,
অনায়াসে ত'রে যাবে পেলে তাঁর কৃপা একবিন্দু॥
দেও মোরে সেই বিদ্যা,
যাতে ঘোচে অ-বিদ্যা,
দেখ্‌তে পাব যাতে প্রাণে সেই নবীন-নীল-ইন্দু॥

ষণ্ড। (মহাব্যতিব্যস্ত হইয়া) ওরে থাম্ থাম্ থাম্! তোর আর পড়্‌তে হবেনারে আর পড়্‌তে হবেনা।

অমার্ক। (বেত্র উত্তোলন করিয়া) ইচ্ছে ক'রছে এখনি এই বেত গাছা তোর পিঠে গুঁড়ো গুঁড়ো করি।

প্রহ্লাদ। কেন রাগ গুরুদেব ছাড় দ্বেষ রাগ,
বাড়াও হৃদয়ে শুধু কৃষ্ণ-অনুরাগ।

ষণ্ড। এ যে আবার আমাদিগেও শিক্ষা দিতে বসলো?

অমার্ক। জ্যাঠা জ্যাঠা, এচোঁড়ে পাকা, নইলে কি আর এমন দশা ঘটে ?

প্রহ্লাদ।　　কৃষ্ণে রতি কৃষ্ণে ভক্তি কর কৃষ্ণ নাম,
যার নামে অন্তকালে পাবে মোক্ষধাম।

ষণ্ড। না—অমার্ক ! বৃথা চেষ্টা, আর পারা গেল না। যা থাকে অদৃষ্টে তাই হবে। আর শিক্ষা দিয়ে কাজ নাই।

অমার্ক। যাও—বাপু ! তোমার আর পড়তে হবেনা। কিন্তু ব'লে দিচ্ছি, যদি ঐ নাম ক'রে চেঁচাবে, তাহলে আর রক্ষেও থাক্‌বেনা কিন্তু।

ষণ্ড। যাও—এখান থেকে সরে যাও।

[প্রহ্লাদের প্রস্থান।

অমার্ক। চল যাই—অন্যান্য কুমারদের শিক্ষা দিগে, আর ভেবে চিন্তে কি হবে। প্রাণ ত দিতেই হবে তাতে আর কোন সন্দেহই নাই।

ষণ্ড। তাই চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—প্রাসাদ কক্ষ। কাল—রাত্রি।

কয়াধু একাকিনী ভাবিতেছিলেন।

কয়াধু। আর একদিন বাদেই প্রহ্লাদের পরীক্ষা, ভয়ে প্রাণ কেঁপে উঠ্‌ছে। দাসীকে শিক্ষালয়ে পাঠিয়ে খবর নিয়েছি, প্রহ্লাদকে কিছুতেই হরিনাম ছাড়াতে পারা গেল না। কি হবে! মহারাজ যেরূপ অগ্নিমূর্ত্তি ধ'রে ব'সেছেন, তাতে যে ভাগ্যে কি আছে কে ব'লতে পারে! হায়! আমার কি হরিষে বিষাদ উপস্থিত হ'য়েছে! যে সুধাপান ক'রে প্রাণে তৃপ্তি পাব ব'লে মনে ক'রেছিলাম, আজ সেই সুধাই দেখ্‌ছি বিষম হলাহলে পরিণত হ'ল? যে প্রহ্লাদ কোলে পেয়ে স্বর্গ হাতে পেয়েছিলাম আজ সেই প্রহ্লাদ হ'তেই হৃদয়ে অশান্তির-অনল জ্বেলে দিবানিশি দগ্ধ হ'তে হচ্ছে?

সহসা হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ।

হিরণ্য। কি ভাব্‌ছো ব'সে রাণি! বোধহয় সেই প্রহ্লাদের কথা! ভাব—ভাব, বেশ ক'রে ভাব এখন, যে বিষবৃক্ষে ব'সে ব'সে এতদিন সলিলসেক ক'রেছ, এখন ফল ভোগ ক'রতে থাক। আমি আজও গুপ্ত সংবাদ নিয়েছি, তোমার প্রহ্লাদ সে বুলি ছাড়েনি আরও বেশী ক'রে মেতে উঠেছে।

কয়াধু। মহারাজ! দোষ আমার দিচ্ছ, আমি কি তাকে ঐ নাম শিখিয়েছি? বরং গোড়া হ'তেই আমি তাকে বুঝিয়েছি ভয় দেখিয়েছি,

কিন্তু—নাম ছাড়াতে পারিনি, তুমিও ত কত চেষ্টা ক'রছো দৈত্যনাথ ! কৈ পেরে ত উঠছো না।

হিরণ্য। পারি কি না তা পরীক্ষার দিন দেখে নিও। তখন পুত্র-স্নেহে অধীর হ'য়ে চক্ষে অঞ্চল দিলে কোন ফলই হবে না।

কয়াধু। তুমি পিতা, তোমার প্রাণে যদি সয়, তবে আমারও সইবে।

হিরণ্য। হাঁ—এ কথা যেন ঠিক্ থাকে মহিষি !

কয়াধু। তুমি কি মেরে ফেল্‌তে চাও ?

হিরণ্য। হাঁ—প্রয়োজন হ'লে তাতেও পশ্চাৎপদ হব না।

কয়াধু। পুত্রের প্রতি এতদূর নিষ্ঠুর হবে তুমি ?

হিরণ্য। কর্ত্তব্যের অনুরোধে সবই হ'তে পারি।

কয়াধু। বালক ব'লেও কি তার কোন ক্ষমা নাই ?

হিরণ্য। আমার কাছে বৃদ্ধ-বালক-যুবা সকলেই সমান ভাবে দণ্ড গ্রহণ করে।

কয়াধু। কেন উপেক্ষা কর না মহারাজ ! একটা দুগ্ধপোষ্য বালক, না বুঝে যদি কিছু অন্যায় করে থাকে তা হ'লে কি তাকে একবারে মেরেই ফেল্‌তে হবে, এ কেমন কথা ?

হিরণ্য। বিষতরুকে অঙ্কুর হ'তে উৎপাটিত করাই উচিত মনে করি।

কয়াধু। না—মহারাজ ! প্রহ্লাদ তোমার বিষতরু নয়, সে—অবোধ কিছুই বুঝ্‌তে পারে না, সে এত সরল—যে শত্রু মিত্র এ সব ভাবই তার মনে স্থান পায়না। যা মিষ্টি ব'লে আস্বাদ পেয়েছে তাই তোতাপাখীর মত মুখে নিয়ত ব'লে যাচ্ছে। বালকেরা ত মহারাজ অনেক কাজই ঐরূপ না বুঝে সংসারে ক'রে থাকে, তারপর বড় হলে যখন বুঝ্‌তে পারে, তখন আপনাহতেই ছেড়ে দেয়।

হিরণ্য। তুমি যতই বল, যতই বোঝাও রাণি! আমি কিছুতেই ওকে ক্ষমা কর্‌বোনা।

কয়াধু। তোমার কার্য্যে কে বাধা দিতে অগ্রসর হবে মহারাজ! কিন্তু—ন্যায় অন্যায় কি দৈত্যশাস্ত্র থেকে একবারেই মুছে ফেলে দিয়েছ?

হিরণ্য। আমি যেটাকে ন্যায় বলে মানবো, সেই কাজই ন্যায় বলে দৈত্যশাস্ত্রে স্থান লাভ করবে, পুরাতন শাস্ত্রের নিয়ম মেনে চলা হিরণ্যকশিপুর কুষ্ঠিতে কখনো লেখে নাই।

কয়াধু। তা না লিখুক, যশ অপযশও কি তুমি চাওনা?

হিরণ্য। হিরণ্যকশিপুর দৃঢ় তরবারি যত দিন মুষ্ঠিবদ্ধ থাক্‌বে ততদিন কেউ অপযশ কীর্ত্তন কর্‌তে পারবে না।

কয়াধু। সম্মুখে না পারুক অন্তরালে পারবে, তোমার জ্ঞাতসারে না করুক অজ্ঞাতসারে ক'রবে।

হিরণ্য। তাতে আমার ক্ষতি কি হবে রাণী?

কয়াধু। আপাততঃ রাজ্য সংক্রান্ত কোন ক্ষতি না হ'লেও পরিণামে যে একটা সুনাম, সুকীর্ত্তি সকলে রেখে যায় তার ক্ষতি কিন্তু যথেষ্টই হবে। সংসারে এসে জীব—কীর্ত্তি, যশ, সুনাম এই সবইত চায় মহারাজ!

হিরণ্য। তুমি মৃত্যুর পরের কথা বলছো মহিষি! আমার ত মৃত্যু নাই।

কয়াধু। অমরও ত নও।

হিরণ্য। নয়ই বা কিসে? যাতে যাতে মৃত্যুর সম্ভব থাকে, তার সম্ভাবনাই যদি না থাক্‌লো তবে অমর নাই বা হ'লাম কিসে?

কয়াধু। তবে, অমরতা বর লাভ কর্‌তে পারনি কেন মহারাজ!

হিরণ্য। সেটা একটা ব্রহ্মার দেবতাদের কাছে সাফাই থাকার জন্য কৌশল মাত্র। কেন না দেবতা ভিন্ন অমর শব্দ আর কারো

পূর্ব্বে থাকতে পারবে না। শুধু এই প্রথাটা বজায়রাখা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

কয়াধু। আমার ত তা মনে হয় না মহারাজ!

হিরণ্য। কি—মনে হয়?

কয়াধু। মৃত্যু একদিন তোমার আছেই।

হিরণ্য। ব'লেইছিত, মৃত্যুর যতরূপ কারণ থাকতে পারে তা আমার থাকবে না। এই বর পেয়েছি।

কয়াধু। দৈত্যনাথ! আমি অজ্ঞানা রমণী, অত সূক্ষ্ম জ্ঞান আমার নাই যদিও, তথাপি যেন মনে হয়, এমন কোন সূক্ষ্ম কারণ তোমার মৃত্যুর সম্বন্ধে সূক্ষ্মভাবে নির্দ্দিষ্ট আছে, যেটা ঠিক্ সেই সময় ভিন্ন অন্য সময়ে বুঝবার বা জানবার সাধ্য কারো নাই।

হিরণ্য। আশ্চর্য্য রাণি! অদৃশ্য সূক্ষ্ম বিষয়কে এমন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস ক'রতে পার? দানব-রমণী কি কখনো তা করে? আমি বুঝ্তে পারছিনে, আমার গৃহমধ্যে এসে কোন অজ্ঞাত অদৃশ্য-শক্তি কাজ ক'রছে না কি? নতুবা প্রহ্লাদকেই বা শত্রুর নাম কে শিখালে, তোমা-কেই বা এরূপ অদৃষ্টবাদের কথা ব'লতে কে শিক্ষা দিলে?

কয়াধু। অজ্ঞাত অদৃশ্য-শক্তিতে তা হ'লে তোমারও বিশ্বাস আছে?

হিরণ্য। যাক্—রাণি! বৃথা কথায় অনেক সময় নষ্ট করা গেছে। এখন তোমাকে যা ব'লতে এসেছিলাম, আমি আপাততঃ বৈকুণ্ঠ জয়যাত্রা হ'তে নিরস্ত হয়েছি। প্রহ্লাদের একটা শেষ মীমাংসা না ক'রে এখন আর কোন নূতন কার্য্যে হাত দেবোনা। প্রহ্লাদের পরীক্ষার আর একদিন মাত্র মধ্যে আছে, যদি পুত্র-স্নেহে মুহ্যমানা হ'য়ে থাক তবে এই একদিনের মধ্যেই যাতে প্রহ্লাদকে হরিনাম ছাড়াতে পার তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে দেখতে পার। আর বলবার কিছুই নাই। [প্রস্থান।

কয়াধু। কি চেষ্টা ক'রবো ? কি উপায় কর্‌বার আছে ? কিছুই ত বুঝতে পারিনা। হায় হতভাগ্য পুত্র ! কেন এসে আমার গর্ভে জন্মেছিলি ! কেন এমন নিষ্ঠুর পিতার গৃহে উদয় হ'য়েছিলি ?

[প্রস্থান ।

—:*:—

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—স্বর্গপথ। কাল—প্রভাত।

গীতকণ্ঠে স্বর্গবাসী বালকগণের প্রবেশ।

গান।

জয় স্বর্গ-বাসী, অপগত দুঃখ রাশি,
উদিবেরে সুখ-শশী হৃদি আকাশে।
দানব গর্ব্ব, হইবে খর্ব্ব,
দর্প অহঙ্কার টুটিবেরে সব,
পাবে স্বাধীনতা, যাবে অধীনতা,
চাহিবেন কৃপানেত্রে আপনি কেশব।
মাতরে উৎসবে, সুরগণ সবে,
আনন্দে ভাসরে ত্যজি দুঃখ-তাপ।
বাসব-কল্যাণ, কররে কর গান,
ঘুচিবে ঘুচিবে যত মনস্তাপ ॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রাজসভা। কাল—প্রভাত।

হিরণ্যকশিপু, মন্ত্রী, বিদূষক, ষণ্ড ও অমার্কসহ প্রহ্লাদ, হ্লাদ, অনুহ্লাদ ও সংহ্লাদ আসীন।

হিরণ্য। প্রহ্লাদ! এস বাবা! আমার কোলে এসে বস। আজ তোমার পরীক্ষা হবে।

(প্রহ্লাদ কোলে আসিয়া বসিল)

ষণ্ড। (জনান্তিকে) অমার্ক! ভয় নাই, মহারাজ প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে ব'সেছেন।

অমার্ক। (জনান্তিকে) পুত্র স্নেহ কি-না? এখন মা কালী করেন, যে—"ক" দেখে সেই সুর না ধ'রে ফেলে! আজকার দিনটা কাটিয়ে দেও যদি মা! তাহলে জোড়া পাঁঠা দেব।

সংহ্লাদ। আজ আমাদের পরীক্ষা হবে না বাবা!

হিরণ্য। না—আজ কেবল প্রহ্লাদের পরীক্ষা, তোমরা আজ প্রহ্লাদের পরীক্ষা দেখ।

হ্লাদ-অনু-সংহ্লাদ। (একসঙ্গে জনান্তিকে হাততালি দিয়া) বেঁচে গেছি বেঁচেগেছি।

হিরণ্য। (প্রহ্লাদের চিবুক ধরিয়া) কি ভাব্‌ছো প্রহ্লাদ!

প্রহ্লাদ। মুখে বল্‌তে মানা ক'রেছ যে বাবা! তাই মনে মনে তাঁকে ভাব্‌ছি।

ষণ্ড। (জনান্তিকে) অমার্ক! এই বুঝি সারে রে!

অমার্ক। (জনান্তিকে) গায়ত্রী জপ্‌ কর দাদা!

(উভয়ের তথা করণ)

হিরণ্য। কোন্‌ কথা তোমাকে মুখে আন্‌তে মানা ক'রে দিয়েছি প্রহ্লাদ!

প্রহ্লাদ। হরিনাম।

হিরণ্য। ও নাম ত মনে মনেও ভাবতে মানা ক'রে দিয়েছিলাম?

প্রহ্লাদ। তা যে পারিনা বাবা! মনের সঙ্গে হরিনাম যে গাঁথা হ'য়ে গেছে!

হিরণ্য। (রক্তচক্ষে ষণ্ড ও অমার্কের দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া) কি বলে প্রহ্লাদ?

ষণ্ড। মুখ ছেড়ে মনে গিয়ে দাঁড় করিয়েছি মহারাজ! ক্রমশঃ মন থেকেও ছাড়িয়ে ফেলবো। বালক কি না?

হিরণ্য। তোমার হাতে ও-কি পুস্তক প্রহ্লাদ!

ষণ্ড। ওখানি বর্ণপরিচয় মহারাজ!

হিরণ্য। অক্ষর পরিচয় হয়েছে? আচ্ছা দাও দেখি প্রহ্লাদ! বর্ণ-পরিচয় খানি আমার কাছে। (পুস্তক লইয়া খুলিতে লাগিলেন)

অমার্ক। (স্বগত) এইবার—এইবার মা কালী! জোড়া পাঁঠা—জোড়া পাঁঠা মানসিক্।

হিরণ্য। ("ক" দেখাইয়া) বল ত প্রহ্লাদ! এটা কোন বর্ণ?

প্রহ্লাদ। ("ক" দেখিয়া ভাবে বিভোর হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল)।

হিরণ্য। কৈ?—বল?

প্রহ্লাদ। সুরে—"ক" এ কৃষ্ণ—হরি—

ষণ্ড। না-না বাবা! ভুলে যাচ্ছ "ক" এ কালী। এই যে কালই ত পড়্‌লে?

প্রহ্লাদ। কালও ত "ক" এ কৃষ্ণ পড়েছি গুরুদেব! কালী ত পড়িনি।

হিরণ্য। (ক্রোধারক্ত লোচনে) এই বুঝি তোমাদের শিক্ষাদান?

ষণ্ড। আজ্ঞে—আজ্ঞে মহারাজ! রাজসভা দেখে বালক কিনা—তাই ধেব্‌ড়ে গেছে।

অমার্ক। ঐ যে মুখ লাল হ'য়ে গেছে।

হিরণ্য। দৈত্যবালক কখনো রাজসভা দেখে ভয় পায়না। প্রহ্লাদ!

প্রহ্লাদ। বাবা!

হিরণ্য। আবার সেই নাম?

প্রহ্লাদ। "ক" এর মধ্যেই যে কৃষ্ণ আমার ব'সে র'য়েছেন, আমি যে দেখ্‌ছি বাবা!

হিরণ্য। এখনো বল্‌ছি সাবধান হও। ও নাম ছাড়!

প্রহ্লাদ। প্রতি বর্ণে হেরি তার জলধর কায়,
বর্ণেতে বর্ণনা করা নাহি যায় তায়।

হিরণ্য। আবার?

প্রহ্লাদ। যত বলি তত সাধ বাড়ে বলিবারে,
কত মিষ্টি লাগে বাবা বলি বল কারে।

হিরণ্য। ষণ্ড ও অমার্ক !

ষণ্ড। (কাঁপিতে কাঁপিতে) আজ্ঞে—আজ্ঞে।

অমার্ক। (ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল)

হিরণ্য। আমার বজ্র আদেশকে বুঝি তোমাদের গ্রাহ্যই হয় নাই? আচ্ছা! থাক তোমরা। হতভাগ্য প্রহ্লাদ! এইবার তোকে শেষ পরীক্ষা ক'রবো।

মন্ত্রী। মহারাজ?

হিরণ্য। কোন অনুরোধ ক'রতে এসনা।

বিদূষক। মহারাজ! কুমারের মাথাটা বিগ্ড়ে গেছে কি না একবার বৈদ্য ডেকে দেখালে হয় না?

হিরণ্য। বৈদ্য ডাকৃতে হবেনা, আমিই এ রোগের ব্যবস্থা ক'রবো।

হ্লাদ। বাবা!

হিরণ্য। ভাইয়ের উপর মায়া দেখাতে এসেছ হ্লাদ?

অনুহ্লাদ। ঐ দেখ বাবা! প্রহ্লাদ একটুও ভয় পাচ্ছে না।

সংহ্লাদ। ওতো বলে বাবা! যে ও, কাকেও ভয় করে না।

হিরণ্য। করে কিনা দেখাচ্ছি। প্রহ্লাদ! বল্ যে আর ওনাম মুখে বা মনেও আন্‌বো না!

প্রহ্লাদ। যে নামে হৃদয় ভরা র'য়েছে আমার,
জীবনে মরণে যারে করিয়াছি সার,
সেই হরি-কৃষ্ণ নাম কেমনে ছাড়িব।
ও নাম ছাড়িলে আমি নিশ্চয় মরিব॥

হিরণ্য। তাই মর্—হতভাগ্য! (কোল হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন)

হ্লাদ। (ব্যস্ত হইয়া) বাবা! বাবা!

হিরণ্য। চুপ্।

প্রহ্লাদ। (উঠিয়া) আমাকে কোল থেকে ফেলে দিলে বাবা! আমি কি ক'রবো? আমি যে হরিনাম না ক'রে কিছুতেই থাক্‌তে পারিনে বাবা!

হিরণ্য। তার ফল ভোগ কর্ এখন। যাও—শিক্ষকদ্বয়! এখনি এখান থেকে চ'লে যাও।

[ষণ্ড ও অমার্ক কাঁপিতে কাঁপিতে প্রস্থান করিল।

প্রহ্লাদ। বাবা!

হিরণ্য। আমায় ডাকিস্‌নে বল্‌ছি। আমার সঙ্গে এখন তোর শত্রু সম্বন্ধ। আমি এখন আর তোর পিতা নই, পরম শত্রু।

প্রহ্লাদ। না—বাবা! তুমি আমার স্নেহময় পিতা। তুমি ত আমার উপর কোনদিন একটুও রাগ ক'রনি? আজ আমি হরিনাম করি ব'লে রাগ্ ক'রছো। কেন বাবা! তাতে রাগ কর। হরি যে দয়াময়, দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু অপার ভবসাগরে কর্ণধার। তাঁকে ত সকলে পাবার জন্য কত সাধনা করে, কত যোগী-ঋষি কোটী কোটী বৎসর তাঁর চরণ পাবার জন্য পর্ব্বতে বনে কত কঠোর তপস্যা ক'রে থাকেন। শুনেছি স্বয়ং মহাদেবও সেই হরিনাম ক'রে শ্মশানে মশানে থেকে আনন্দে নৃত্য করেন। নারদঋষি বীণাযন্ত্রে তাঁর নাম কীর্ত্তন ক'রে মহানন্দ লাভ করেন, এমন হরির উপর তোমার রাগ কেন বাবা! একবারটি সেই মধুর হরিনাম করে দেখ, কত আনন্দ পাবে, কত সুখ পাবে, কত তৃপ্তি পাবে। একবার বল বাবা! একবার বল।

গান।

একবার বল পিতা মুখে জয় হরে মুরারে।
যাবে সব জ্বালা, যাবে সব ব্যথা—যাবে অনায়াসে ভবপারে॥

হরি অকূল-কাণ্ডারী গোলোক-বিহারী—
মুরহর-মনোমোহন।
ভব-ভয়হারী ভবার্ণবতরী—
(যার) যুগল রাতুল চরণ,
(পার করেন তারে) (যে জন প্রাণ খুলে হরিবলে)
(যে জন বাহুতুলে হরি বলে)
কর হরিনাম, যাবে গোলোকধাম—
ফিরে আস্‌তে হবেনা সংসারে ॥

হিরণ্য। কৈ—জহ্লাদ! জহ্লাদ!

হ্লাদ। (পদধারণ করিয়া) রক্ষা কর বাবা! রক্ষা কর বাবা!

মন্ত্রী। কুমার নিতান্ত শিশু মহারাজ!

বিদূষক। একবারে অপগণ্ড। কিছুই বোঝে না। নতুবা মহারাজের রক্তচক্ষু দেখেও ভয় না ক'রে থাক্‌তে পারে!

হিরণ্য। প্রহরি!

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। আদেশ?

হিরণ্য। এই হতভাগ্যটাকে নিয়ে এখনি বৃহৎ মদমত্ত হস্তীর পদতলে রক্ষা করগে। যাতে সেই দুরন্ত বারণ, পদতলে এর বক্ষ নিষ্পেষিত ক'রে ফেল্‌তে পারে। দেখো যেন আদেশ লঙ্ঘন করোনা। তা হ'লে তোমার শির যাবে।

প্রহ্লাদ। চল প্রহরি! আমাকে নিয়ে চল। আমি—হরিবোল বল্‌তে বল্‌তে হস্তীপদতলে প্রাণত্যাগ করবো।

গান।

প্রহ্লাদ।

আমায় নিয়ে চল সেখানে।
এই জীবন মরণের খেলা হয় যেখানে ॥
আমি হরিবোলে ডাক্‌বো,
হরির পায়ের তলে লুটবো,
(পায়ে প'ড়ে রব) (সেই রাঙাপায়ে)
আমি দু'টী বাহুতুলে,
হেলে দুলে দুলে নাচ্‌বো,
কোথা প্রাণসখা দাও মোরে দেখা
তোমায় রাখিব গেঁথে প্রাণে ॥

[প্রহরীসহ প্রস্থান।

বিদূষক। একটুও ত ভয় পেলেনা! মৃত্যু কাকে বলে তাও বোধহয় বোঝে না।

হিরণ্য। যাও কুমারগণ! অন্যত্র যাও।

[কুমারগণের প্রস্থান।

হিরণ্য। এইবার ঠিক্ হবে। বিষতরুর অঙ্কুর যত শীঘ্র হয় নাশ করাই ভাল।

মন্ত্রী। একটু চিন্তা ক'রে এই কঠোর আদেশটা দিলে হ'তনা দৈত্যনাথ!

হিরণ্য। মন্ত্রি! আমি ঢের ভেবেছি, ঢের চিন্তা করে দেখেছি, এই কয়দিন আমি সারা রাত্রি বিনিদ্রনয়নে এ বিষয়ে চিন্তা করতে করতে নিশা প্রভাত করেছি। তুমি কি জান না মন্ত্রি! যে প্রহ্লাদ আমার কত আদরের, কত স্নেহের পুত্র। তার সম্বন্ধে আজ আমি অম্লানবদনে

কি কঠোর নিষ্ঠুর আদেশ দিয়েছি। এর জন্য কি আমার হৃদয় ফেটে যাচ্ছে না? মহারাণী কয়াধুর প্রাণে কি কুঠার আঘাত করলাম তা-কি আমি জানছিনা? কিন্তু কি ক'রবো অন্য উপায় নাই। আমি ত্রিলোকে একজন হরিবিদ্বেষী ব'লে পরিচিত, যার নাম শুনলে আমার সর্ব্ব শরীর ক্রোধে কম্পিত হ'য়ে উঠে, যাকে পরাস্ত ক'রে তার বৈকুণ্ঠ অধিকার ক'রবো ব'লে আমি এতদূর প্রস্তুত হ'য়ে র'য়েছি। রাজ্যবাসীগণকে যে নাম পরিত্যাগ ক'রবার জন্য আমার বজ্র-আদেশ ঘোষণা ক'রেছি, আজ আমারি গৃহমধ্যে আমারি পুত্র কিনা আমার নিষেধ সত্ত্বেও সেই হরিনামে উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছে, এ—তুমি ঠিক্ জেনো সেই ধূর্ত্ত হরির এই চক্রান্ত। পুত্রদ্বারা আমাকে ত্রিলোকে অপদস্ত ক'রবার জন্য মায়াবী এই কৌশল অবলম্বন ক'রেছে। এখন যদি আমি পুত্রস্নেহে প্রহ্লাদের এই গুরুতর অপরাধ উপেক্ষা করি, তা হ'লে ত্রিলোক—আমাকে অন্তরাল হ'তে কি বল্‌বে? সেই ধূর্ত্ত হরি নিশ্চয়ই অন্তরাল হ'তে টিট্‌কারী দেবে সন্দেহ নাই। তা হ'লে ভাব দেখি মন্ত্রি! আমি কতদূর চিন্তা ক'রে শেষে, প্রহ্লাদের এই গুরুতর দণ্ডের বিধান ক'রেছি। এখন বৈকুণ্ঠ হ'তে সেই ধূর্ত্ত মায়াবী হরি—চেয়ে বিস্ময়ে ডুবে যাক, যে হিরণ্যকশিপু তার পুত্রকে হরিনাম ত্যাগ করাবার জন্য কি ভীষণ শাস্তি প্রদান ক'রতে পেরেছে।

সহসা প্রহরীর প্রবেশ।

হিরণ্য। আদেশ পালিত হ'য়েছে প্রহরী?

প্রহরী। আজ্ঞে দৈত্যনাথ! বল্‌তে ভয় হয়।

হিরণ্য। কুমারকে হস্তীপদতলে নিক্ষেপ করনি?

প্রহরী। আজ্ঞে করেছিলাম, বহু দর্শক সেখানে একত্র হ'য়েছিল।

হিরণ্য। হস্তীপদতলে নিষ্পেশিত হ'য়ে হতভাগ্য তা হ'লে প্রাণ-ত্যাগ ক'রেছে?

প্রহরী। আজ্ঞে না মহারাজ! দুরন্ত মত্ত হাতীটা তাকে শুঁড়ে ধ'রে পায়ের তলা থেকে উঠিয়ে একবারে মাথার উপরে তুলে ফেল্লে; কুমার সেই মাথার উপর ব'সে উচ্চস্বরে মহারাজের মানা করা নাম ব'লতে লাগ্‌লেন, তাই দেখেই দৈত্যনাথের কাছে সংবাদ দিতে ছুটে এসেছি।

হিরণ্য। হাতীটা বোধহয় অতিরিক্ত মদমত্ত হ'য়েছে? আচ্ছা—এই-বার তাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডমধ্যে নিক্ষেপ ক'রতে হবে। যাও প্রহরি! এখনি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করগে, মন্ত্রি! তুমিও যাও—তুমি নিজে থেকে প্রহরীর দ্বারা হতভাগ্যটাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করাবে। কোনরূপে যেন অব্যাহতি না পায়। আমি চল্লাম, প্রহ্লাদের মৃত্যু সংবাদের অপেক্ষায় নিভৃত কক্ষে অপেক্ষা করিগে।

[প্রস্থান।

বিদূষক। এইবার মন্ত্রি! যাও তুমি। আমি এই ফাঁকে সরে পড়ি, পাছে সেই কাণ্ড দেখ্‌তে যেতে হয়।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। কি ভীষণ দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে হবে! উপায় নাই, রাজ-আদেশ। চল প্রহরি!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান — বৈকুণ্ঠ। কাল — প্রভাত।

নারায়ণ ও লক্ষ্মী আসীন।

লক্ষ্মী। নারায়ণ!
কহ কি কারণ?
এত অন্যমন?
কেন হেরি ব্যাকুল অন্তর?
ছল্ ছল্ নয়ন-যুগল,
মুখ—বিষাদে মলিন!
কহ সবিশেষ,
হৃষিকেশ—
কোন ভক্ত প'ড়েছে কি বিপদ-পাথারে?

নারা। সত্য বুঝিয়াছ লক্ষ্মি!
মহাভক্ত বালক-প্রহ্লাদ,
পড়িয়াছে বিপদ-পাথারে।

লক্ষ্মী। হিরণ্যকশিপু-পুত্র?

নারা। হাঁ—কমলা!
বিষ্ণুদ্বেষী পাপমতি হিরণ্যকশিপু
বৈকুণ্ঠ করিতে জয় ইচ্ছে সদা যেই।
পুত্র তার হরিভক্ত পরম-বৈষ্ণব,

শুনিয়াছি নারদের মুখে এই কথা।
তারপর আর কিছু নাহি জানি।

লক্ষ্মী। কহ বিবরিয়ে,
কি মহাবিপদ মাঝে পড়েছে প্রহ্লাদ ?

নারা। হরিনাম করাতে বর্জ্জন
প্রাণপণ করিলা দানব,
কিছুতে সে বালক প্রহ্লাদ—
না ত্যজিল মম হরিনাম।
ক্রোধে দৈত্য নিষ্ঠুর-হৃদয়,
হস্তী-পদতলে—
নিক্ষেপিলা ভক্তকে আমার।
কিন্তু লক্ষ্মি !
না দলিল পদতলে দুরন্ত বারণ।
হরিনাম শুনি,
যতনে বসালে তারে মস্তক উপরে।
তারপর শুনি সেই কথা—
মহাক্রুদ্ধ হিরণ্যকশিপু
জ্বলন্ত অনলকুণ্ডে
নিক্ষেপিতে নিজপুত্রে—
দিয়েছে আদেশ আজি প্রহরীর প্রতি।
নির্ভীক বালক,
কিছু নাহি জ্ঞান,
প্রাণখুলে করে হরিনাম,
এইবার অগ্নিকুণ্ডমাঝে,

কেমনে বাঁচিবে শিশু ?
ভাবিতেছি তাই লক্ষ্মি !

লক্ষ্মী। এখনও ভাবিতেছ তাই ?
আশ্চর্য্য শুনিনু,
এখনও প্রতিকার না করি তাহার,
শুধু ভাবিতেছ বসি ?
ইচ্ছা হ'লে যাহার কটাক্ষে,
মুহূর্ত্তে ত্রিলোক পারে হইতে বিধ্বস্ত,
সেই তুমি,
সামান্য দৈত্যের করে
বাঁচাইতে ভক্ত-শিশু তব,
এখনও ভাবিতেছ হরি ?

নারা। ব্রহ্মা-বরে ত্রিলোক বিজয়ী—
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কিম্বা রসাতলে,
দেব-নর যক্ষ রক্ষ করে
কিছুতে না মরিবে দানব,
তাই তারে না পারি নাশিতে।
আরো কথা—জান লক্ষ্মি !
পরীক্ষিতে ভক্তেরে আমার,
চিরদিন অভ্যাস আমার।
হরিভক্ত শিশু,
দেখিব এবার,
জ্বলন্ত অনল হেরি—
ভয়ে আজি ভোলে কি-না হরিনাম।

লক্ষ্মী।　　বুঝিতে না পারি তব ভাব।
বিপন্ন ভক্তের তরে
একদিকে মহা উচাটন,
অন্যদিকে তারে—
বিপদ পাথারে ফেলি পরীক্ষিতে সাধ!
কিন্তু—হরি,
অগ্নিকুণ্ডে পড়ি—
পুড়ি যদি ম'রে ভক্ত আজ,
তা হ'লে কি কহিবে সংসার ?
তা হ'লে কেউ এ সংসারে আর,
সাধ ক'রে নাহি লবে হরিনাম তব।

নারা।　　শোন লক্ষ্মি!
ভক্ত শিশু,
মন-প্রাণ-জীবন-মরণ
সব মোরে সঁপে থাকে যদি,
হরিনাম ভিন্ন বোল,
নাহি যদি ফোটে রসনায়,
তবে লক্ষ্মি! জানিও নিশ্চয়,
না পুড়িবে জ্বলন্ত অনলে
হরিভক্ত প্রহ্লাদ আমার।
পরশে শীতলমূর্ত্তি ধরিবে পাবক।

লক্ষ্মী।　　কিন্তু নারায়ণ!
ইচ্ছা এই হ'তেছে আমার,
এখনি এই বৈকুণ্ঠ ত্যজিয়ে,

যাই আমি প্রহ্লাদের কাছে।
অগ্নিকুণ্ডে করিলে নিক্ষেপ,
কোলে করি বসিব প্রহ্লাদে।
পদ্মহস্ত বুলাব শরীরে,
অগ্নি-তেজ হইবে শীতল।

নারা। না—লক্ষ্মী!
সে সময় এখনো আসেনি।
দীক্ষা বিনা হরিভক্ত কভু,
নাহি পায় দেখিতে মোদের।
করাব দীক্ষিত আমি—
শীঘ্র তথা নারদে পাঠায়ে।
অই বুঝি আসিছে নারদ।

ধীরে ধীরে নারদের প্রবেশ।

নারদ। নারদ ঠিক্ সময়েই এসেছ।

(প্রণাম করণ)

নারা। তোমাকে এখনি যেতে হবে।

নারদ। প্রহ্লাদের কাছে?

নারা। বুঝ্‌তে পেরেছ তা'হলে?

নারদ। চিরকেলে নিয়ম, বুঝবো না কেন বল? নূতন কিছুত নয়?

নারা। যদি অগ্নিকুণ্ড থেকে আজ রক্ষা পায়।

নারদ। যদি পায়। এখনও নিশ্চয় কিছু হয় নাই?

লক্ষ্মী। তাই দেখ নারদ! ভক্ত ম'রবে কি বাঁচবে, তার এখনো ঠিক্ হ'ল না! অথচ তার জন্য একটু আগে ভেবেই আকুল, চোক্ দু'টী

ছল্ ছল্ ক'রছিল। আমি এ ভাব কিছুই বুঝ্‌তে পারছিনে নারদ! আমি গিয়ে প্রহ্লাদকে কোলে ক'রে অনলকুণ্ড থেকে বাঁচাব ব'লে যেতে চাই-লাম, তাতেও ব'লছেন, তুমি গিয়ে দীক্ষা না দিলে আমার যাওয়া হবে না।

নারদ। এ ভাবও ত ঠাকুরের নূতন কিছু নয় মা!

লক্ষ্মী। তবে যাও তুমি প্রহ্লাদকে সত্বর দীক্ষা দেওগে।

নারদ। এখন গিয়ে ত কোন ফলই হবে না মা! এতক্ষণ হয় ত প্রহ্লাদকে অনল মধ্যে নিক্ষেপ করবার উদ্যোগ ক'রছে। স্বয়ং হিরণ্য-কশিপুও সেখানে উপস্থিত থাকতে পারে। তার সম্মুখে দীক্ষা দিতে গেলে কি আর আমার রক্ষা থাক্‌বে।

লক্ষ্মী। তুমিও তাকে ভয় কর নারদ?

নারদ। ক'রতে হয় বৈকি মা! যেরূপ তার বরের জোর?

লক্ষ্মী। বিধাতা কেন এরূপ করেন? চিরকাল দেখে আস্‌ছি, এক—একজন দৈত্যকে বর দিয়ে এমন বাড়িয়ে তোলেন, যে তার জন্যে ত্রিলোক থরহরি কাঁপ্‌তে থাকে। সুরপতির ত কথাই নাই, দেবগণসহ তার দাসত্ব ক'রতে নিযুক্ত হন। স্বয়ং শচীদেবীকে পর্য্যন্ত দৈত্যরাণীর দাসীত্ব ক'রতে হয়।

নারদ। তবে এইবার সে পর্য্যন্ত পৌছায় নাই, বহু কষ্টে ইন্দ্রাণীকে পাষণ্ডের হাত থেকে আমিই উদ্ধার ক'রে এনেছিলাম। কি জানি হিরণ্যকশিপু আমার কথাটা রাখ্‌লে।

নারা। তার কারণ আর কিছুই নয়, এবার হিরণ্যকশিপুর লক্ষ্যই হ'ল বৈকুণ্ঠ অধিকার করা। কাজেই স্বর্গাধিপত্যের দিকে লক্ষ্য না থাকায় দেবতাদের নিয়ে বেশী কিছু করেনি।

লক্ষ্মী। এবার তা হ'লে ইন্দ্রাণীর পরিবর্ত্তে লক্ষ্মীকেই বুঝি দৈত্যরাণীর দাসীত্ব ক'রতে হবে?

নারা। (সহাস্যে) কি গিয়ে দাঁড়াবে কে ব'লতে পারে?

লক্ষ্মী। শুন্‌লে নারাদ! কি গিয়ে দাঁড়াবে তা যেন উনি ব'ল্‌তে পারেন্ না।

নারা। যেরূপ অদ্ভুত রকমের বর এবার লাভ ক'রেছে, তাতে নিশ্চয় ক'রে বলা কিছুই যায় না।

নারাদ। এখনো কি ভাবে হিরণ্যকশিপুকে বধ ক'রবেন তা বোধহয় ঠিক্ করেন্‌নি, এতেই বুঝ্‌তে হবে, এখনো হিরণ্যকশিপুর বিলম্ব আছে।

লক্ষ্মী। বৈকুণ্ঠটা আগে জয় ক'রে নিক্। নতুবা নামের গৌরব বাড়বে কেন!

নারদ। আজ যদি প্রহ্লাদ না রক্ষা পায় তাহ'লেই ত নামে একেবারেই কলঙ্ক প'ড়বে।

লক্ষ্মী। তবে এত উদাসীন কেন বুঝ্‌তে পারিনে। যত অদ্ভুত বরই সে লাভ করুক না কেন, তব্ ত সে অমরত্ব লাভ করেনি, তার ত মৃত্যু হবেই, আর সে মৃত্যু যে তোমার হাতেই হবে, সেটাও আমাদের বুঝ্‌তে বাকী নাই। তবে মিছে বিলম্ব ক'রে লাভ কি? ত্রিলোকের শত্রু ব্রহ্মাণ্ডের কণ্টককে শীঘ্র শীঘ্র উচ্ছেদ করাই ত উচিত।

নারা। লক্ষ্মি! হিরণ্যকশিপু যে আমার হাতেই বিনষ্ট হবে, সে কথা সত্য। কারণ—আমিই তাদের উদ্ধার ক'রবো ব'লে তাদের পূর্ব্বজন্মে আশ্বাস দিয়েছিলাম।

লক্ষ্মী। অমন মহাপাপীদের আবার উদ্ধার করা? ওরা যাতে নরকে ডুবে থাকে তাই করাই কর্ত্তব্য।

নারা। লক্ষ্মি! হিরণ্যকশিপু কে,—তা জান? পূর্ব্বজন্মে "জয় আর বিজয়" নামে যে দুই জন বৈকুণ্ঠের দ্বারে দ্বারী ছিল, তারাই মহর্ষি সনকের অভিশাপে হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপুরূপে দৈত্যবংশে জন্মগ্রহণ ক'রেছে।

লক্ষ্মী। তারা ত পরমবৈষ্ণব ছিল, এজন্মে তারা এমন হরি-বিদ্বেষী হ'ল কেন ?

নারা। শত্রুভাবে ভাব্‌লে তিন জন্মেই তাদিগে উদ্ধার ক'রবো, আমিই ব'লেছিলাম। তাই তারা শীঘ্র শীঘ্র উদ্ধার হবে ব'লে হরিদ্বেষী হ'য়ে জন্মগ্রহণ ক'রেছিল। এইবার তাদের প্রথম জন্ম, হিরণ্যাক্ষকে সংহার ক'রেছি, এইবার হিরণ্যকশিপুকে বধ ক'রতে পারলেই তাদের এক জন্ম কেটে যায়।

নারদ। বুঝ্‌তে পারছেন না মা ! প্রহ্লাদও হরিভক্ত, আর জয় বিজয়ও হরিভক্ত হ'য়ে বৈকুণ্ঠের দ্বারে প্রহরী ছিল, সুতরাং তাদের উপরেও প্রভুর যথেষ্ট স্নেহ র'য়েছে। এই জন্যই ঠাকুর হিরণ্যকশিপুর উপর তেমন নিষ্ঠুর হ'তে পারছেন্‌না। কি কৌশলে তাকে উদ্ধার ক'রবেন সেই চিন্তাই ক'রছেন।

লক্ষ্মী। জয় বিজয়কেও উদ্ধার করা চাই, আবার প্রহ্লাদকেও— রক্ষা করা চাই, এই ত ?

নারদ। হাঁ—মা !

লক্ষ্মী। ইচ্ছা করলেই ত পারেন।

নারা। ইচ্ছা কি আর করছিনে লক্ষ্মি ! তবে ঠিক সময় আসেনি ব'লেই বিলম্ব হচ্ছে। প্রহ্লাদকেও পরীক্ষা করা নিতান্ত ইচ্ছা, প্রহ্লাদ যেরূপ নিষ্কাম সাধনায় নিরত হ'য়েছে, এরূপ নিষ্কাম সাধক সংসারে অত অল্পবয়সে আর কেউ হ'তে পারে নাই।

লক্ষ্মী। কেন ধ্রুব ?

নারা। ধ্রুব ত প্রথম হ'তেই নিষ্কাম সাধনা ক'রেনি লক্ষ্মি ! রাজ্য-লাভই ত তার প্রথম কামনা ছিল। কিন্তু এই প্রহ্লাদ প্রথম হ'তেই কামনাশূন্য নিষ্কাম ভক্ত। এই নিষ্কাম ভক্তি প্রহ্লাদের ভবিষ্যৎ-জগতে

উজ্জ্বল আদর্শ হ'য়ে থাক্‌বে। আমি সেই জন্যই প্রহ্লাদকে নানা বিপদের মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ করিয়ে নিতে চাই। কোনরূপ চিত্তবিক্ষেপ না থাকে।

নারদ। এইটাই হ'ল মা ! ঠাকুরের প্রাণের কথা। আমরা যত আকুলি ব্যাকুলিই করিনা কেন, উনি যা ক'রবেন সে ঠিকই আছে।

লক্ষ্মী। তবে আর আমরা ভেবে মরি কেন ! ওঁর কাজ উনি ঠিক্‌ই ক'রেছেন।

নারা। নারদ ! তুমি যাও, অগ্নিকুণ্ড হ'তে প্রহ্লাদ খাঁটী সোনা হ'য়ে বার হবে। তখনি তার বিমল অন্তঃকরণে দীক্ষার বীজ বপন ক'রবে।

নারদ। তবে তাই যাই, আসি মা ! [প্রস্থান।

নারা। চল লক্ষ্মি ! আমরাও অন্তরীক্ষে থেকে প্রহ্লাদের এই মহা-পরীক্ষা দেখে তৃপ্তিলাভ করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।
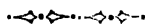
তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—অন্তঃপুর। কাল—মধ্যাহ্ন।

কয়াধু ও হ্রাদ কথা কহিতেছিলেন।

কয়াধু। বলিস্ কি হ্রাদ ! আমি যে বিশ্বাসই ক'রতে পারছিনে। মহারাজ কি এত নিষ্ঠুর হবেন ?

হ্রাদ। মা ! নিজের চ'খে দেখে এলাম, মন্ত্রী মহাশয় দাঁড়িয়ে থেকে অগ্নিকুণ্ড জ্বালাবার ব্যবস্থা ক'রছেন।

কয়াধু। কেন? মহারাজ নিজে দাঁড়িয়ে এই চমৎকার দৃশ্য দেখ্‌তে পারলেন না? জ্বলন্ত অনলে পুত্রকে নিক্ষেপ ক'রবে, আর পিতা হ'য়ে তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌বেন, সেই ত হবে পিতার স্নেহ প্রদর্শন।

হ্লাদ। মা! আমি রাজসভাতে পিতাকে প্রহ্লাদের জন্য ব'ল্‌তে গিয়েছিলাম, কিন্তু—কোন কথাই বল্‌তে দিলেন না। কি ক'রবো? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোপনে অশ্রু মুছলাম—মা!

কয়াধু। হ্লাদ! তুই আমাকে এখনি সেখানে নিয়ে চল্। আমি দেখবো কেমন ক'রে প্রহ্লাদকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে।

হ্লাদ। না—মা! আমি তোমাকে সেখানে মর্য্যাদা হারাতে নিয়ে যাব না।

কয়াধু। কে আমার মর্য্যাদা নষ্ট ক'রতে পারেরে হ্লাদ!

হ্লাদ। পিতার আদেশ কি কঠোর তাত জান-মা?

কয়াধু। জানি,—কিন্তু সে আদেশ যত কঠোরই হ'ক, তবুও আজ আমি সে আদেশ লঙ্ঘন করাব।

হ্লাদ। পারবে না—মা!

কয়াধু। পারবো। অন্যায়ের প্রতিকূলে দাঁড়াতে হ'লে তোর এই মা কত দৃঢ় হ'তে পারে তা তোরা কখনো দেখিস্‌নি হ্লাদ! তিনি দৈত্য-রাজ, আমিও দৈত্যরাজ মহিষী—দৈত্যকন্যা কয়াধু। সিংহের পত্নী সিংহী, এ সিংহী আজ তার শাবকের প্রাণনাশের চেষ্টা দেখে গর্জ্জে উঠেছে। সে আর কাউকে গ্রাহ্য ক'রবেনা, শত দানবেব সাধ্য নাই, যে এই উত্তেজিতা সিংহীর কার্য্যে বাধা দান করে।

হ্লাদ। মা! তুমি ত নির্ব্বোধ নও, সবই বোঝ, সবই জান, কেন তবে আজ এরূপ নির্ব্বুদ্ধির কাজ ক'রতে উদ্যত হ'য়েছ!

কয়াধু। কাপুরুষ পুত্র! পিতার রক্ত-চক্ষের ভয়ে মাকে সেখানে

নিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছ? থাক্—চাইনে তোকে, আমি একাই সেখানে ঝঞ্ঝার মত ধেয়ে যাব—উল্কার মত ছুটে যাব। দেখি কে বাধা দিতে পারে?

হ্লাদ। বাধা তোমাকে কে দেবে মা! কিন্তু—তুমি যে রাজরাণী, তুমি সেখানে গেলে তোমার রাণী মর্য্যাদা নষ্ট হবে যে মা!

কয়াধু। যার দুগ্ধপোষ্য শিশু-সন্তানকে মেরে ফেলবার জন্য যেখানে স্বয়ং সম্রাট্ পিতার কঠোর আদেশ বজ্রের মত জ্বলে উঠেছে, সেখানে সেই সন্তানের মা—সন্তানকে হিংস্রদের গ্রাস হ'তে রক্ষা ক'রতে যাবে, তাতে আবার মর্য্যাদা নষ্টের ভয়? আমার প্রহ্লাদ অপেক্ষা রাণী মর্য্যাদা বড় নয়।

হ্লাদ। তবে আর কি ব'লব মা! যা তোমার ইচ্ছা হয় তাই কর। কিন্তু তবুও পুত্র হ'য়ে মিনতি ক'রছি—একবার ভেবে দেখ—বুঝে দেখ মা!

কয়াধু। ঢের বুঝে দেখেছি মূর্খ! তুই আর কোন কথা ক'স্নে। কনিষ্ঠ ভায়ের অন্যায়ভাবে মৃত্যু যারা দেখে সহ্য ক'রতে পারে, তাদের মত নিষ্ঠুর সন্তানের কথা—কয়াধু একটু শুন্‌তে চায় না। যাই আমি ঐ বুঝি অগ্নিকুণ্ডে অগ্নি প্রজ্জলিত ক'রে দিয়েছে, সেখানে বাছার মুখের দিকে তাকাবার একটা প্রণীও নাই।

[বেগে প্রস্থান।

হ্লাদ। ক্রুদ্ধ পিতা জননীর এ স্বাধীনতা কিছুতেই সহ্য ক'রবেন না। নিষেধ ক'রে রাখ্‌তে পারলাম না। না জানি জননীর প্রতিও আজ পিতা কি কঠোর আদেশ প্রদান করেন। [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—বধ্য-ভূমি।   কাল—অপরাহ্ন।

জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড সম্মুখে বর্ত্তমান। প্রহ্লাদ করপুটে ঊর্দ্ধমুখে হরিনাম করিতেছিল, পার্শ্বে প্রহরী ও মন্ত্রী দণ্ডায়মান।

গান।

প্রহ্লাদ।

কোথা হরি বিপদবারি—
একবার দেখা দাও আমায়।
এই মরণ কালে হরি ব'লে ডাকিতেছি হরি তোমায়॥
দহিতে আমারে অনল,
জ্বলিছে অই হ'য়ে প্রবল,
তুমি বই আর নাই অন্য বল,
স্থান দাও অই রাঙ্গা পায়॥
মরি তাতে খেদ নাই হরি,
পাছে কলঙ্ক রটে তোমারি,
এই ভয়েতে সদা মরি, হ'য়ে আছি নিরুপায়॥

মন্ত্রী। (স্বগত) এ দৃশ্য দেখে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন, কিন্তু—কর্ম্মদোষে সেই নিদারুণ নিষ্ঠুর সেজে আজ আমাকে দাঁড়াতে হচ্ছে। হায় মহারাজ ! এমন শিশু-পুত্রের উপর তোমার দয়া হ'ল না ?

প্রহরী। আগুন ত খুবই জ্বলে উঠেছে। এখন কি ক'রবো মন্ত্রী মশায় !

মন্ত্রী। আমার আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছ প্রহরি ! আচ্ছা দিচ্ছি,—একটুকাল অপেক্ষা কর। প্রহ্লাদ ! কুমার !!

প্রহ্লাদ। আজ্ঞে !

মন্ত্রী। এখনও কথা শোন, এখনও ঐ নাম ছাড়, তা হ'লে মহারাজ এখনি তোমাকে এই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা নিষেধ ক'রে দেবেন।

প্রহ্লাদ। মরবার জন্য ত তেমন ভয় হ'চ্ছেনা আমার, আমার কেবল ভয় হচ্ছে, পাছে আমার জন্য তাঁর দয়াময় নামে কলঙ্ক রটে। আর এক ভয় হচ্ছে, পাছে এই সব পাপে বাবার কোন অনিষ্ট ঘটে ! মন্ত্রী কাকা ! বড় খেদ র'য়ে গেল, বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তে হরির রাঙ্গা পা দু'খানি দেখ্‌তে পেলাম না। মনের সাধ মনে মনেই র'য়ে গেল।

গান।

আমার মনের বাসনা মিটিল না,
এই মরণকালে আঁখিমেলে—
তাঁর অভয়চরণ দেখা ঘটিল না॥
সেই, নবীন-নীরদ-বরণ,
আমার হেরিতে সাধ যুদে নয়ন,
আর রাতুল অভয় চরণ, দেখিবার সাধ পূরিল না।

এই মরণ কালে কৃপাসিন্ধু,
বিতর কৃপা এক বিন্দু,
নতুবা ঐ দীনবন্ধু নাম তোমার আর রহিল না।

মন্ত্রী। (স্বগত) না—আর ফেরান যায় না। এ তীব্রবেগ যতই বাধা পাবে, ততই উথলে উঠ্‌বে। প্রহরি! কুমারকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর।

প্রহরী। আসুন কুমার!

প্রহ্লাদ। দেও আগুনের মাঝে ফেলে দাও, যদি তার মাঝে গিয়ে আমার হরিকে দেখতে পাই। শুনেছি তিনি তাঁর ভক্তকে একবারে মৃত্যুকালেও দেখা দিয়ে থাকেন।

(প্রহ্লাদকে ধরিয়া প্রহরী অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিল)

তৎক্ষণাৎ দ্বারদেশে উন্মাদিনীপ্রায়া কয়াধুর গমনে
বাধা দিতে দিতে হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ।

হিরণ্য।　কোথা যাবে রাণি!
নাহি দিব যেতে তোমা পুত্র-সন্নিধানে।

কয়াধু।　যাব আমি পুত্রে রক্ষিবারে।
বাধা নাহি দিও রাজা!
বুঝিবেনা মায়ের হৃদয়।
পুত্র তরে কত যে আকুল হয়,
তুমি পিতা,
নাহি তব পাষাণ হৃদয়ে,
এক বিন্দু পুত্র-স্নেহ।

হিরণ্য। বৃথা কেন কহিছ প্রলাপ।
অগ্নিকুণ্ডে ফেলেছে প্রহ্লাদে,
এতক্ষণ ভস্মশেষ প্রায়,
কাহারে রক্ষিবে তুমি ?
ফিরে যাও অন্তঃপুরে রাণি।

কয়াধু। (বিচলিত ভাবে)
এঁ্যা ! এঁ্যা !
আরেরে রাক্ষস !
আরেরে নিষ্ঠুর !
নয়ন পুত্তলী মোর,
হৃদয় মাণিক,
অঞ্চলের নিধি মম,
প্রাণের প্রহ্লাদ—
হৃদয়-মন্দির হ'তে কাড়িয়া লইয়া,
পুত্র-হত্যা যাগে,
দিলে আজি প্রথম আহুতি ?
আছে আরো তিনপুত্র মোর
আন একে একে,
দেও পূর্ণাহুতি সেই জলন্ত কুণ্ডেতে।
তবে তব মিটিবে বাসনা,
তবে তব পূরিবে কামনা।
তবে তব নিষ্ঠুরতা—
সমস্ত দানব হ'তে উঠিবে ছাপিয়ে।
ওঃ—ওঃ—

কি ভীষণ তুমি রাজা !
কোন্ বজ্রে গড়া তব হিয়া ?
একটুও কাঁপিল না ও পাষাণ প্রাণ ?
প্রহ্লাদের চাঁদ-মুখখানি,
একটুও ভাসিল না চোখের উপর ?
হায় ! হায় !
কোথা যাব ?
কোথা গেলে পুত্র-শোক-জ্বালা—
ক্ষণেক জুড়াতে পাব ?
যাই—যাই—এবে,
যে অনলে ফেলেছে প্রহ্লাদে,
সে অনলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।
ছাড় রাজা ! ছাড় মোরে।　　(ছাড়াইতে চেষ্টা)

হিরণ্য। উন্মাদিনি !
নহে হেথা উন্মাদের স্থান,
এস অন্তঃপুরে
যত পার উন্মত্ত প্রলাপ
শুনাইও সেথায় আমারে।

সহসা অদৃশ্যভাবে অগ্নিদেব প্রহ্লাদকে কোলে করিয়া অগ্নি হইতে উত্থিত হইল। প্রহ্লাদ চক্ষু মুদিয়া গাহিতেছিল।

গান।

আজি শীতল অনল হইল হরি হে—
তোমারি করুণা বলে।

করি হরিনাম, (সবে) দেখ পরিণাম,
আজি বাঁচিলাম সে-অনলে॥
কোথা পিতা একবার এস কাছে,
দেখ হরি নামের কি গুণ আছে।
(একবার দেখ আসি) (পিতা গো)
(এমন নামের গুণ কি আছে কোথায়)
এ যে, মৃতসঞ্জীবনী, প্রাণ পায় প্রাণী—
প্রাণ খুলে ডাক হরি ব'লে॥
(আর দ্বেষ রবে না)
(তোমার হরি-বিদ্বেষ দূর হইবে)

হিরণ্য। (সবিস্ময়ে) এ কি ?- -

কয়াধু। ঐ যে, ঐ যে, সেই মধুর বাঁশী বেজে উঠেছে, আমার হরিবোলা পাখী মধুর স্বরে তান্ ধরেছে, মরে নাই, মরে নাই, বাবা আমার বেঁচে আছে, আমি দেখবো, আমার বাবার চাঁদমুখ একবারটী দেখ্‌বো, একবারটী আমার বাবাকে কোলে কর্‌বো, দেখি কে কোল থেকে কেড়ে নিতে পারে ? আমার বক্ষের ধনকে বক্ষে ক'রে এই দানবরাজ্য ছেড়ে চ'লে যাব ! দেখি কে আমাকে বাধা দেয়, দেখি কে আমাকে ধ'রে রাখে। প্রহ্লাদ ! প্রহ্লাদ ! বাবা আমার ! দাঁড়া, আমি যাচ্ছি !

(সহসা বিস্মিত হিরণ্যকশিপুর হস্ত ছাড়িয়া দৌড়িয়া
প্রহ্লাদের কাছে গিয়া তাহাকে কোলে লইয়া
অন্যপথে প্রস্থান করিল)

মন্ত্রী। (হিরণ্যকশিপুর কাছে আসিয়া) কি আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখ্‌লেন মহারাজ ; একগাছি চুল পর্য্যন্ত অগ্নিতে স্পর্শ করেনি।

হিরণ্য। (সক্রোধে) কৈ সে প্রহ্লাদ ! কোথায় গেল ?

মন্ত্রী। এই যে মুহূর্ত্তের মধ্যে মহারাণী কুমারকে বক্ষে ক'রে প্রস্থান করলেন।

হিরণ্য। বটে! বটে! আচ্ছা দেখবো, প্রহ্লাদকে কেমন ক'রে রক্ষা করেন মহারাণী! এখনি আমি স্বহস্তে হত্যা করবো।

[বেগে প্রস্থান।

মন্ত্রী। এস প্রহরি!

[প্রহরীসহ প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—ইন্দ্র-সভা। কাল—রাত্রি।

ইন্দ্র ও অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ আসীন। অপ্সরাগণ নৃত্যগীত করিতেছিল।

গান।

আজি মজাব মধুর তানে।
কিবা মধুর রজনী, হের লো স্বজনী,
মাত মধুর রাগিণী গানে।
জোছনা-হসিত পুলকিত যামিনী,
কুলু কুলু নিনাদিনী সুর-মন্দাকিনী,

নন্দনে মন্দার মরি কি সুন্দর,
আনন্দ ঢালিছে সুরগণ প্রাণে।
সুধারে সুধারাশি, বিতরে রাকা-শশী,
দশদিশি হাসি হাসি, সুখের স্রোতে ভাসি,
পাপিয়া ঢালে স্বরলহরী কানে।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। সত্যই সুরগণ! আজ স্বর্গবাসীর বড় আনন্দের দিন। আজ এ আনন্দরাশি দান করেছো একমাত্র হুতাশন—তুমি! তুমি যদি আজ শীতলমূর্ত্তি ধ'রে প্রহ্লাদকে রক্ষা না করতে, তাহ'লে আর কিছুতেই প্রহ্লাদ রক্ষা পেতো না।

পবন। আমার ত ভয় হ'য়েছিল যে, দুরন্ত দানবের নিজ গৃহে গিয়ে অগ্নিদেব পাছে কর্ত্তব্য হারিয়ে ফেলেন।

যম। না হে—না, বরং অগ্নিদেবের এই নিস্তেজ শীতলমূর্ত্তি ধ'রবার পক্ষে বিশেষ সুবিধাই হ'য়েছিল, কারণ—হিরণ্যকশিপুর ভয়ে অগ্নিদেবের স্বভাবই হীনবীর্য্য নিস্তেজ হওয়া নিতান্ত সম্ভব।

অগ্নি। তা—বটে, সকলেই নিজের সঙ্গে তুলনা ক'রে অপর সম্বন্ধে মনে করে—যে অন্ধ, সে জগতের সকলকেই অন্ধ ব'লে ধারণা করে। মৃত্যুপতি শমনরাজও যেমন হিরণ্যকশিপুর ভয়ে, তার ত্রিসীমা দিয়েও পদার্পণ করতে সাহস করেন না, আমার সম্বন্ধেও তাই সেইরূপ ধারণা। পবনদেবও দেখেছি, সেখানে ঝঞ্ঝামূর্ত্তি পরিত্যাগ ক'রে, মৃদুমন্দ মলয়ানিল-রূপে হিরণ্যকশিপুর অঙ্গের ঘাম এবং ক্লান্তি দূর ক'রে থাকেন। শুধু এই হিরণ্যকশিপুর সময়ে নয়, বহু—বহুবার বহু দৈত্যদের সময়ে এঁদের এই ভাবে দেখা গেছে! সমীরণ—ব্যজনের কার্য্যে নিযুক্ত, শমনদেব অশ্বের

ঘাস যোগাতে নিযুক্ত, কিন্তু কেউ কি কখনো হুতাশনকে নিস্তেজ বা নির্ব্বাণ হ'য়ে থাকতে দেখেছে।

পবন। দাদা যে অহঙ্কারে আজ সবই ভুলে যাচ্ছেন দেখ্‌ছি, এই পবনচন্দ্র সহায় না থাক্‌লে, অগ্নিদেব আবার কবে নিজের অত তেজ দেখাতে পেরেছেন? কথায়ই বলে অগ্নির সহায় পবন।

ইন্দ্র। কেন বৃথা পরস্পর পরস্পরকে হীন প্রতিপন্ন কর্‌তে গিয়ে আত্ম-কলহ উত্থাপন কর্‌ছো? আজ আনন্দের দিন, সকলে প্রচুর আনন্দ উপভোগ কর্‌বো ব'লেই একত্র সমবেত হ'য়েছি। শচীদেবীও আজ সমস্ত দেবীগণ সঙ্গে মিলিত হ'য়ে, অন্তঃপুরে আনন্দ উৎসব কর্‌ছেন।

সহসা নারদের প্রবেশ।

নারদ। হাঁ—আজ যথার্থই সুরগণের আনন্দ উৎসবের দিন বটে, সকলে আজ প্রাণভ'রে কেবল আনন্দ কর, আনন্দ কর।

ইন্দ্র। আসুন দেবর্ষে! একে একে সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তারপূর্ব্বক প্রকাশ করুন। অগ্নিকুণ্ড হ'তে প্রহ্লাদ পরিত্রাণ পাবার পর দুরন্ত দৈত্য ক্রুদ্ধ হ'য়ে আর কোন্ উপায়ে প্রহ্লাদের প্রাণনাশের চেষ্টা কর্‌ছে?

নারদ। আমি বৈকুণ্ঠ হ'তে নারায়ণের আদেশে, প্রহ্লাদ অগ্নিকুণ্ড হ'তে বাহির হ'লেই পূত পাবক-অঙ্কে পরিশোভিত পরম পবিত্র প্রহ্লাদকে দীক্ষা দান ছলে নিজেই কৃতার্থ হ'য়ে এসেছি। আহা! বাসব! এরূপ হরিভক্ত, নিষ্কাম সাধক প্রেমিকরত্ন আর কখনো কোথায় দেখিনি। আজ সেই হরিভক্ত বৈষ্ণবচূড়ামণি প্রহ্লাদকে দীক্ষা দান প্রসঙ্গে তার অঙ্গ-স্পর্শে আমি পরম পবিত্র হয়ে গেছি। এতদিন হরিনাম করা আমার সার্থক হয়েছে।

ইন্দ্র। বলুন দেবর্ষি! প্রকাশভাবেই কি দীক্ষা দান কর্‌লেন?

নারদ। না মহেন্দ্র! একটা মহেন্দ্রসুযোগ পেয়েছিলাম, হিরণ্য-কশিপু যখন বধ্য-ভূমির দ্বারদেশে কয়াধুর প্রবেশে বাধা দিচ্ছিল, তখনই প্রহ্লাদ অগ্নিমধ্য হ'তে একটী স্থল-কমলের মত উত্থিত হ'ল, আমি সেই অবকাশে অন্যের অদৃশ্যভাবে, মাত্র প্রহ্লাদের নিকট প্রকাশ্যরূপে সেখানে উপস্থিত হ'য়ে তাকে দীক্ষা দান ক'রেছিলাম।

ইন্দ্র। হিরণ্যকশিপুর ভয়ে কি অদৃশ্য হ'য়ে সেখানে উপস্থিত হ'য়েছিলেন?

নারদ। না—বাসব! আমার কোন ভয়ের জন্য নয়, পাছে প্রহ্লাদকে দীক্ষদানে বাধা প্রদান করে, এই আশঙ্কাতেই ঐ ভাবে দীক্ষা দিয়েছিলাম।

ইন্দ্র। তারপর হিরণ্যকশিপু কি করলে?

নারদ। কয়াধু প্রহ্লাদকে লয়ে অন্তর্হিত হলে, তারপর হিরণ্য-কশিপু পুত্রকে স্বহস্তে হত্যা করবে ব'লে বেগে ধাবিত হ'য়েছে। এই পর্য্যন্ত সংবাদ জানি, এই সংবাদ সুরপতির নিকট জানাব ব'লেই এখানে এসে উপস্থিত হ'য়েছি। আবার এখনি আমি সেখানে যাব, মন্ত্রদাতা গুরুকে এখন প্রহ্লাদ সর্ব্বদাই নিকটে দেখতে চায়।

ইন্দ্র। যদি স্বহস্তে দুর্দ্দান্ত হিরণ্য এতক্ষণ প্রহ্লাদকে কেটে ফেলে থাকে?

নারদ। (ঈষৎ হাস্য সহকারে) এ—ভ্রম এখনো তোমাদের দূর হয়নি? যাকে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ ক'রেও একগাছি কেশ যার দগ্ধ করাতে পারলে না, তার কি আর বিনাশের ভয় আছে বাসব? একমাত্র ভক্তিভরে হরিনাম করেই প্রহ্লাদ সকল বিপদ হ'তে পরিত্রাণ লাভ করতে পারবে। তাকে আবার যখন দীক্ষা দান ক'রেছি, আর আমাদের এখন কোন ভাবনাই থাকলো না, এখন হ'তে স্বয়ং

শ্রীহরিই তার রক্ষার উপায় করবেন। আসি তবে পুরন্দর! শ্রীহরি! শ্রীহরি!　　　　[প্রস্থান।

অগ্নি। সত্যই সুরনাথ! নারদ যা বল্লেন, আমিও তাই আজ প্রত্যক্ষ করলাম, হরিভক্ত প্রহ্লাদকে স্পর্শ ক'রে আমি যে প্রচণ্ড পাবক, আমিও যেন শীতল তুষার হ'য়ে গেলাম। এমনি হরিভক্তের ভক্তির প্রভাব।

ইন্দ্র। তুমি আজ ধন্য হুতাশন! আমার ইন্দ্রত্বপদ নিয়ে মর্য্যাদা ভঙ্গের ভয়ে, তোমাদের মত গিয়ে যে কোন হরিভক্তকে কখন্ কোলে নেব, সে পন্থাও আমার নাই। কেবল ঐশ্বর্য্যের খেলা খেলেই কাটালাম, পরমার্থের পথে একবারেও যেতে পারলাম না। চিরদিনই এই দেবাসুরের সঙ্ঘর্ষ আর এই অবসাদ—বিষাদ—ক্ষণিক সুখ—অলীক আনন্দ ভোগ করেই কাটতে হ'ল!

পবন। যথার্থই ব'লেছেন সুরনাথ! আমাদের হ'তে আজ বৈশ্বানর সার্থক—ধন্য— কৃতকৃতার্থ। শারীরিক বলগর্ব্বে যতই কেন গর্ব্বিত হই না, যতই কেন অগ্নিকে ব্যঙ্গ করি না, কিন্তু আজ যে শুভসুযোগ হুতাশনের ভাগ্যে সঙ্ঘটন হ'ল, এরূপ সুযোগ আমাদের ভাগ্যে কখনো ঘটবে না।

যম। পাবক! মৃত্যুর অধিপতি ব'লে আমার যে গর্ব্ব ছিল, আজ তোমার সৌভাগ্য দর্শনে সে গর্ব্ব আমার একবারে খর্ব্ব হ'য়ে গেছে। আমি এমনি হতভাগ্য, মৃত্যুকালে যে একবার হরিনাম উচ্চারণ করবে, তার কাছে যাবার অধিকার পর্য্যন্ত আমার নাই। সেখানে বিষ্ণু-দূত গিয়ে উপস্থিত হবে। যত পাপী নারকীর প্রাণের উপরই আমার অধিকার নির্দ্দিষ্ট, কাজেই আর হরিভক্তের স্পর্শে আত্মাকে যে কৃতার্থ করবো, সে উপায়ও আমার নাই।

ইন্দ্র। চল সকলে! রাত্রি অধিক হয়েছে, সভা ভঙ্গ।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—পর্ব্বত-পথ। কাল—প্রভাত।

গীতকণ্ঠে পাহাড়িয়াগণের প্রবেশ।

গান।

মোরা পাহাড়িয়া ষণ্ড।
মোরা মারি ধরি হাতী ভালুক গণ্ডার—গণ্ডা গণ্ডা॥
মোরা ডরাই নাক' কারে,
লড়াই করি সিঙ্গীর সাথে, এঁটে উঠ্‌তে নারে,
(নাচি ধিয়া—ধিয়া—ধিয়া—নাচি ধিয়া—ধিয়া—ধিয়া)
কত বাঘের মুণ্ডু খণ্ড করি, ধ'রে মস্ত খাণ্ডা॥
বড় শক্ত মোদের জান্‌টা,
ম'লি ধ'রে হাতীর কান্‌টা,
(আরে হো—হো—হো, আরে হো—হো—হো)
সব্‌ ভরসা আছে, মোদের অই মা উগ্রচণ্ডা॥

[প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—পর্ব্বতশৃঙ্গ। কাল প্রভাত।

প্রহ্লাদকে লইয়া প্রহরীগণ দাঁড়াইয়াছিল।

প্রহ্লাদ। কি সুন্দর রমণীয় স্থান।
উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গ,
ঊর্দ্ধমুখে যুক্তকরে যেন—
করে সেই হরির সাধনা।
কত তরুলতা,
ফুলে ফলে হ'য়ে সুশোভিত,
পূজিতে সেই বৈকুণ্ঠপতিরে
ফুল ফলে অঞ্জলি পূরিয়া—
অই হের র'য়েছে দাঁড়ায়ে।
পাখীকুল আকুল অন্তরে
মধুর কাকলীতানে,
গায় কিবা হরিগুণগান।
শুনি প্রাণ আনন্দে বিভোর হয়,
ইচ্ছা হয়—মনে,
বসি এই প্রকৃতির কোলে,
নিরখে নিভৃতে ডাকি হরি হরি ব'লে
গাই হরিগুণ-গাথা বিহগের সনে,
নাচি অই শিখীসনে প্রেমানন্দে মাতি।

১ম প্রহরী। কুমার! মহারাজের হুকুম বেশী দেরী ক'র্‌লে আমাদের শির যাবে।

প্রহ্লাদ। প্রহরি! এই প্রকৃতির সুষমা দেখে তোমাদের প্রাণে এক নবীন আনন্দ জেগে উঠ্‌ছে না? ইচ্ছা ক'রছেনা এখানে বসি, এক মনে এক প্রাণে সেই হরিগুণ গান করি?

১ম প্রহরী। কুমার! যে নাম ক'রে আজ এত লাঞ্ছনা ভোগ ক'রছো, সেই নাম নিয়ে প্রাণ হারাতে যাব?

প্রহ্লাদ। হরিনাম নিলে ত প্রাণ হারাতে হয় না, হরি নিজেই এসে তাকে রক্ষা করেন। দেখছো না? আমাকে অগ্নিকুণ্ড মধ্যে কে এসে রক্ষা ক'রলেন?

১ম প্রহরী। ও—কেমন হঠাৎ হ'য়ে গেছে, এই পর্ব্বতচূড়া থেকে ফেলে দিলে যদি বাঁচতে পার, তাহ'লে বুঝবো যে তোমার ওনামের গুণ আছে।

প্রহ্লাদ। দেখ্‌তে পাবে এই উচ্চ গিরিশিখর হ'তে আমাকে ফেলে দিলে, সেই ভক্তের ঠাকুর হরিই এসে আমাকে রক্ষা ক'রবেন। তিনি যে ভক্তের ধন, ভক্তও তাঁর প্রাণধন। ভক্তের তরে তিনি না ক'রতে পারেন এমন কাজই নাই প্রহরি!

গান।

সে যে ভক্তের তরে গোলোক ছেড়ে—
ভূলোকে পুলকে বিহরে।
সে যে ভক্তের অধীন, তাই নাম ভক্তাধীন,
ভক্তের সকল দুঃখ হরে॥
ভক্তি-ডোরে বাঁধলে তারে,
আর কি ভক্তে ছাড়তে পারে,
তাই বলিরে বল হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥

১ম প্রহরী। (স্বগত) মন্দ ত কানে লাগে না, রাজ-বাড়ীতে কত মিষ্টি মিষ্টি গানইত শুনেছি। কিন্তু এমন ধারা মিষ্টি ত সে সব লাগেনা। আর এক মজা দেখ্ছি, এ গান শুন্‌লে প্রাণটা বড় নরম হ'য়ে যায়। এই পর্ব্বত চূড়া হ'তে কুমারকে যে—ফেল্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে না।

প্রহ্লাদ। বল প্রহরি! একবার হরিবোল বল। সব গোল চুকে যাবে, সব ধাঁধা ভেঙ্গে যাবে, সব নেশা টুটে যাবে।

১ম প্রহরী। আচ্ছা কুমার! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে হরিনাম কর, তাতে তোমার কি একটুও ভয় হয় না?

প্রহ্লাদ। তিনি যে অভয় দাতা, তাঁর নাম নিলে কি আর কোন ভয় থাকে?

১ম প্রহরী। একটা কথা হচ্ছে, তুমি রাজপুত্র কি না, তাই তোমার উপর তিনি সদয় হ'য়ে তোমাকে হয় তো রক্ষা ক'রছেন, কিন্তু আমরা গরীব প্রহরী, আমাদের উপর যদি তার দয়া না হয়?

প্রহ্লাদ। ভুল বুঝেছ প্রহরি! রাজপুত্র হ'তেও তার দীনের উপর বেশী দয়া। তাই তার নাম দীনের দয়াল দীনবন্ধু, যারা রাজ্য ঐশ্বর্য্য ভোগ ক'রে, তারা সেই রাজ্য ঐশ্বর্য্যের মায়ায় হরিকে ডাক্‌তে ভুলে যায়, কিন্তু যারা দীন দরিদ্র, তারাই প্রাণখুলে তারে ডাক্‌বার সুযোগ পায়।

১ম প্রহরী। বল্‌ছোত কুমার! শেষে যদি সাম্‌লাতে না পারি?

প্রহ্লাদ। মরবার ভয়ে এত ভীত তোমরা? কেন? ম'রতে ত সবারই একদিন হবেই, তবে আর তার জন্য ভয় ক'রলে চল্‌বে কেন? বরং হরিনাম ক'রে যদি মৃত্যুও হয়, তবে সেই বৈকুণ্ঠে চ'লে যেতে পারবে, আর এখানে আস্‌তে হবে না।

১ম প্রহরী। বল কি কুমার! আমার ছেলে মেয়ে ঘর সংসার ফেলে শেষে বৈকুণ্ঠে না কোথায় বলছো সেখানে গিয়ে থাক্‌তে হবে? থাক্ তবে

আর কাজ নাই বাবা! তোমার মুখে ঐ নামটী ভারি মিষ্টি শোনাচ্ছিল, তাই মনে ক'রেছিলাম একবার ব'লেই দেখি না। কিন্তু তুমি যে ভয় দেখাচ্ছ তাতে আর কাজ নাই আমার ঐ নাম নিয়ে।

প্রহ্লাদ। প্রহরি! তুমি পুত্র-কন্যা ঘর-সংসারের কথা মনে ক'রে হরিনাম নিতে যাচ্ছ না? কিন্তু একবার ভেবে দেখ্‌ছো না যে, কার পুত্র, কার কন্যা, কার বা ঘর, কার বা সংসার? তুমি মনে ক'রছো তোমার, বাস্তবিক দেখ্‌তে গেলে তোমার কিছুই নাই। ঐ যে দেহটা দেখ্‌ছো, যার নাশের জন্য এত ভয় তোমার, ঐ দেহটাই যে তোমার নয়। আগে তুমি কে? তাই ভাব দেখি?

১ম প্রহরী। থাক্ কুমার! তুমি কি আবোল তাবোল বক্‌ছো, ও সব আমি শুন্‌তে চাইনে। তোমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, নইলে ব'লবে কেন যে, ছেলে মেয়ে ঘর সংসার নিজের দেহ এ সব কিছুই আমার নয়।

প্রহ্লাদ। আমার কথা ভাল ক'রে মন দিয়ে শোন, তা হ'লে সব বুঝ্‌তে পারবে।

১ম প্রহরী। না—আমি আর বুঝ্‌তে চাইনে কুমার! তুমি এখন ঠিক্ হ'য়ে দাঁড়াও, একটা ধাক্কা দিয়ে ঐ পাতালে ফেলেদি, তারপর দেখি তোমার দীনবন্ধু এসে কিরূপ বন্ধুতা করে।

প্রহ্লাদ। (করযোড়ে) হরি! দয়াময়! এদের কোন দোষ নাই, এরা তোমার নামের আস্বাদ পায়নি, এরা তোমাকে জানে না, চেনে না। এরা ভৃত্য প্রভুর আদেশ পালন ক'রছে, এদের সরল প্রাণে কোন পাপ নাই, এদের তুমি রক্ষা ক'রো।

১ম প্রহরী। আমাদের জন্য আবার তাকে ডাক্‌ছো কেন? সে হয় তো এসে আমাকে তার বৈকুণ্ঠে নিয়ে যেতে পারে। তুমি তোমার

নিজের দিকে তাকাও, আর ঐ নীচেটার দিকে তাকাও। কোন্ পাতালে প'ড়ে ম'রবে তাই একবার ভাল ক'রে দেখ।

প্রহ্লাদ। আমি ত ব'লেছি যে, আমার প্রাণে কোন ভয় নেই। যদি হরিনাম ক'রতে ক'রতে আজ ম'রতে পারি, তা হ'লে ত আমার মত ভাগ্যবান্ আর কে আছে? আচ্ছা তাই যেন হয় প্রহরি! এস আমি হরিবোল বলি, আর তুমি আমাকে ফেলে দাও।

১ম প্রহরী। তবে বল, জন্মের মত বল।

(প্রহ্লাদ হরিবোল বলিতেছিল, প্রহরী সহসা ধাক্কা দিয়া প্রহ্লাদকে ফেলিয়া দিল)

১ম প্রহরী। ঐ একবারে অতল পাতালে প'ড়লো আর দেখাও যাচ্ছেনা। হরিনাম করাটরা বেরিয়ে গেল।

অন্যের অদৃশ্যভাবে হরি কৃষ্ণরূপে প্রহ্লাদকে কোলে করিয়া উঠিতেছিলেন, প্রহ্লদ চক্ষু মুদিয়া করপুটে গাহিতেছিল।

গান।

হরি, তোমারি দয়া তোমারি কৃপা—
আমি ত কিছু জানি না।
দয়া ক'রে প্রাণ বাঁচালে হে কি অপার তব মহিমা॥
কে তুমি শীতল পরশে তোমার,
সুশীতল হ'ল প্রাণ মন আমার,
দেখা দেও দেখা দেও হে একবার—

তুমি আমান প্রাণের আধার তোমা বই কিছু বুঝিনা।
শুনি তুমি থাক কাছে,
অথবা হৃদয় মাঝে,
তবে কেন চ'খের কাছে তোমায় হেরিতে হরি পাই না॥

১ম প্রহরী। কি রকমটা হ'ল? ছায়াবাজীর মত সুতো ধ'রে পুতুলকে তুলে ওঠায়, এও যে তাই দেখ্‌ছি, কেউ কোথাও নাই অথচ কুমার আস্তে আস্তে পাতাল থেকে শূন্যপথে উপরে উঠে এলো। মহারাজকে বল্লে কি বিশ্বাস ক'রবেন? হায়রে! হয়ত আজ মাথাটাই কাটা যাবে। যাই এখনি এ সংবাদ মহারাজকে দিগে। (অন্য প্রহরীদের প্রতি) এই?—তোরা কুমারকে সঙ্গে ক'রে মহারাজের কাছে নিয়ে আয়। আমি আগেই খবর দিতে চল্লাম।

[প্রস্থান।

২য় প্রহরী। এস কুমার! মহারাজের কাছে যাই।

প্রহ্লাদ। এ স্থানটী ছেড়ে যে যেতে ইচ্ছে ক'রছে না প্রহরি! এমন নির্জ্জন স্থানে ব'সে আমার হরিসাধনা ক'রতে সাধ হ'চ্ছে।

২য় প্রহরী। না—মহারাজের কাছে যেতে হবে—চল।

প্রহ্লাদ। চল তবে।

[প্রহরীগণ সহ প্রস্থান।

—:*:—

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—নগর পথ। কাল—প্রভাত।

গীতকণ্ঠে নাগরিকাগণের প্রবেশ।

গান।

দিদিলো! কি কাণ্ড চমৎকার।
এমন কথা বল্ না কোথা কে শুনেছে আর॥
আমাদের ছোট রাজপুত্তুর,
হরিবলায় বাপের কাছে হ'য়েছে শত্তুর।
আগুন থেকে উঠ্‌লো বাঁচলো—
পুড়লোনা একটা চুললো তার॥
আবার পাহাড় থেকে ফেল্লে পাতালে,
পাতাল থেকে উঠ্‌লো বেঁচে ব'সে কার কোলে,
কোন মন্তরে এমন ক'রে বাঁচছে বল্ না
আমাদের ছোট রাজকুমার॥

[প্রস্থান
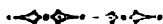
পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রাজসভা। কাল—প্রভাত।

হিরণ্যকশিপু, মন্ত্রী, বিদূষক আসীন। প্রহরী পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল।

হিরণ্য। মন্ত্রি! প্রহ্লাদ সম্বন্ধে সমস্যা ক্রমশঃই যে জটিল হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে।

মন্ত্রী। আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পারছিনে। একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে প'ড়েছি।

বিদূষক। আচ্ছা না হয় মনে করা গেল, যে কোন পত্র রস সর্ব্বাঙ্গে লেপন ক'রে কুমার আগুনের মধ্য থেকে—বেঁচে উঠলো, দ্রব্যগুণে অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাণ্ড হ'য়ে থাকে। কিন্তু অমন উঁচু পাহাড়ের চূড়া থেকে অত নীচেয় ফেলে দিলে, তা থেকে কুমার বাঁচ্‌ল কি ক'রে, আর তৎক্ষণাৎ উপরে উঠে এলোই বা কি ক'রে? আমার ত মনে হয় এ কোন ভৌতিক ব্যাপার না হ'য়ে যায় না।

হিরণ্য। সবই সেই ধূর্ত্ত যাছুকর হরির কাণ্ড। আমি প্রথম দিনেই স্বহস্তে হতভাগ্যকে কেটে ফেল্‌তে চেয়েছিলাম, কেবল তোমাদের

কথায় নিরস্ত থাক্‌লাম। আবার অগ্নিকুণ্ড থেকে বেঁচে উঠলে মহিষী যখন পুত্র ল'য়ে পলায়ন ক'রছিলেন, আমি তখনি সেখানে ছুটে গিয়ে স্বহস্তে হত্যা কর'বো ব'লে শাণিত কৃপাণও উদ্যত ক'রেছিলাম। কিন্তু উন্মাদিনী মহিষীর অতিরিক্ত আর্ত্তনাদে তখনও নিরস্ত হ'লাম। ভাবলাম যে, যদি গুপ্তভাবে মহিষীর অন্তরালে কাজ চুকে যায় উত্তম, কোন গোল যোগ হবেনা। কিন্তু তাও দেখছি হ'চ্ছে না। এখন একবার মাত্র কাছে এনে হতভাগ্যটাকে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বধ করাতে না পারলে হচ্ছে না।

মন্ত্রী। মহারাজ! যে অদৃশ্যশক্তি, হস্তী-পদতলে, অগ্নিমধ্যে, পর্ব্বত হ'তে নিক্ষেপ সময়ে কুমারকে রক্ষা ক'রে আস্‌ছে, সে অদৃশ্যশক্তি যে দৈত্যনাথের সম্মুখে এসে অদৃশ্যভাবে কুমারকে রক্ষা ক'রবে না তাই বা কিসে জানা যাচ্ছে।

নেপথ্যে নিয়তি গাহিল।

গান।

ওরে এখনো কি গেল না ভুল।
এত দেখে এত বুঝে ঠিক্ হ'ল না কোন্‌টা স্থূল॥
ওতো নয়রে যাদু শুধু কেবল যাদুকরের খেলা,
যেজন ত্রিলোক নিয়ে খেল্‌ছে সদা ও সে তারি একটা লীলা,
(তোদের) সে আঁখি বন্ধ, তাইরে অন্ধ,
অন্ধকারে খুঁজে পাসনে মূল॥
হরিবোলা পাখী ও—যে,
আছে সেই নামে ম'জে,
ও যে, মরণ-হরণ মৃত-সঞ্জীবন—
ধ'রে আছে সেই চরণ রাতুল॥

বিদূষক। আর একদিন এইরূপ আকাশ ফুটে গান বেরুয়েছিল দৈত্যনাথ।

হিরণ্য। এ সবই সেই মায়াবীর মায়া, ছায়া বা কায়া দেখ্‌তে পেলে এতক্ষণ ওর অস্তিত্ব মুছে ফেলতাম।

মন্ত্রী। দৈত্যনাথ! শত্রুকে যখন চোখেই দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন তাকে সংহার করবার কোন পন্থাইত দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না।

হিরণ্য। তাতে তুমি কি—ব'লতে চাও মন্ত্রি! প্রহ্লাদকে দণ্ড না দিয়ে পুত্র ব'লে কোলে তুলে নিতে? মন্ত্রি! তুমি হিরণ্যকশিপুকে কিছু মাত্র চিন্তে পারনি। হিরণ্যকশিপুর দৃঢ়তা, হিরণ্যকশিপুর প্রতিজ্ঞা, অত তরলতায় পূর্ণ নয়, হিরণ্যকশিপুর অসীম ধৈর্য্য অত সহজে শিথিল হ'য়ে আসে না। যে, সে তার গন্তব্য পথ হ'তে ফিরে দাঁড়াবে? তোমরা দেখ্‌তে পাবে ঐ এক প্রহ্লাদের নির্য্যাতন দ্বারাই—সেই পরম শত্রু ভ্রাতৃহন্তা হরির দর্প চূর্ণ ক'রবো। আমি আজই প্রহ্লাদকে তীব্রবিষ বিষধর দ্বারা দংশন করিয়ে তার প্রাণনাশ ক'রবো। তারপর স্বর্গ-মর্ত্ত্য রসাতল—বৈকুণ্ঠ তন্ন তন্ন ক'রে সেই হরির সন্ধান ক'রবো। যাও এখনি কোন সাপুড়িয়াকে ভীষণ ভীষণ কালসর্প সহ এখানে আনয়ন কর।

[প্রহরীর প্রস্থান।

বিদূষক। দৈত্যনাথ! শুনেছি যে সেই হরি নাকি অনন্ত সর্পের বিছানা পেতে সাগরের জলে শুয়ে থাকে। তা হ'লে ত সর্পদংশনেও যে কিছু ফল হয়, এমন মনে হচ্ছে না।

হিরণ্য। হিরণ্যকশিপু তোমাদের মত অত অদ্ভুত উপন্যাস বিশ্বাস ক'রে বেড়ায় না—এ কথাটা যেন, তোমাদের বিশেষ ভাবেই মনে থাকে বয়স্য!

বিদূষক। তা কিন্তু হ'তে পারে মহারাজ! উপন্যাসই হবে তবে। সংসারে ত বহু উপন্যাসের গল্প চ'লে আসছে, এও তবে তারই একটা হবে!

হিরণ্য। তোমরা যা শোন, তাই-ই বিশ্বাস কর, সম্ভব—অসম্ভব কিছুই ভেবে দেখ না। আরে—হরি যদি সর্ব্বশক্তিমানই হবে, তা হ'লে আমি যে তার এত নিন্দা ক'রছি, এত কুৎসা রটাচ্ছি, কৈ? সে ত এসে তার সর্ব্বশক্তিমত্তার কোন পরিচয়ই প্রদান করে না? এত নির্লজ্জ সে যে, এ সব নিন্দা শুনেও একটু লজ্জা বোধ করে না। আমার বোধহয় কিছু যাদুবিদ্যা অভ্যাস করা আছে। সেই যাদুবলেই কতগুলি অসম্ভব ব্যাপারের সম্ভব ক'রে দেখায়। এই যে আমি তার সম্বন্ধে নিন্দাবাদ ক'রছি, সেত দেবতা? শুনতে পাচ্ছে? আসুকনা আমার কাছে, দেখি কেমন ক'রে অব্যাহতি পায়?

গীতকণ্ঠে ভাবোন্মত্ত প্রহ্লদের প্রবেশ।

গান।

সে যে প্রেমময় পদ্মপলাশ-লোচন।
তার প্রেমেতে মজে যেজন, থাকেনা তার আর জনম-মরণ॥
তার প্রেমেতে রবিশশী,
কিরণ মাখে দিবানিশি,
তার প্রেমেতে তারার হাসি করি সবে দরশন॥
তার প্রেমেতে বিভোর হ'য়ে
তরঙ্গিনী যায় গো ব'য়ে,
তার প্রেমেতে উধাও হ'য়ে, ধরে তান বিহঙ্গগণ॥

হিরণ্য। (বিরক্ত ভাবে) শুন্‌ছো সকলে? ওরে হতভাগ্য! তোর প্রেমময় হরির যে এত নিন্দা ক'রছি, কৈ? কিছুই ত সে আমার ক'র্‌তে আস্‌ছে না?

প্রহ্লাদ। তিনি যে প্রেমময় বাবা! তাঁর ত কা'র উপর রাগ দ্বেষ নাই, কাউকে ত তিনি শত্রুর চক্ষে দেখেন না? সকলকেই যে তিনি ভালবাসেন?

হিরণ্য। আমি এত নিন্দা করি তবুও আমায় ভালবাসে?

প্রহ্লাদ। হাঁ—বাবা! তবুও তোমাকে ভালবাসেন কিন্তু তুমি তাঁকে ডাকনা ব'লে দুঃখ করেন, তোমার কাছে আস্‌তে পারেন না।

হিরণ্য। বটে! তবে ত মন্দ নয়? শুন্‌ছো সকলে! এটা কিরূপ উন্মত্ত হ'য়েছে?

প্রহ্লাদ। তাঁর প্রেমে উন্মত্ত না হ'লে যে তাঁকে পাওয়া যায় না। সে যে ভালবাসার কাঙ্গাল, প্রেমের ঠাকুর! যে ভালবেসে প্রাণ মন এক ক'রে তাঁর সাধনা ক'রে, ডাকে, সে যে তাকেই দেখা দেয় বাবা!

হিরণ্য। আর যে—ডাকে না?

প্রহ্লাদ। তার জন্যে দুঃখ করেন, বল্লামই ত বাবা! যাতে তাকে সে ডাকে, তার জন্য চেষ্টা করেন, সময়ে সময়ে পিতার মত শাসন ক'রেও শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

হিরণ্য। তবে আমার সহোদর হিরণ্যাক্ষকে বরাহ মূর্ত্তি ধ'রে বধ ক'রলে কেন? ভালবাসলে না এসে?

প্রহ্লাদ। যে নিতান্ত তাঁকে ডাকেনা, আর যার দ্বারা তার সৃষ্টির অনিষ্ট হয়, সময়ে সময়ে তিনি তাঁকে সংসার থেকে সরিয়ে নিয়ে যান।

হিরণ্য। মেরে ফেলার নাম হ'ল তোর সংসার থেকে সরিয়ে নেওয়ারে মূর্খ?

প্রহ্লাদ। কাকে মারবেন তিনি বাবা! কেউত সংসারে মরেনা?

হিরণ্য। আরে হতভাগা! দেহকে পুড়িয়ে ফেলে যে, তবুও মরে না?

প্রহ্লাদ। দেহ ত কিছুই নয় বাবা! এটা ত একটা খোলস্, যে সত্যিকার জীব, যে সুখ দুঃখ বোধ করে, সেই হ'ল জীবাত্মা, জীবাত্মার কখনো বিনাশ হয় না, এক দেহ থেকে আর এক দেহে গিয়ে আশ্রয় ক'রে সবাই তাকেই মৃত্যু বলে বটে, কিন্তু সত্যি সত্যি কেউ মরে না।

হিরণ্য। এ সব অদ্ভুত কথা তুই কোথায় পেলি মূর্খ!

প্রহ্লাদ। তিনিই দয়া ক'রে জ্ঞান বিবেক দিয়েছেন, সেই জ্ঞান বিবেকই এই সব কথা আমায় শিখিয়েছে বাবা! তুমি তাঁকে ডাক, তাঁর ভজনা কর, তোমাকেও তিনি জ্ঞান বিবেক দেবেন, তুমিও জান্‌তে পারবে বাবা!

হিরণ্য। দূরহ—অকালপক্ক! আমাকে উপদেশ দিতে এসেছ? যা এখান থেকে সরে যা, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'য়ে থাক্‌গে, শীঘ্রই তোকে ভীষণ বিষধর সর্প দিয়ে দংশন করাব। দেখি এবার তোর প্রেমময় এসে কিরূপে প্রাণ বাঁচায়?

প্রহ্লাদ। আমি ত বলেছি বাবা! মৃত্যু ব'লে কোন কথা নাই। যদি সর্পদংশনে এ দেহের নাশ হয়, তবে আবার নূতন দেহ আশ্রয় ক'রে হরিসাধনা ক'রবো।

হিরণ্য। তা হ'লে তোর মৃত্যুভয় নাই?

প্রহ্লাদ। আগে ছিল, এখন এক বিন্দুও নাই বাবা!

হিরণ্য। যা—চ'লে যা।　　[প্রহ্লাদের প্রস্থান।

হিরণ্য। (স্বগত) মৃত্যুভীতি নাই প্রহ্লাদের! যার ভয়ে জীবমাত্রই উদ্বিগ্ন কাতর শঙ্কিত হ'য়ে সংসারে বাস ক'রে মৃত্যুর কর হ'তে রক্ষা পাবার

জন্য কত চেষ্টা করে ? আমি ত্রিলোকবিজয়ী হিরণ্যকশিপু, আমিও সেই মৃত্যুর হাত হ'তে রক্ষা পাবার জন্য কঠোর তপস্যা ক'রেছিলাম—সেই মৃত্যুকে একবিন্দুও ভয় করেনা—একথা একটা বালক আজ অবলীলা-ক্রমে ব'লে গেল ! (প্রকাশ্যে) মন্ত্রি ! প্রহ্লাদের মস্তিষ্ক বিকৃতি হ'য়েছে ব'লে বোধ হয় কি ?

মন্ত্রী। দৈত্যনাথ ! কুমার সম্বন্ধে আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। মস্ত একটা প্রহেলিকার মত আমার বোধ হয়।

হিরণ্য। তা হ'লে তোমার মনেও একটা খট্‌কা লেগেছে দেখ্‌ছি।

বিদূষক। আমি ত পূর্ব্বেই আর একদিন ব'লেছিলাম যে, কুমারের মাথাটা যেন খারাপ ব'লে বোধ হ'চ্ছে বৈদ্য ডেকে দেখান।

হিরণ্য। (অন্যমনে) হুঁ ! (স্বগত) ব্যাপারটা যত সহজ মনে করা গিয়েছিল এখন দেখ্‌ছি তা নয়, কে জানে ঐ এক প্রহ্লাদ হ'তেই আমার দর্প অভিমান সব চূর্ণ হ'য়ে যায় কি না ? দেখি সর্পদংশনের ফলাফলটা আগে।

মন্ত্রী। দৈত্যনাথ ! বল্‌তে ভয় পাই, মনে যা বোধ হয়—

হিরণ্য। কি বোধ হয় ?

মন্ত্রী। কুমারের প্রাণবিনাশের চেষ্টা হ'তে যেন নিবৃত্ত হ'লেই ভাল হ'ত।

হিরণ্য। পুরাতন কথা—কেন ?

মন্ত্রী। আমার যেন বোধ হয়, এই প্রহ্লাদের বিনাশ চেষ্টা হ'তে একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘট্‌তে পারে।

হিরণ্য। (একটু অন্যমনস্ক থাকিয়া পুনরায় বলিলেন) হ্যাঁ—কি ব'লছিলে একটা দুর্ঘটনা ঘট্‌তে পারে এই ত ?

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ !

হিরণ্য। (আবার কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) কি দুর্ঘটনা ঘট্‌তে পারে? আমার মৃত্যু?

মন্ত্রী। সে কথা ঠিক্ ব'ল্‌তে পারছিনে মহারাজ!

হিরণ্য। না—তোমরাও দেখ্‌ছি প্রহ্লাদের পাগলামিকেই যথার্থ সত্য ব'লে গ্রহণ ক'রতে আরম্ভ ক'রলে! আশ্চর্য্য কিন্তু! হিরণ্যকশিপুর মন্ত্রী আজ দৈবে বিশ্বাসী?

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ! সত্যকথা যদি শোনেন, তবে তাই যেন হ'য়েছি, কোনও দিন ত দৈব-বিশ্বাসী ছিলাম না দৈত্যনাথ! কিন্তু কেন এরূপ অদৃষ্ট দৈবে বিশ্বাস আস্‌ছে, কিছুই বুঝ্‌তে পারছিনে।

হিরণ্য। (অন্যমনস্ক থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন) হাঁ—হাঁ—দৈব আছে, অদৃষ্ট আছে, বিশ্বাস ক'রতাম না এখন বিশ্বাস করি!—(তৎক্ষণাৎ জিব কাটিয়া লজ্জিতভাবে) কি ব'লে ফেলেছি মন্ত্রি! আরে ছিঃ! ছিঃ! হিরণ্যকশিপু একমাত্র পুরুষকার ভিন্ন কখনো দৈবে বিশ্বাস করেনা। তবে সহসা মুখ দিয়ে এরূপ কথা বেরুল কেন? আমি ত ইচ্ছা ক'রে একথা বলি নাই। তবে আবার কার ইচ্ছাক্রমে আমার জিহ্বা ঐরূপ কথা ব'লে ফেল্লে?—এক আমি ভিন্ন কি আমার জিহ্বার উপরে আর কারো অধিকার থাক্‌তে পারে? তাও কি সম্ভব মন্ত্রী?

মন্ত্রী। এতদিন ত সম্ভব ব'লে মনে হয়নি মহারাজ! কিন্তু—

হিরণ্য। আবার কিন্তু কি?

মন্ত্রী। এখন যেন সে বিশ্বাস ভেঙ্গে যাচ্ছে মহারাজ!

হিরণ্য। তুমি আরো একবার এই কথা ব'লেছিলে মন্ত্রী! তাহ'লে তুমি কি ব'ল্‌তে চাও? যে আমার উপর আর কেউ কর্ত্তা আছে? যে আমার রসনার উপর কর্ত্তৃত্ব চালাতে পারে?

মন্ত্রী। তা—নতুবা—মহারাজের রসনা দিয়ে আজ হঠাৎ ওরূপ কথা নির্গত হ'ল কিরূপে ?

হিরণ্য। আচ্ছা—বাধ একটু ভেবে দেখি। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) হাঁ—মন্ত্রী! নিশ্চয়ই দৈব আছে। নিশ্চয়ই আমার উপর কেউ কর্ত্তা আছে। (পুনঃ জিব্ কাটিয়া লজ্জিত হইয়া) এই দেখ মন্ত্রি! আবার সেই কথা ব'লে ফেলেছি। আমার ত ইচ্ছা ছিলনা মন্ত্রি! যে—এই কথা বলি ?—তবে কে বলাচ্ছে ? কে আজ সহসা এসে আমার উপর আধিপত্য ক'রতে ব'সল ? কে আজ এসে আমার পুরুষকারকে পদদলিত ক'রে দৈবকে সেখানে এনে প্রতিষ্ঠিত ক'রলে ?—বুঝ্‌তে পারছিনে মন্ত্রি! কোন্ আকস্মিক শক্তি এসে আমার শক্তিকে পঙ্গু ক'রে দিচ্ছে ? যাই মন্ত্রী ? আমার আর চিত্তের অবস্থা ভাল নাই।

[নীরবে প্রস্থান করিলেন।

বিদূষক। মন্ত্রী মশায়! ব্যাপার যে গুরুতর!

মন্ত্রী। তাই দেখ্‌ছি।

বিদূষক। এ যে ভূতের মুখে রাম নাম বেরুতে লাগল ? গতিক ত ভাল ব'লে বোধ হ'চ্ছেনা। প্রহ্লাদের ঘাড়ে যিনি এসে আবির্ভাব হ'য়েছেন—তিনিই কি শেষটা মহারাজের স্কন্ধে চেপে বসলেন নাকি ?—

মন্ত্রী। উপহাসের বিষয় নয়—বিদূষক মহাশয়! বড়ই চিন্তার বিষয় হ'য়ে দাঁড়াল কিন্তু।

বিদূষক। আশঙ্কা হ'চ্ছে মহারাজের মুখে সেই হরিনাম শুনে না বসি।

মন্ত্রী। চলুন—দেখি গে, মহারাজ—কোথায় কি ভাবে অবস্থিতি করছেন।

বিদূষক। চল যাই। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রাজবাটী প্রাঙ্গণ।   কাল—প্রভাত।

গীতকণ্ঠে সাপুড়িয়া ও সাপুড়িয়াণীর প্রবেশ।

গান।

উভয়ে।

এনেছি নয়া নয়া সাপ্
দেখ্‌লে পরে প্রাণের মাঝে লাগ্‌বে বিষম কাঁপ্॥
এক ছোবলে কাম্ সারবে,
রুগী ভূঁয়ে ঢ'লে পড়বে,
রোজার বাপের সাধ্যি নাই যে বিষ নামিয়ে দেয়,
এ সব খাঁটি কাল্‌সাপ্ নাই মিছে বাদ—
ব'লে দিচ্ছি সাফ্॥
পাহাড় খুঁড়ে সাপ্ ধ'রেছি,
রাজ বাড়ীতে তাই এনেছি,
এই ঝাঁপিভরা সাপের ভরা একটা আধ্‌টা নয়;
ফণা তুলে গর্জ্জে উঠ্‌লে পালাবে গো দিয়ে সবাই লাফ্॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—গৃহপ্রাঙ্গণ।   কাল—প্রভাত।

ষণ্ড ও অমার্কের প্রবেশ।

অমার্ক। দাদা! ছোঁড়াটা এইবারই বুঝি গেল?

ষণ্ড। তুমি ত প্রতিবারই এসে এসে বল যে, এইবারই বুঝি গেল! কিন্তু কোন বারই ত যেতে দেখ্‌লাম না? আমার বোধ হয়—ওটা যমেরও অরুচি। নতুবা—অমন আগুনের মধ্যে ফেলে দিলে তখন কে-না ভেবেছিল, যে, পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে। কিন্তু দেখ্‌তে ত পেলে, যে একগাছি—চুল পর্য্যন্ত পুড়লো না। তারপর অমন পাহাড় থেকে ফেলে দিলে, ভাবলাম যে, আপদটার হাড়গোড়—ভেঙ্গে বুঝি গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে গেল! ওমা! তারপর দেখি যে সোনার চাঁদ এসে হাজির।

অমার্ক। এবার আর ফিরতে হ'চ্ছে না। এবারে সাপের মুখে পড়েছেন যাদু! একটী ছোবলেই ঢ'লে পড়তে হবে। সে সব কি সাপ! বাপরে! এক একটী সাপ না এক একটী কালান্তক যম। ছুঁলে আর কথাটী থাক্‌বেনা।

ষণ্ড। গেলে ত আপদ্ চুকে যেতো, কিন্তু তা যায় কৈ?

অমার্ক। আচ্ছা কি ক'রে বেঁচে ওঠে দাদা! কোন মন্ত্রতন্ত্র জানে না—কি?

ষণ্ড। আরে না—না, যার নাম ক'রে পড়ে আছে সেই এসে বাঁচিয়ে দেয়। সেই হরি শুনেছি ভারি যাদুবিদ্যা জানে। ভারি মায়াবী, ভারি ধূর্ত্ত। তারে কেউ চ'খে দেখ্‌তে পায় না, বাতাসের সঙ্গে মিশে থাকে। দেখ্‌তে পেলে মহারাজের হাতে কি আর অব্যাহতি ছিল?

অমার্ক। তা হ'লে ত মুস্কিলকাণ্ড দেখ্‌ছি। আর নাই যদি মরে, তা হ'লেই বা আমাদের আর ভয় কি এখন! আর ত আমরা তাকে এখন পড়াই না?

ষণ্ড। না পড়ালে কি হয়? দৈত্যপতির ধারণাই হ'চ্ছে যে, যদি গোড়া থেকে ঐ নাম আমরা ছাড়াতে চেষ্টা ক'রতাম, তা হ'লে আর প্রহ্লাদ এমন ধারা হ'য়ে উঠতো না। দেখ্‌তে পাওনা মাঝে মাঝে আমাদের দু'ভেয়ের নাম ক'রে ভয়ানক রেগে ওঠেন! শুন্‌তে পাই যদি ছোঁড়াটা কিছুতেই না মরে, তা হ'লে আর আমাদের দু'ভাইকে জ্যান্ত রাখ্‌বে না।

অমার্ক। এঁ্যা? বল কি দাদা! তুমি এ কথা আবার কোথায় শুন্‌লে?

ষণ্ড। বিদূষক ঠাকুরের মুখে শুন্‌ছিলাম।

অমার্ক। তা হ'লেই ত সেরেছে দাদা! আমি ত মনে ক'রেছি যে, আমাদের কথা আর মহারাজের মনে নাই। আমরা এ যাত্রার মত বেঁচে গেছি।

ষণ্ড। ওরে দানবে-রাগ, ওকি ভুলে যায় কখনো?

অমার্ক। তা হ'লে উপায়? তুমি যা ব'লেছ, ওটা যমের অরুচি। ওটার মরণ নেই, মরবে না।

ষণ্ড। উপায় ঐ এক দৈত্যের হাতে মৃত্যু বই ত কিছু দেখ্‌তে পাইনে।

অমার্ক । বল কি ? তুমি যে আজই আমাকে অর্দ্ধেক মেরে রাখ্‌লে দাদা ! একবার রাজবাড়ী মুখে যাই দাদা ! দেখিগে আজ সাপের হাতে কি গিয়ে দাঁড়াল । তারপর যা বুঝি তাই করা যাবে ।

ষণ্ড । চল যাই ! গোপনে গোপনে গিয়ে দেখে আসি ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—অন্তঃপুর । কাল—প্রভাত

উন্মাদিনীপ্রায়া কয়াধুর প্রবেশ ।

কয়াধু । কার সাধ্য—
কয়াধুর কোল থেকে
কেড়ে নিতে পারে রে প্রহ্লাদে ?
রাখিয়াছি—
বক্ষঃ-রত্নে বক্ষেতে লুকায়ে ।
আমি যে জননী তার,
পুত্র সে যে মোর ।
কালসাপ-মুখে—

পারি কিরে দিতে ডালি তায় ?
হরিবোলা পাখীর ছানাটী,
রাখিয়াছি কত যত্নে পিঞ্জরে পুরিয়ে।
তারে কিরে পারি আমি—
দিতে ডালি কাল্‌সর্প-মুখে ?
নিয়ে যাবে ? নিয়ে যাবে কেড়ে ?
কে ?—কে ? মহারাজ ?
না—না—না—
কখন না পারিবে লইতে ?
আমি রাণী—
আমি যে দানবী,
প্রলয়ের বিদ্যুৎ-রূপিণী,
ভীষণা দানবী আমি।
শত রাজা আসে যদি—
তথাপি না পারিবে লইতে।

সহসা উদ্‌ভ্রান্ত হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ।

হিরণ্য। (প্রবেশপথ হইতে বলিতে বলিতে)
রাণি ! রাণি !
অদ্ভুত ঘটনা,
দেখে নাই শোনে নাই কেহ কোনদিন।
ভীষণ ভুজঙ্গ-মুখে ফেলিলে প্রহ্লাদে,
না করিল দংশন তাহারে,
হরিনাম শুনি,

উচ্চ ফণা নত করি—
প্রহ্লাদের পদতলে রহিল লুটায়ে।
এ-কি চমৎকার দৃশ্য,
দেখিলাম স্বচক্ষে চাহিয়ে।
মরে নাই—মরে নাই পুত্র তব,
পারি নাই মারিতে প্রহ্লাদে।
সর্প করে বাঁচিয়াছে প্রহ্লাদ তোমার।
যাও রাণি!
কোলে করি পুত্রে তব,
পুত্র মুখ করগে চুম্বন।
আমি পিতা—
দস্যু সম—
নিয়ত ক'রেছি চেষ্টা বধিতে তাহারে।
না আসিবে আমার সকাশে।
লোক লজ্জা ভয়ে—
না পারি কোলে নিতে আপন কুমারে।
কিবা মনস্তাপ বল দেখি মোর ?

কয়াধু। এসেছ জহ্লাদ রাজা!
প্রহ্লাদেরে করি বলিদান,
আনিয়াছ পূর্ণ করি রুধিরে অঞ্জলি।
থাক দূরে, এসনা নিকটে মোর।

হিরণ্য। এঁ্যা ? সত্যই কি তাই রাণি!
স্বহস্তে দিয়াছি বলি পুত্রেরে তোমার ?
ছিন্ন শির হ'তে—

অজস্র রুধির স্রোত বহিছে কি রাণি ?
ছিন্ন কণ্ঠে ভুঁয়ে পড়ি—
করিছে কি হরি হরি ধ্বনি ?
অই—বজ্রধ্বনি,
একসঙ্গে শত বজ্রধ্বনি,
করে বজ্রপাণি বুঝি আমারে বধিতে ?
(হাসিয়া) না—না—আমি যে অমর রাণি !
কার সাধ্য বধিবে আমারে ?
কিন্তু রাণি !
তবু কেন মৃত্যু-ভীতি মোর ?
তবু কেন মৃত্যু বিভীষিকা—
নিয়ত ছায়ার ন্যায় ফেরে পাছে পাছে।

কয়াধু। দাও রাজা !
পুত্র মোর কোলে।
কোথায় রেখেছ মোর প্রহ্লাদে লুকায়ে ?
এনে দাও এনে দাও মোরে,
ব'ক্ষে করি জুড়াইব প্রাণ।
শুনিব সে হরিনাম গাথা !
হরিবোলা পাখী যে আমার।
মধু ঢালে—সুধা ঢালে শ্রবণে আমার।
বড় মিষ্ট বড় মিষ্ট শুনি।

হিরণ্য। কি ? কি ? রাণি !
বড় মিষ্ট শোন হরিনাম ?
আমার মহিষী হ'য়ে—

আমার নিষিদ্ধ সেই শত্রু হরিনাম,
বড় মিষ্ট শোন তুমি ?
নাহি হ'ল ভীতি তব ?
স্পষ্টভাবে কহিছ আমায় ?
জান আমি হিরণ্যকশিপু ।
জান আমি—যে নাম ছাড়াতে,
প্রহ্লাদের প্রাণনাশে হ'য়েছি উদ্যত,
সেই অতি স্পষ্ট অতি উচ্চ ভাবে,
কহিতেছ আমারি সকাশে ?

কয়াধু। লব সেই নাম রাজা !
প্রহ্লাদের সনে—
একসঙ্গে মাতাপুত্রে আজি—
গাব হরিনাম, কব হরিনাম,
বাহুতুলে হরি ব'লে নাচিব উভয়ে ।

হিরণ্য। (সহসা অসি উদ্যত করিয়া)
সাবধান রাণি !
এখনি ছেদিব শির ।

সহসা গীতকণ্ঠে ভাবোন্মত্ত প্রহ্লাদের প্রবেশ।

গান।

কহ হরিনাম, কর হরিনাম—
হরিনাম বিনে গতি নাই আর ।
হরিনাম সুধা পানে যাবে ক্ষুধা—
আসা যাওয়া পিতা ফুরাবে তোমার ।

মোক্ষ দাতা হরি দেবে মোক্ষধাম,
পূর্ণ হবে পিতা সর্ব্ব মনস্কাম,
কর নিষ্কাম সাধনা, নিষ্কাম ভজনা ;
আত্মাময় হের জগৎ সংসার ॥
অনিত্য এ দেহ অনিত্য সংসার,
দারা পুত্র কন্যা কেহ নহে কার,
সেই সারাৎসার সেই পরাৎপর—
কররে জীবনে তারে শুধু সার ॥

হিরণ্য। এখনি ঠিক্ করছি।—

[প্রহ্লাদকে লইয়া বেগে প্রস্থান।

কয়াধু। কেড়ে নিলে রাজা ?
আচ্ছা, আচ্ছা, দেখিব তোমারে।
এই দীপ্ত অসি—
দানবীর করে আজি—
পতি-রক্তে হইবে রঞ্জিত।
তিষ্ঠ—তিষ্ঠ দৈত্যনাথ !
উল্কামুখী দানবী কয়াধু—
ছুটিয়ে চলিল আজি উল্কাপিণ্ড সম।

[বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—বৈকুণ্ঠধাম। কাল—প্রভাত।

নারায়ণ ও লক্ষ্মীর প্রবেশ।

গান।

লক্ষ্মী।

তুমি পাষাণ হৃদয় চিরদিন,
নতুবা কি ভক্তের কেঁদে যায় দিন॥
কেন বলে তোমায় দয়াময়,
তুমি যে গো নিরদয়,
(দয়া নাইকো তোমার)
(কেন দয়াল বলে ডাকে তোমায়)
(তুমি) নিঠুর কপট শঠ
তুমি দেখনা যে দীন-হীনে॥

নারা। দেখ্‌লে লক্ষ্মি! তোমার ত একেবারেই তর সয়না। চঞ্চলা কি সাধে বলে?

লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর কেন যে তর সয়না, সে তুমি পাষাণ-শিলা হ'য়ে বুঝ্‌তে পারবে না।

নারা। পাষাণে প্রবাহ ধারা থাকে কি না তাও ত সবাই দেখ্‌ছে।

লক্ষ্মী। দেখ্‌ছে বটে! তবে সে পাষাণকে খুঁড়ে খুঁড়ে বহুকষ্টে প্রবাহ বেরুতে থাকে। তাতে যে ঐ পাষাণ খুঁড়ে জল বার ক'রে সেই জানে সে—কতদূর হয়রাণ হয়েছে। তার সে অতকষ্টে পাষাণ থেকে

প্রবাহ বার করায় যে বেগ পেতে হয়, তাতে প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি ক'রতে থাকে।

নারা। সেরূপ ত্রাহি ত্রাহি না ক'রলে কি শেষে সেই পূর্ণানন্দ পাওয়া যায় লক্ষ্মি! তৃষ্ণা যত প্রবল হবে জলপানেও তত তৃপ্তি তত শান্তি পাবে, অতিশয় সুখের পূর্ব্বে যদি অতিশয় দুঃখ ভোগ না করা যায়—তাহ'লে সে সুখ - সুখ ব'লেই বোধ হয় না।

লক্ষ্মী। তাই ব'লে অতটা? আহা! ভাব ত দেখি, প্রহ্লাদ একে রাজপুত্র, তাতে নিতান্ত শিশু। কষ্ট কাকে ব'লে সে কোনদিন জানেওনি, সে কিনা তোমাকে পাবার জন্য ঐরূপ দুর্দ্দান্ত পিতার তাড়না, তারপর পিতৃ-আদেশে হস্তীপদতলে, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে, পর্ব্বত হ'তে নিক্ষেপ কালে, তারপর সর্প হস্তে—কি কষ্টই না পেয়েছে? তারপর আবার ব্রাহ্মণ দ্বারা অভিচার ক্রিয়া ক'রে তার বিনাশের চেষ্টাও হ'য়েছে।

নারা। লক্ষ্মি! আমাকে কিছু শোনাতেই হবে, এই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তবে সে পৃথক্ কথা! নতুবা তুমি কিন্তু বড় ভুল ক'রে ফেলছো।

লক্ষ্মী। কেন? কিসে?

নারা। এই যে "হস্তীপদতলে, অগ্নি মধ্যে" ইত্যাদি যে সব কষ্টের কথা প্রহ্লাদ সম্বন্ধে বল্লে।

লক্ষ্মী। সে কি মিথ্যাকথা? হস্তীপদতলে প্রহ্লাদকে ফেলেনি?

নারা। হাঁ—ফেলেছিল, তাতে প্রহ্লাদ কিছুমাত্রই কষ্ট ত পায় নি। সেই দুরন্ত মদ-মত্ত-বারণ যে তার মুখে হরিনাম শুনেই তাকে পদদলিত না ক'রে তৎক্ষণাৎই তাকে শুণ্ড দ্বারা অনায়াসে উত্তোলন ক'রে নিজ মস্তকে রক্ষা ক'রেছিল। দর্শকবৃন্দ তখন নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়েছিল। হিরণ্যকশিপুর প্রাণে মুহূর্ত্তের জন্য একটা কম্পন দেখা দিয়েছিল। সেরূপ

কম্পন, হিরণ্যকশিপুর জীবনে সেই সর্ব্ব-প্রথম। অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের কথা বল্‌বে? তাতেও ত প্রহ্লাদের কোন অগ্নিতাপ সইতে হয় নি। অগ্নি নিজেই তখন শীতলমূর্ত্তি ধারণ ক'রে প্রহ্লাদকে ব'ক্ষে ক'রে অগ্নি হ'তে বাহির হ'য়েছিল। পর্ব্বত হ'তে নিক্ষেপ কালে আমি নিজেই গিয়ে প্রহ্লাদকে কোলে নিয়েছিলাম। সর্পের মুখে ফেলবার কথা ব'লবে, সর্পও ত নত হ'য়ে প্রহ্লাদের পায়ের তলে প'ড়েছিল। তবে বল দেখি লক্ষ্মি! প্রহ্লাদ কোন বিষয়ে ভীষণ কষ্ট অনুভব ক'রেছে?

লক্ষ্মী। তবে যদি প্রহ্লাদ কোন কষ্টই না পেয়ে থাকে, তাহ'লে ত—প্রহ্লাদ পূর্ণানন্দ লাভ ক'রতে পাবেনা। কেননা একটু আগে তুমিই বল্লে—যে, দুঃখ না পেলে সুখের মুখ কেউ দেখ্‌তে পায় না।

নারা। হাঁ—লক্ষ্মি! ঠিক্‌ই ব'লেছি। কিন্তু প্রহ্লাদ এ সমস্ত ব্যাপারে শারীরিক ক্লেশ না পেলেও, অন্যরূপে আন্তরিক কষ্ট অনুভব ক'রেছে।

লক্ষ্মী। কিসে?

নারা। তার পিতা হিরণ্যকশিপু যে এইরূপ হরিবিদ্বেষী হ'য়ে, সংসারে নানারূপ পাপ অনুষ্ঠান ক'রছে—তার জন্য প্রহ্লাদ বড়ই প্রাণে ব্যথা পাচ্ছে। এবং যারা তাকে এই সব শাস্তি দিবার জন্য চেষ্টা ক'রেছে বা ক'রছে, তাদের পাপের জন্যও প্রহ্লাদ হৃদয়ে দারুণ ক্লেশ অনুভব ক'রছে। লক্ষ্মি! প্রহ্লাদ ত শুধু নিজের মুক্তি চায় না, সে চায় সংসারের সকলেই হরিনাম ক'রে মুক্তিলাভ করুক। সর্ব্বজীবে প্রহ্লাদের এখন সমজ্ঞান উপস্থিত। "সমত্ব মারাধনমচ্যুতস্য," এই কথাই সার ভেবে সেই পথে চল্‌তে আরম্ভ করেছে। কারো উপর রাগ দ্বেষ হিংসা তার এখন নাই। তাকে যে হত্যা ক'রতে যায়, তার জন্য সে আমার কাছে উদ্দেশে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমন জ্ঞানী ভক্ত আর কোথাও দেখা

যায় না। দৈত্য-গৃহে যে এমন অমূল্যরত্ন জন্মাবে একথা কেউ মনে করে নাই লক্ষ্মি !

লক্ষ্মী। কবে যে প্রহ্লাদকে গিয়ে একবার কোলে ক'রবো, তাই ভাবছি নারায়ণ ! হিরণ্যকশিপুর উদ্ধারের আর কতদিন বাকী প্রভু !

নারা। আর বেশী দিন নাই লক্ষ্মি !

লক্ষ্মী। এখনও কি প্রহ্লাদকে নাশ করবার জন্য হিরণ্যকশিপু আরো কোন উপায় স্থির ক'রেছে নাকি ?

নারা। হাঁ—লক্ষ্মি ! এইবার বুকে পাষাণ বেঁধে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ ক'রবে। তারই আয়োজন হ'চ্ছে।

লক্ষ্মী। এবারও ত তুমি রক্ষা ক'রতে যাবে ?

নারা। না—এবার সেখানে বরুণ আছে।

লক্ষ্মী। মূর্খের এখনো ভ্রম দূর হ'বে না ?

নারা। এখন সে একরূপ বিকৃত মস্তিষ্ক। মৃত্যুর দিন নিকটে এসেছে তাই নানারূপ বিভীষিকা দর্শন ক'রছে। চল লক্ষ্মি ! শূন্য হ'তে প্রহ্লাদের সমুদ্রে পতন ব্যাপার দর্শন করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—অন্তঃপুর।   কাল—সন্ধ্যা।

উদ্‌ভ্রান্ত হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ।

হিরণ্য। মরেনি—মরেনি প্রহ্লাদ এবারো মরেনি।
অতল জলধিজলে বেঁচেছে প্রহ্লাদ।
কে বাঁচায় এসে?
কেন বা বাঁচায়?
বার বার বালকের কাছে—
অপদস্থ কে ক'রে আমায়!
চিনিতে না পারি,
দেখিতে না পারি,
বুঝিতে না পারি
কেবা করে হেন কার্য্য অলক্ষ্যে রহিয়া!

নেপথ্যে নিয়তি গাহিল।

গান।

তারে চিনিতে বুঝিতে মূর্খ সাধ্য কিরে তোর।
মোহ-মদে আছ মেতে সদা নেশাতে হ'য়ে বিভোর।
তারে দেখ্‌বার চক্ষু কোথা পাবি বল,
তাই, অন্ধ হ'য়ে সন্ধ নিয়ে ঘুরছিস্‌রে কেবল,
ও জারি জুরি খাটবেনা আর ভাঙ্‌বে সেথা সকল জোর।

আর দেরী নাই সময় এসেছে,
কাল শমন এসে শিয়রে তোর দাঁড়িয়ে র'য়েছে,
এবার ঘোর আঁধার তোর ঘনিয়ে আস্‌ছে কাটবে না সে মহাঘোর।

হিরণ্য। কি গেল বলিয়ে মোরে অশরীরী ভাষা!
মৃত্যু মোর শিয়রে দাঁড়ায়ে।
(তবে) কৈ—মৃত্যু!
কোথা তুই—আয় কাছে,
দেখি তোর কত দুঃসাহস।
মৃত্যুজয়ী হিরণ্যকশিপু আমি,
মৃত্যু! তোর মৃত্যু মোর করে।
কিন্তু—কিন্তু ওকি পশে শ্রবণে সহসা!
মহারোলে প্রলয়-কল্লোল,
কোথা হ'তে ভেসে আসে আজ?
ভীষণ ভীষণ ধ্বনি!
কোটী কোটী বজ্রধ্বনি একসঙ্গে শুনি!
স্তব্ধ বিশ্ব, শ্বাসহীন গতিহীন হ'য়ে
যাইতেছে রসাতলে ডুবে,
অই—অই ভীষণ—ভীষণ দৃশ্য,
অগনন—উল্কাপিণ্ড ছোটে,
বিশ্বগ্রন্থি টোটে,
রবি শশী নিভে গেল সব,
অন্ধকার—অন্ধকার—
সূচীভেদ্য অন্ধকারে ছাইল ব্রহ্মাণ্ড।
তার মধ্য হ'তে—

অই—অই কি ভীষণ মূর্ত্তি ধেয়ে আসে।
অর্দ্ধ-নর—অর্দ্ধ-সিংহ
বিকট বদন অই করিছে ব্যাদন,
গেল—গেল জগৎ ব্রহ্মাণ্ড—
গেল অই বদন-গহ্বরে।
কে তুই! কে তুই বল্?
তুই কিরে হরি?
ব'ধেছিলি হিরণ্যাক্ষে বরাহ-মূর্ত্তিতে।
পুনঃ এই অর্দ্ধ-নর—অর্দ্ধ-সিংহরূপে—
আসিলি কি বধিতে আমারে?
তবে দাঁড়া দাঁড়া হরি তুই,
সহ্য কর এই অস্ত্রাঘাত।

(শূন্যে অস্ত্রাঘাত করণ)

(সবিস্ময়ে) কৈ? কোথা? গেল সব মিশি!
কোথা বা সে অন্ধকার?
কোথা বা সে নর-সিংহরূপ?
কোথা বা সে বিকট বদন!
কেবা রচে ইন্দ্রজাল—চক্ষের উপরে!
কোন্ যাদুকর, যাদুবিদ্যা করে প্রদর্শন।
(সহসা চমকিত হইয়া)
অই—অই—আবার—আবার,
কোটী বজ্র একসঙ্গে উঠিল গর্জ্জিয়ে,
ফেটে গেল ব্রহ্মাণ্ড কটাহ।
আবার—আবার সেই অনন্ত আঁধারে,

আবার—আবার সেই বিকট মূরতি,
মৃত্যুশূল ল'য়ে ক'রে ধেয়ে আসে অই।
পরিত্রাহি—পরত্রাহি,
কোথা যাই কোথায় পালাই,
যেই দিকে চাই—
সেই দিকে অই মূর্ত্তি হেরি।
না—না—পারিনা অই ভীমমূর্ত্তি দেখিতে নয়নে।
জ্বলন্ত-অনল-শিখা চারদিক হ'তে—
ঘিরিল বেড়িল মোরে—
রক্ষা নাই—রক্ষা নাই আর।

[বেগে প্রস্থান।

·:*:——

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—রাজসভা।　　কাল—প্রভাত।

মন্ত্রী বিদূষক প্রভৃতি আসীন।

বিদূষক। শুন্‌লাম একবারেই উন্মাদ, সারারাত্রি নাকি কি এক বিভীষিকা দেখেছেন, আর ভয়ে আতঙ্কে বিকট চীৎকার ক'রে উঠেছেন।

মন্ত্রী। হাঁ। এখনো সেই ভাবেই চল্‌ছে। ঘটনা যেরূপ জটিল

হ'য়ে দাঁড়াল, তাতে যে কি উপায় করা যাবে বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছিনে।

বিদূষক। এসব কাণ্ড কি ব'লে মনে হয়? ভৌতিককাণ্ড ব'লে বিশ্বাস কর কি?

মন্ত্রী। আমার যা বিশ্বাস, আমার যা ধারণা সে কথা শুন্‌লে এ দৈত্যপুরে সকলেই উপহাস ক'রবে।

বিদূষক। তোমার বিশ্বাস বোধ হয়—সেই হরি নিজেই এসে এইরূপ বিভীষিকা দেখাচ্ছে!

মন্ত্রী। শুধু বিভীষিকা দেখান নয়, আমার ধারণা যে তার হাতেই বুঝি—(সহসা চীৎকার শুনিয়া চুপ করিল)

উদ্‌ভ্রান্ত হিরণ্যকশিপু প্রবেশ করিল।

হিরণ্য। (নেপথ্য হইতে বলিতে বলিতে)

অই আসে—অই আসে,
কোথায় পালাই!
ত্রিভুবনে হেন স্থান আছে কি কোথায়?
পারে মোরে রাখিতে লুকায়ে!
কি ভীষণ মূর্ত্তি অই—ধরি মৃত্যুশূল—
র'য়েছে দাঁড়ায়ে মোর চক্ষের উপরে।
ছোটে কালানল চক্ষুদ্বয় হ'তে,
অঙ্গজ্যোতিঃ—
অগ্নিশিখা সম ঘিরিয়ে পোড়ায় মোরে।
ওহো—হো জ্বলে গেল—জ্বলে গেল,
কে আছে কোথায় রক্ষা কর মোরে।

(পড়িয়া যাইতেছিল তৎক্ষণাৎ মন্ত্রী ও বিদূষক ধরিয়া ফেলিল)

মন্ত্রী। মহারাজ! ভয় নাই—এটা রাজসভা।

হিরণ্য। (চক্ষুমর্দ্দন করিয়া চাহিয়া দেখিয়া) তাই ত বটে—আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মস্ত একটা স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম মন্ত্রি! কিন্তু—আমি চেঁচিয়ে উঠি নাই ত মন্ত্রি!

মন্ত্রী। সিংহাসনে বসুন দৈত্যনাথ!

হিরণ্য। আর একটা স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম, বড় আশ্চর্য্য সেটা মন্ত্রি! প্রহ্লাদ যেন আমার দু'টী পায়ে ধরে মিনতি ক'রে ব'লছে যে, "বাবা! আমাকে ক্ষমা কর, আমি আর হরিনাম কখনই মুখে আন্‌বোনা"। বোধ হয়—এতদিনে প্রহ্লাদের জ্ঞান হ'য়েছে।—কি বল মন্ত্রি!—নিতান্ত বালক কিনা? অহো কত কষ্ট দিয়েছি প্রহ্লাদকে। একবার ডাকাও মন্ত্রী প্রহ্লাদকে, তাকে একবার কোলে ক'রবো। মিষ্টবাক্যে ক্ষমা চেয়ে নেব। বড় নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছি কিন্তু।

মন্ত্রী। প্রহরি! এখনি ছোট রাজকুমারকে এখানে নিয়ে এস—

[প্রহরীর প্রস্থান।

হিরণ্য। ব'লে দেও মন্ত্রি! কিছু যেন তাকে না বলে, খুব আদর করে যেন নিয়ে আসে। আহা-হা! নিতান্ত শিশু, নিতান্ত শিশু! ক্ষুদ্র শিশুকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, অনেক নিষ্ঠুর পীড়ন ক'রেছি। পিতা আমি পুত্র—সে আমার, একটুও সে সম্বন্ধ রাখিনি তার সাথে। আহা! নিয়ে আসুক, নিয়ে আসুক, আজ তাকে বুকে করে—পিতৃস্নেহ অজস্রধারায় ঢেলে দেব।

প্রহরীসহ গীতকণ্ঠে প্রহ্লাদের প্রবেশ।

গান।

এস হে এস প্রাণময় প্রেমময় হরি।
আমি তোমারি বিরহ সহিতে নারি॥

এস হৃদয় মাঝারে হৃদয়ের ধন,
রেখেছি যে পেতে হৃদয়-আসন,
(সদা দেখ্‌বো ব'লে হে) (হৃদয় মাঝে) (ওহে হৃদ্‌বিহারী)
(আমি নয়ন মুদে অই মোহন ছবি)
এস চূড়াটী বাঁকিয়ে—বাঁশরী বাজিয়ে ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিমঠামধারী ॥
এস—মৃদু মৃদু হাসি মুখে,
ভৃগুপদ আঁকা বুকে,
(তুমি বড় যে দয়াল হে) (তোমার দয়ার যে আর নাই তুলনা)
কিবা রুনু ঝুনু নূপুর চরণে সুমধুর বাজিছে, রাজিছে আহা কি মরি মরি ॥

হিরণ্য। এস বৎস! কোলে এস।

প্রহ্লাদ। (কোলে বসিয়া) বাবা! হরির কোল আরো নরম—আরো শীতল।

হিরণ্য। (মনে মনে বিরক্ত হইয়া) হরির কোলে ব'সেছ নাকি প্রহ্লাদ!

প্রহ্লাদ। যেদিন পাহাড়ের উপর থেকে ফেলে দিয়েছিল, সেই দিন সেই হরিই ত আমাকে কোলে ক'রে বাঁচিয়েছিলেন।

হিরণ্য। তুমি দেখ্‌তে পেয়েছিলে?

প্রহ্লাদ। চ'খে দেখ্‌তে পাইনি কিন্তু—বুঝ্‌তে পেরেছিলাম।

হিরণ্য। তা হ'লে তাকে কথনো তুমি দেখ্‌তে পাওনি?

প্রহ্লাদ। বাইরে দেখ্‌তে পাইনি, কিন্তু চোক বুজে হৃদয়ের মধ্যে হরিকে দেখ্‌তে পেয়ে থাকি।

হিরণ্য। হৃদয়ের মধ্যে সে ঢুক্‌লো কি ক'রে?

প্রহ্লাদ। তিনি ত সব পারেন বাবা! তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান্, সূক্ষ্ম হতেও সূক্ষ্ম, আবার বৃহৎ পর্ব্বত হ'তেও বৃহৎ।

হিরণ্য। নিতান্ত ছেলে মানুষ,—পাগল তুমি।

প্রহ্লাদ। আমার কথা বিশ্বাস কর বাবা! তিনি দয়াময়, তোমাকে দয়া ক'রবেন তিনি।

হিরণ্য। আমার কি হ'য়েছে যে, তার দয়া নিতে যাব?

প্রহ্লাদ। তাঁর উপর রাগ ক'রে যে পাপ ক'রছো।

হিরণ্য। আচ্ছা—প্রহ্লাদ! তোর হরি কোথায় থাকে একবার দেখিয়ে দিতে পারিস?

প্রহ্লাদ। তোমার হরিকে দেখ্‌তে সাধ হ'য়েছে বাবা!

হিরণ্য। তাকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কাট্‌তে সাধ হয়েছে।

প্রহ্লাদ। তাঁকে ত কাটা যায়না বাবা! তিনি আগুনে দগ্ধ হন্‌না, সলিলে ডোবেন না, অস্ত্রে ভিন্ন হন্‌না—শস্ত্রে ছিন্ন হন্‌না। তিনি যে চিন্ময়—পরব্রহ্ম।

হিরণ্য। কোথায় আছে একবার দেখিয়ে দিতে পারিস্—তাহ'লে দেখে নিতাম, কেমন সে অস্ত্রে ছিন্ন হয় না।

প্রহ্লাদ। তিনি যে সর্ব্বময়—বিষ্ণু, এই বিশ্ব সংসারে প্রতি অণু-পরমাণুতে পর্য্যন্ত তিনি বিরাজ ক'রছেন বাবা!

হিরণ্য। প্রলাপ পরিত্যাগ ক'রে, বল্ সে কোথায় আছে?

প্রহ্লাদ। সত্যি কথাই ব'লেছি বাবা! আমি সমস্ত পদার্থেই তার অস্তিত্ব দেখ্‌তে পাই। তিনি নিরাকার পরব্রহ্ম-পরমাত্মা। সর্ব্বজীবে সর্ব্বঘটে—তিনি নিত্য বিরাজমান। তিনি ভিন্ন কোন কিছু জগতে নাই।

হিরণ্য। নিরাকার যদি সে, তবে তোকে কোলে ক'রলে কিরূপে রে মূর্খ!

প্রহ্লাদ। ইচ্ছাময়—তিনি, ইচ্ছা ক'রলে সাকাররূপেও দেখা দিয়ে থাকেন। ভক্ত তাঁকে যে ভাবে ভজনা করে, তিনি তাকে সেই ভাবেই দেখা দিয়ে থাকেন যে বাবা!

গান ।

যে যে ভাবে তারে, সেই ভাবে সে পায় তার দেখা ।
এ কথা ত মিছে নয় যে, আছে পিতা শাস্ত্রে লেখা ॥
যোগী যাঁরা জ্ঞান বলে,
জানে তারে ব্রহ্ম ব'লে,
ভক্ত যারা দেখে তারা হরির ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম বাঁকা ॥
হরি সাকার কভু নিরাকার,
কে পায় তত্ত্ব বল তাহার,
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আছে তার ছবি আঁকা ॥

হিরণ্য । (সক্রোধে) ওসব শুন্‌তে চাইনে আমি, বল্‌ হতভাগ্য, সে এখন কোথায় আছে ?

প্রহ্লাদ । বলিইছি ত' বাবা ! সকল স্থানেই আছেন । তিনি যে সর্ব্বব্যাপী ভগবান্‌ বাবা ।

হিরণ্য । দূর হ কুলাঙ্গার !

(কোল হইতে উঠাইয়া দিল)

প্রহ্লাদ । আবার রাগ ক'রছো বাবা !

হিরণ্য । শোন্‌ এবার শেষ কথা ।—ঐ যে স্তম্ভ দেখা যাচ্ছে, ওর মধ্যে তোর হরি আছে নাকি বল্‌ ।

প্রহ্লাদ ! হাঁ—বাবা নিশ্চয়ই আছেন ।

হিরণ্য । আচ্ছা ! আমি এখনি এই তীক্ষ্ণকৃপাণে ঐ স্তম্ভ দ্বিখণ্ড ক'রে ফেলবো । যদি ঐ স্তম্ভমধ্যে তোর হরি না থাকে, তাহ'লে তৎক্ষণাৎ তোর ঐ মস্তক এই ভূতলে লুণ্ঠিত হবে ।

বিদূষক । (সভয়ে স্বগত) বাবা ! স্তম্ভমধ্যথেকে শেষে একটা কিছু কিম্ভূত-কিমাকার বেরিয়ে প'ড়বে নাকি ?

মন্ত্রী। (স্বগত) কি বিপদ উপস্থিত হয় কে জানে।

হিরণ্য। (কৃপাণ উদ্যত করিয়া স্তম্ভের নিকটে গিয়া) এই দেখ্ হতভাগ্য!—(বলিয়া যেমন স্তম্ভ দ্বিখণ্ড করিল, তৎক্ষণাৎ ভীষণ "নরসিংহ" মূর্ত্তির আবির্ভাব এবং ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে হিরণ্যকশিপুকে ধরিয়া নিজ উরুদেশে রক্ষা করিয়া বধ করিয়া ফেলিলেন, সভাস্থ সকলে ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কাঁপিতে লাগিল, প্রহ্লাদ যুক্তকরে স্তব গান করিতে লাগিলেন)

গান।

সম্বর মূরতি হে বিশ্বপতি
　　সৃষ্টি বুঝি তব হ'য়ে যায় লয়।
ধর শান্ত ভাব, শান্ত হ'ক সব,
　　ঘুচাও সকলের এ বিষম ভয়॥
ওহে ভয়ত্রাতা অভয় কর দান,
　　এ ঘোর সঙ্কটে কর পরিত্রাণ,
হে, অনাদি অনন্ত কে পায় তব অন্ত,
　　নাশ মনের ধান্ত হে, শান্তির নিলয়॥
ওহে বিশ্বরূপ বিশ্বের বিধাতা,
এ বিশ্ব-সংসারের একমাত্র ত্রাতা,
তব নাম স্মরি, তব নাম করি,
　　করে জীবে কাল-শমনে জয়॥

সহসা নরসিংহ মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া, হরি নারায়ণ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

নারা।　　লহ ভক্তধন!
　　মনোমত বর!

প্রহ্লাদ। লভি আজি হরি ও-বর চরণে,
নাহি অন্তরে কোন আকিঞ্চন,
অকিঞ্চনে দেহ ও রাঙ্গাচরণ,
অভাজন ব'লে ঠেল না পায়।

নারা। লহ রাজ্য বৎস! লভ সিংহাসন,
কর আজ হ'তে পৃথিবী পালন,
দৈত্য-বংশধর তুমি শশধর,
গাবে তব যশ এ তিন ভুবন।

প্রহ্লাদ। নারায়ণ!
তব রাঙ্গা-পদে—
সঁপিয়াছি এই প্রাণ মন মোর।
নাহি সাধ তুচ্ছ রাজ্য-ধন-মানে।
অনিত্য সংসার অনিত্য সম্পদ,
জলবিম্ব সব নহে চিরস্থির,
কেন তবে সেই অসার মায়াতে,
ভুলায়ে রাখিতে চাহ আজি মোরে?

নারা। শুন প্রাণধন!
তব সম ভক্তজনে,
পারি কি ভুলাতে কভু—
অনিত্য অসার এই তুচ্ছ রাজ্য দিয়ে?
কিন্তু—তবু শুন ভক্তধন!
কর রাজ্য কিছুদিন—
আসক্তি বিহীন নির্লিপ্ত-হৃদয়ে।
হবে তব বংশধর—

হরিভক্ত পরম বৈষ্ণব।
হরিদ্বেষ না রহিবে দৈত্যকুলে আর।
তোমা হ'তে হবে বৎস!
এতদিনে দৈত্যকুলে নব সংস্কার।
তোমা হ'তে আজি,
হরিদ্বেষী-পিতা তব,
মম করে হইয়ে নিহত—
উদ্ধারের পন্থা করি রাখিলা আপন।
শত্রুভাবে তিনজন্মে হইবে উদ্ধার,
গত আজি একটী জনম তার।

প্রহ্লাদ। ইচ্ছাময়!
তব ইচ্ছা হউক পূরণ।
তব ইচ্ছা বিনে
একটী বালুকাকণা
নাহি পারে স্থানচ্যুত হ'তে,
এই জানি—এই মানি, এই বুঝিয়াছি।
যা কর সংসারে তুমি,
মঙ্গল—মঙ্গল—হরি!
সকলি মঙ্গল।
দেহ এই জ্ঞান—
পারি যেন ভাবিতে নিয়ত,
এ সংসারে তুমি সার, তুমি সার হরি।
রহে যেন স্থির মতি ও পদ-পঙ্কজে।
নাহি ভুলি যেন কভু মায়ার ছলনে।

নারা । কেবা আছে এ সংসারে—
তব সম ভক্ত মম আর ?
ভক্তি-ডোরে বাঁধিয়াছ মোরে,
তোমা ছাড়া রবনা কখনো।
হৃদি-মাঝে তব,
চিরদিন করিব বিরাজ ।
হের আজি ভক্তধন !
দুনয়ন ভরি অপরূপ যুগল মূরতি ।
(সহসা রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি বিকাশ)

গান ।

প্রহ্লাদ । (করপুটে)

আহা কি অপরূপ যুগলরূপে করি দরশন ।
হেরিয়া এইরূপ আজি জুড়াল এ দু'নয়ন ॥
নবঘন পাশে যেন স্থিরা সৌদামিনী,
তমাল জড়িত লতা কাঞ্চন-বরণী,
পাদপদ্মে কত শত গুঞ্জরিছে মধুব্রত,
আজি, পুলকে পুরিল চিত হেরিয়ে যুগল চরণ ॥

যবনিকা